হারাম ও কবীরা গুনাহ্

তৃতীয়াংশ

সম্পাদনায়ঃ
মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আব্দুল আজিজ

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ

(মুসলিম, হাদীস ১৩৩৭)

অর্থাৎ যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছু বর্জন করতে বলি তখন তোমরা অবশ্যই তা বর্জন করবে।

الْكَبَائِرُ وَ الْمُحَرَّمَاتُ

الجُزْءُ الثَالِثُ

فِيْ ضُوْءِ مَا وَرَدَ فِيْ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ

কোর'আন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে

হারাম ও কবীরা গুনাহ্

(তৃতীয়াংশ)

সম্পাদনায়ঃ

মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আব্দুল আজিজ

প্রকাশনায়ঃ

المركز التعاوني لدعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن

বাদ্শাহ্ খালিদ্ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র

পোঃ বক্স নং ১০০২৫ ফোনঃ ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্সঃ ০৩-৭৮৭৩৭২৫

কে, কে, এম, সি. হাফ্র আল্-বাতিন ৩১৯৯১

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
عبدالعزيز، مستفيض الرحمن حكيم
الكبائر والمحرمات./ مستفيض الرحمن حكيم عبدالعزيز.-
حفر الباطن، ١٤٣٠هـ
٣ مج. ١٦٨ ص؛ ١٢ × ١٧ سم
ردمك : ٧ - ٠٢ - ٨٠٦٦ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة)
٨ - ٠٥ - ٨٠٦٦ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (ج٣)
(النص باللغة البنغالية)
١- الكبائر ٢- الوعظ والإرشاد أ- العنوان
ديوي ٢٤٠ ١٤٣٠/٧٤٧١

رقم الإيداع : ١٤٣٠ / ٧٤٧١
ردمك : ٧ – ٠٢ – ٨٠٦٦ – ٦٠٣ – ٩٧٨ (مجموعة)
٨ – ٠٥ – ٨٠٦٦ – ٦٠٣ – ٩٧٨ (ج٣)

الطبعة الأولى

١٤٣١هـ - ٢٠١٠م

আহ্বান

প্রিয় পাঠক! আমাদের প্রকাশিত সকল বই পড়ার জন্য আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের বইগুলো নিম্নরূপঃ

১. বড় শির্ক
২. ছোট শির্ক
৩. হারাম ও কবীরা গুনাহ্ (১)
৪. হারাম ও কবীরা গুনাহ্ (২)
৫. হারাম ও কবীরা গুনাহ্ (৩)
৬. ব্যভিচার ও সমকাম
৭. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা
৮. মদপান ও ধূমপান
৯. কিয়ামতের ছোট-বড় নিদর্শন সমূহ
১০. তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা
১১. সাদাকা-খায়রাত
১২. নবী ﷺ যেভাবে পবিত্রতার্জন করতেন
১৩. নামায ত্যাগ ও জামাতে নামায আদায়ের বিধান

আমাদের উক্ত বইগুলোতে কোন রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে অথবা কোন বিষয়-বস্তু আপনার নিকট অসম্পন্ন মনে হলে অথবা তাতে আপনার কোন বিশেষ প্রস্তাবনা থাকলে অথবা আপনার নিকট দা'ওয়াতের কোন আকর্ষণীয় পদ্ধতি অনুভূত হলে তা আমাদেরকে অতিসত্বর জানাবেন। আমরা তা অবশ্যই সাদরে ও সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করবো। জেনে রাখুন, কোন কল্যাণের সন্ধানদাতা উক্ত কল্যাণ সম্পাদনকারীর ন্যায়ই।

আহ্বানে
দা'ওয়াহ্ অফিস
কে. কে. এম. সি. হাফ্র আল-বাতিন

৭৭. শরীয়তের যে কোন দণ্ডবিধি প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করাঃ

শরীয়তের যে কোন দণ্ডবিধি প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করা হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

কোন ব্যক্তি কারোর ক্বিসাস্ অথবা দিয়াত বাস্তবায়নের পথে বাধা সৃষ্টি করলে তার উপর আল্লাহ্ তা'আলা, ফিরিশ্তা ও সকল মানুষের অভিশাপ নিপতিত হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ قُتِلَ عِمِّيًّا أَوْ رِمِّيًّا بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ ، وَ مَنْ قُتِلَ عَمْداً فَهُوَ قَوَدٌ ، وَ مَنْ حَالَ دُوْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَ الْمَلاَئِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَ لاَ عَدْلٌ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৫৪০, ৪৫৯১ নাসায়ী : ৮/৩৯ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৬৮৫)

অর্থাৎ যার হত্যাকারীর পরিচয় মিলেনি অথবা যাকে পাথর মেরে কিংবা লাঠি ও বেত্রাঘাতে হত্যা করা হয়েছে তার দিয়াত হচ্ছে ভুলবশত হত্যার দিয়্যাত। তবে যাকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করা হয়েছে তার শাস্তি হবে ক্বিসাস্। যে ব্যক্তি উক্ত ক্বিসাস্ বা দিয়াত বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করে তার উপর আল্লাহ্ তা'আলা, ফিরিশতা ও সকল মানুষের লা'নত। তার পক্ষ থেকে কোন প্রকার তাওবা অথবা ফিদ্য়া (ক্ষতিপূরণ) গ্রহণ করা হবে না। অন্য অর্থে, তার পক্ষ থেকে কোন ফরয ও নফল ইবাদাত গ্রহণ করা হবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ فَقَدْ ضَادَّ اللهَ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৫৯৭ আহ্মাদ্, হাদীস ৫৩৮৫ ত্বাবারানী, হাদীস ১৩০৮৪ বায়হাক্বী ৮/৩৩২ 'হা'কিম ৪/৩৮৩)

অর্থাৎ যার সুপারিশ আল্লাহ্ তা'আলার কোন দণ্ডবিধি প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করলো সে সত্যিই আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধাচরণ করলো।

৭৮. কোন মৃত ব্যক্তির কবর খনন করে তার কাফনের কাপড় চুরি করাঃ

কোন মৃত ব্যক্তির কবর খনন করে তার কাফনের কাপড় চুরি করা আরেকটি কবীরা গুনাহ্ এবং হারাম।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُخْتَفِيَ وَ الْمُخْتَفِيَةَ

(বায়হাক্বী ৮/৩৭০ সিল্সিলাতুল্ আহা'দীসিস্ সা'হীহাহ্, হাদীস ২১৪৮)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ লা'নত করেন কাফন চোর ও চুন্নিকে।

৭৯. কোন জীবিত পশুর এক বা একাধিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে তাকে বিশ্রী বা বিকৃত করাঃ

কোন জীবিত পশুর এক বা একাধিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে তাকে বিশ্রী বা বিকৃত করা আরেকটি হারাম কাজ ও কবীরা গুনাহ্।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَعَنَ اللهُ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيْوَانِ

(নাসায়ী, হাদীস ৪১৩৯)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করুক সে ব্যক্তিকে যে কোন জীবিত পশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে তাকে বিকৃত করে দেয়।

এমন অপকর্ম সংঘটন করা যদি কোন জীবিত পশুর সাথে গুরুতর অপরাধ হয়ে থাকে তা হলে তা কোন মানুষের সাথে সংঘটন করা যে কতটুকু ভয়াবহ

তা এখান থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। এ জাতীয় হিংস্র অমানুষদের সুবুদ্ধি ফিরে আসবে কি?

৮০. কোন মু'মিন বা মুসলমান ব্যক্তি অহঙ্কারকারী কৃপণ অথবা কঠিন হৃদয় সম্পন্ন হওয়াঃ

কোন মু'মিন বা মুসলমান ব্যক্তি অহঙ্কারকারী কৃপণ অথবা কঠিন হৃদয় সম্পন্ন হওয়া আরেকটি কবীরা গুনাহ্ ও হারাম।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَ الْجَعْظَرِيُّ

(স'হীহুল্ জামি', হাদীস ৪৫১৯)

অর্থাৎ অহঙ্কারকারী কৃপণ ও কঠিন হৃদয় সম্পন্ন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

৮১. শরীয়তের কোন বিধান অমান্য করার জন্য যে কোন ধরনের কূটকৌশল অবলম্বন করাঃ

শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ কোন বিধান অমান্য করার জন্য যে কোন ধরনের কূটকৌশল অবলম্বন করা আরেকটি কবীরা গুনাহ্ ও হারাম।

হযরত 'উমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمَ فَجَمَّلُوْهَا فَبَاعُوْهَا

(বুখারী, হাদীস ৩৪৬০)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইহুদিদেরকে অভিসম্পাত করুক। কারণ, তাদের উপর যখন (আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে) চর্বি হারাম করে দেয়া হয়েছে তখন তারা তা গলিয়ে তেল বানিয়ে বিক্রি করেছে।

অথচ আল্লাহ্ তা'আলা যখন কারো উপর কোন জিনিস হারাম করেন তখন তার বিক্রিলব্ধ পয়সাও হারাম করে দেন।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি একদা রাসূল ﷺ কে বাইতুল্লাহ্'র রুক্নে ইয়ামানীর পার্শ্বে বসা অবস্থায় দেখেছিলাম। তিনি তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে হেঁসে বললেনঃ

لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ ثَلاَثًا ، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمَ فَبَاعُوْهَا وَ أَكَلُوْا أَثْمَانَهَا ، وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৪৮৮)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইহুদিদেরকে লা'নত করুক। রাসূল ﷺ এ কথাটি তিনবার বলেছেন। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর চর্বি হারাম করে দিয়েছেন ; অথচ তারা তা বিক্রি করে সে পয়সা ভক্ষণ করে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা কোন জাতির উপর কোন কিছু খাওয়া হারাম করলে তার বিক্রিলব্ধ পয়সাও হারাম করে দেন।

বর্তমান যুগে হারামকে হালাল করার জন্য হরেক রকমের কৌশলই গ্রহণ করা হয়। সুদ খাওয়ার জন্য বর্তমান সমাজে কতো ধরনের পলিসি যে গ্রহণ করা হচ্ছে বা হয়েছে তা আজ কারোরই অজানা নয়। আবার কখনো কখনো হারাম বস্তুর নাম পাল্টিয়ে উহাকে হালাল বানিয়ে নেয়া হয়। আরো কত্তো কী?

রাসূল ﷺ এর বহু পূর্বেই এ ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন।

হযরত আবু উমামাহ্ বাহিলী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَذْهَبُ اللَّيَالِيْ وَ الْأَيَّامُ حَتَّى تَشْرَبَ فِيْهَا طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ الْخَمْرَ ؛ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৪৪৭)

অর্থাৎ দিনরাত শেষ হবে না তথা কিয়ামত আসবে না যতক্ষণ না আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক মদ পান করবে। তারা মদকে অন্য নামে আখ্যায়িত করবে।

অথচ রাসূল ﷺ এর বহু পূর্বেই এ জাতীয় সকল পথ বন্ধ করে দিয়েছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَ كُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

(মুসলিম, হাদীস ২০০৩)

অর্থাৎ প্রত্যেক নেশাকর বস্তুই মদ। আর সকল প্রকারের মদই হারাম।

কোন হারাম বস্তুকে হালাল করার জন্য এ জাতীয় কূটকৌশল সত্যিই ভয়ঙ্কর। কারণ, মানুষ তখন কোন লজ্জা বা ভয় ছাড়াই নির্দ্বিধায় এ সকল কাজ করে থাকে এ কথা ভেবে যে, তা তো হালালই এবং তা অতি দ্রুত গতিতেই সমাজে ছড়িয়ে পড়ে।

৮২. মানুষকে অযথা শাস্তি দেয়া কিংবা প্রহার করাঃ

মানুষকে অযথা শাস্তি দেয়া কিংবা প্রহার করা আরেকটি কবীরা গুনাহ্ ও হারাম।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا ، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ ...

(মুসলিম, হাদীস ২১২৮)

অর্থাৎ দু' জাতীয় মানুষ এমন রয়েছে যারা জাহান্নামী। তবে আমি তাদেরকে এখনো দেখিনি। তাদের মধ্যে এক জাতীয় মানুষ এমন যে, তাদের হাতে থাকবে লাঠি যা দেখতে গাভীর লেজের ন্যায়। এগুলো দিয়ে তারা অযথা মানুষকে প্রহার করবে।

হযরত আবু উমামাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

يَكُوْنُ فِيْ هَذِهِ الأُمَّةِ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْبَقَرِ ، يَغْدُوْنَ فِيْ سَخَطِ اللهِ ، وَ يَرُوْحُوْنَ فِيْ غَضَبِهِ

(আহ্মাদ্ ৫/২৫০ 'হা'কিম ৪/৪৩৬ ত্বাবারানী, হাদীস ৮০০০)

অর্থাৎ এ উম্মতের মধ্যে শেষ যুগে এমন কিছু লোক পরিলক্ষিত হবে যাদের সাথে থাকবে লাঠি যা দেখতে গাভীর লেজের ন্যায়। তারা সকালে বের হবে আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টি নিয়ে এবং বিকেলে ফিরবে আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধ নিয়ে।

৮৩. কোন বিপদ আসলে তা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে না নিয়ে বরং আল্লাহ্ তা'আলার উপর অসন্তুষ্ট হওয়াঃ

কোন বিপদ আসলে তা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে না নিয়ে বরং আল্লাহ্ তা'আলার উপর অসন্তুষ্ট হওয়া আরেকটি কবীরা গুনাহ্ এবং হারাম।

মু'মিন বলতেই তাকে এ কথা অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে, তার জীবনে যে কোন অঘটন ঘটুক না কেন তা একমাত্র তারই কিঞ্চিৎ কর্মফল। এর চাইতে আর বেশি কিছু নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ مَآ أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيْكُمْ وَ يَعْفُوْ عَنْ كَثِيْرٍ ﴾

(শূরা : ৩০)

অর্থাৎ তোমাদের যে কোন বিপদাপদ ঘটুক না কেন তা তো একমাত্র তোমাদেরই কর্মফল। তবুও আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অনেক অপরাধই ক্ষমা করে দেন।

বিপদ যতো বড়োই হোক প্রতিদানও ততো বড়ো। তবে বিপদের সময় আল্লাহ্ তা'আলার উপর অবশ্যই সন্তুষ্ট থাকা চাই। বরং বিপদাপদ আসা তো আল্লাহ্ তা'আলার ভালোবাসার পরিচায়কও বটে।

হযরত আনাস্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاَءِ ، وَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا ، وَ مَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ

(তিরমিযী, হাদীস ২৩৯৬ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৪১০৩ সা'হীহুল্ জা'মি', হাদীস ২১১০)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই বিপদ যতো বড়ো প্রতিদানও ততোই বড়ো। আর আল্লাহ্ তা'আলা কোন সম্প্রদায়কে ভালোবাসলেই তো তাদেরকে বিপদের সম্মুখীন করেন। অতঃপর যে ব্যক্তি এতে সন্তুষ্ট থাকলো তার জন্যই তো আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি আর যে ব্যক্তি এতে অসন্তুষ্ট হলো তার জন্যই তো আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টি।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ

(বুখারী, হাদীস ৫৬৪৫)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কারোর সাথে ভালোর ইচ্ছে করলে তাকে বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন।

মু'মিনের উপর যে কোন বিপদই আসুক না কেন সে জন্য তাকে একটি করে সাওয়াব এবং একটি করে তার গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيْبُ الْمُؤْمِنَ حَتَّى الشَّوْكَةِ تُصِيْبُهُ إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً ، أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ

(মুসলিম, হাদীস ২৫৭২)

অর্থাৎ মু'মিনের উপর যে কোন বিপদই আসুক না কেন এমনকি তার পায়ে একটি কাঁটা বিঁধলেও আল্লাহ্ তা'আলা এর পরিবর্তে তার জন্য একটি সাওয়াব লিখে রাখবেন এবং তার একটি গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلاَّ حَطَّ اللهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا

(মুসলিম, হাদীস ২৫৭১)

অর্থাৎ মুসলমানের কোন কষ্ট হলে চাই তা অসুখের কারণেই হোক অথবা অন্য যে কোন কারণে আল্লাহ্ তা'আলা সে জন্য তার গুনাহ্গুলো ক্ষমা করে দেন যেমনিভাবে গাছ থেকে পাতা ছিঁড়ে পড়ে।

যে ব্যক্তি দীনের উপর যত বেশি অটল তার বিপদও ততো বেশি। এ কারণেই নবীরা বেশি বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। এরপর যে যতটুকু নবীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে সে ততো বেশি বিপদের সম্মুখীন হবে।

হযরত সা'দ্ বিন্ আবী ওয়াক্কাস্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاَءً ؟ قَالَ: الأَنْبِيَاءُ ، ثُمَّ الأَمْثَلُ ، فَالأَمْثَلُ، فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِيْنِهِ ، فَإِنْ كَانَ دِيْنُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلاَؤُهُ ، وَإِنْ كَانَ فِيْ دِيْنِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِيْنِهِ ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلاَءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِيْ عَلَى الأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ

(তিরমিযী, হাদীস ২৩৯৮ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৪০৯৫)

অর্থাৎ আমি বললামঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! মানুষের মধ্যে কারা বেশিরভাগ কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয় ? রাসূল ﷺ বললেনঃ নবীগণ অতঃপর যারা তাদের আদর্শে বেশি অনুপ্রাণিত অতঃপর যারা এর পরের

অবস্থানে। সুতরাং যে কোন ব্যক্তিকে তার ধার্মিকতার ভিত্তিতেই বিপদের সম্মুখীন করা হয়। অতএব তার ধার্মিকতা যদি শক্ত হয় তার বিপদও ততো শক্ত হবে। আর যার ধার্মিকতায় দুর্বলতা রয়েছে তাকে তার ধার্মিকতা অনুযায়ীই বিপদের সম্মুখীন করা হবে। সুতরাং বিপদ বান্দাহ্'র সাথে লেগেই থাকবে। এমনকি পরিশেষে তার অবস্থা এমন হবে যে, সে দুনিয়ার বুকে বিচরণ করছে ঠিকই অথচ তার কোন গুনাহ্ই নেই।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَا يَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ وَ الْمُؤْمِنَةِ فِيْ نَفْسِهِ وَ وَلَدِهِ وَ مَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللهَ ، وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ

(তিরমিযী, হাদীস ২৩৯৯)

অর্থাৎ মু'মিন পুরুষ ও মহিলার সাথে বিপদ লেগেই থাকবে চাই তা তার ব্যক্তি সংক্রান্ত হোক অথবা সন্তান ও সম্পদ সংক্রান্ত। এমনকি পরিশেষে অবস্থা এমন হবে যে, সে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করছে ঠিকই অথচ তার কোন গুনাহ্ই নেই।

হযরত ফুযাইল্ বিন্ 'ইয়ায্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ

لاَ يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيْقَةَ الإِيْمَانِ حَتَّى يَعُدَّ الْبَلاَءَ نِعْمَةً ، وَ الرَّخَاءَ مُصِيْبَةً ، وَ حَتَّى لاَ يُحِبَّ أَنْ يُحْمَدَ عَلَى عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى

অর্থাৎ বান্দাহ্ কখনো ঈমানের মূলে পৌঁছুতে পারবে না যতক্ষণ না সে বিপদকে নিয়ামত এবং সচ্ছলতাকে বিপদ মনে করবে এবং যতক্ষণ না সে আল্লাহ্'র ইবাদতের উপর মানুষের প্রশংসা অপছন্দ করবে।

ধৈর্য যে কোন মুসলমানের স্বাভাবিক ভূষণ হওয়া উচিৎ। বিপদের সময় যেমন সে ধৈর্য ধারণ করবে তেমনিভাবে সুখের সময়ও তাকে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের উপর ধৈর্য ধারণ করতে হবে। বরং এ সময়ের ধৈর্য

প্রথমোক্ত ধৈর্যের চাইতে আরো গুরুত্বপূর্ণ।

শাইখুল ইসলাম ইব্নু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেনঃ

أَمَّا نِعْمَةُ الضَّرَّاءِ فَاحْتِيَاجُهَا إِلَى الصَّبْرِ ظَاهِرٌ ، وَ أَمَّا نِعْمَةُ السَّرَّاءِ فَتَحْتَاجُ إِلَى الصَّبْرِ عَلَى الطَّاعَةِ فِيْهَا ، فَإِنَّ فِتْنَةَ السَّرَّاءِ أَعْظَمُ مِنْ فِتْنَةِ الضَّرَّاءِ ، الْفَقْرُ يَصْلُحُ عَلَيْهِ خَلْقٌ كَثِيْرٌ ، وَ الْغِنَى لاَ يَصْلُحُ عَلَيْهِ إِلاَّ أَقَلُّ مِنْهُمْ ، وَ لِهَذَا كَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْمَسَاكِيْنُ ، لأَنَّ فِتْنَةَ الْفَقْرِ أَهْوَنُ ، وَ كِلاَهُمَا يَحْتَاجُ إِلَى الصَّبْرِ وَالشُّكْرِ ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ فِيْ السَّرَّاءِ اللَّذَّةُ ، وَ فِيْ الضَّرَّاءِ الْأَلَمُ اشْتَهَرَ ذِكْرُ الشُّكْرِ فِيْ السَّرَّاءِ ، وَ الصَّبْرِ فِيْ الضَّرَّاءِ

অর্থাৎ বিপদের সময় ধৈর্য ধরার ব্যাপারটি একেবারেই সুস্পষ্ট যা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে একটি নিয়ামতও বটে। তেমনিভাবে সুখের সময়ও আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের উপর ধৈর্য ধারণ করতে হবে। তাও আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে একটি নিয়ামত। তবে সুখের পরীক্ষা বেশি কঠিন দুঃখের পরীক্ষার চাইতেও। দরিদ্রতা বেশি সংখ্যক মানুষকেই মানায় কিন্তু ধন-সম্পদ খুব অল্প সংখ্যক লোককেই মানায়। এ কারণে দরিদ্ররাই বেশির ভাগ জান্নাতী। কারণ, দরিদ্রতার পরীক্ষা অনেকটাই সহজ। তবে উভয় অবস্থায়ই ধৈর্য ও আল্লাহ্'র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। কিন্তু সুখে বেশির ভাগ মজা এবং দুঃখে বেশির ভাগ কষ্ট থাকার দরুনই সুখের ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতার ব্যবহার বেশি এবং দুঃখের ক্ষেত্রে ধৈর্য।

আপনি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। অতএব এমনও তো হতে পারে যে, আপনি যে বস্তুটিকে আপনার জন্য কল্যাণকর ভাবছেন তা সত্যিই আপনার জন্য অকল্যাণকর আর আপনি যে বস্তুটিকে আপনার জন্য অকল্যাণকর ভাবছেন তা সত্যিই আপনার জন্য কল্যাণকর।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ عَسَى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ، وَ عَسَى أَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ، وَ اللهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ ﴾

(বাক্বারাহ্ : ২১৬)

অর্থাৎ এমনও তো হতে পারে যে, তোমরা কোন বস্তুকে নিজের জন্য অপছন্দ করছো অথচ তাই হচ্ছে তোমাদের জন্য কল্যাণকর তেমনিভাবে তোমরা কোন বস্তুকে নিজের জন্য পছন্দ করছো অথচ তাই হচ্ছে তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলাই এ ব্যাপারে সঠিক জানেন আর তোমরা তা জানো না।

বস্তুতঃ মু'মিনের জন্য সবই কল্যাণকর। তার জীবনে কোন খুশির ব্যাপার ঘটলে সে আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা আদায় করবে তখন তা তার জন্য অবশ্যই কল্যাণকর হবে। তেমনিভাবে তার জীবনে কোন দুঃখের ব্যাপার ঘটলে সে তা ধৈর্যের সাথে মেনে নিবে তখনও তা তার জন্য অবশ্যই কল্যাণকর হবে।

হযরত স্বুহাইব্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ ، وَ لَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَ إِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

(মুসলিম, হাদীস ২৯৯৯)

অর্থাৎ মু'মিনের ব্যাপারটি খুবই আশ্চর্যজনক। কারণ, তার সকল অবস্থাই তার জন্য কল্যাণকর। আর এ ব্যাপারটি একমাত্র মু'মিনের জন্য। অন্য কারোর জন্য নয়। কারণ, তার জীবনে যখন কোন খুশির সংবাদ আসে তখন সে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অতএব তা তার জন্য কল্যাণকর হয়ে যায়। তেমনিভাবে তার জীবনে যখন কোন দুঃখের সংবাদ আসে তখন সে ধৈর্যের সাথে তা মেনে নেয় অতএব তাও তার জন্য কল্যাণকর হয়ে যায়।

কারোর উপর কোন বিপদ আসলে তাকে যা করতে হয়ঃ

কারোর উপর কোন বিপদ আসলে তাকে নিম্নোক্ত দো'আ পড়তে হয়ঃ

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ، اللَّهُمَّ آجِرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَ أَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا

হযরত উম্মে সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيْبُهُ مُصِيْبَةٌ فَيَقُوْلُ: إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ، اللَّهُمَّ آجِرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَ أَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا ، إِلاَّ أَجَرَهُ اللهُ فِيْ مُصِيْبَتِهِ وَ أَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا

(মুসলিম, হাদীস ৯১৮)

অর্থাৎ কোন বান্দাহ্'র উপর বিপদ আসলে সে যদি বলেঃ আমরা সবাই আল্লাহ্'রই জন্য এবং আমাদের সকলকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে। হে আল্লাহ্! আপনি আমার এ বিপদে আমাকে সাওয়াব দান করুন এবং আমাকে এর চাইতেও ভালো প্রতিদান দিন তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে উক্ত বিপদে ধৈর্য ধারণের জন্য সাওয়াব দান করেন এবং তাকে এর চাইতেও উত্তম প্রতিদান দেন।

বিপদাপদ আসলে যে চিকিৎসাগুলো গ্রহণ করতে হয়ঃ

বিপদাপদ আসলে নিম্নোক্ত কাজগুলো অবশ্যই করণীয়ঃ

১. এ কথা মনে করবে যে, দুনিয়াটা হচ্ছে পরীক্ষার ক্ষেত্র। সুতরাং এখানে সর্বদা আরাম করার তেমন কোন সুযোগ নেই।

২. এ কথাও মনে করবে যে, যতটুকু বিপদ আমার ভাগ্যে লেখা আছে তা তো ঘটবেই তাতে আমার করার কিছুই নেই। বরং তাতে একমাত্র সন্তুষ্টই থাকতে হবে এবং ধৈর্য ধরতে হবে।

৩. এটাও মনে করবে যে, এর চাইতে আরো বড় বিপদও তো আসতেই পারতো। তা হলে সে কঠিন বিপদ থেকে তো রক্ষাই পাওয়া গেলো।

৪. যে ব্যক্তি আপনার মতোই বিপদগ্রস্ত তার প্রতি খেয়াল করবেন। তা হলে বিপদের প্রকোপ সামান্যটুকু হলেও লাঘব হবে।

৫. আপনার চাইতেও বেশি বিপদগ্রস্ত এমন লোকের প্রতি তাকাবেন। তা হলে একটু হলেও খুশি লাগবে।

৬. আপনি যা হারিয়েছেন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তার চাইতেও আরো উন্নত প্রতিদানের আশা করবেন। যদি বিকল্প পাওয়া সম্ভবপর হয়ে থাকে।

৭. অন্ততপক্ষে ধৈর্যের ফযীলতের কথা খেয়াল করে ধৈর্য ধরবেন। আর যদি পারেন আল্লাহ্ তা'আলার ফায়সালার উপর পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকবেন।

৮. এ কথা অবশ্যই মনে করবেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার সকল ফায়সালাই আমার জন্য কল্যাণকর তা যাই হোক না কেন।

৯. এ কথাও মনে করতে হবে যে, কঠিন বিপদ নেককার হওয়ারই পরিচায়ক।

১০. এটাও মনে করবে যে, আমি আল্লাহ্'র গোলাম। আর গোলামের মনিবের উপর করার তো কিছুই নেই।

১১. আপনার অন্তর কখনো আল্লাহ্ তা'আলার ফায়সালার উপর বিদ্রোহ করতে চাইলে তাকে অবশ্যই শায়েস্তা করবেন। কারণ, ক্ষিপ্ত হওয়াতে ক্ষতি ছাড়া কোন ফায়েদা নেই।

১২. এ কথা মনে করবেন যে, কোন বিপদ কখনো দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সুতরাং এ বিপদও এক সময় অবশ্যই কেটে যাবে।

৮৪. কোন বেগানা পুরুষের সামনে কোন মহিলার খাটো, স্বচ্ছ কিংবা সংকীর্ণ কাপড়-চোপড় পরিধান করাঃ

কোন বেগানা পুরুষের সামনে কোন মহিলার খাটো, স্বচ্ছ কিংবা সংকীর্ণ

কাপড়-চোপড় পরিধান করা আরেকটি কবীরা গুনাহ্ ও হারাম।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا ، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ ، وَ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ ، مُمِيْلَاتٌ مَـائِلَاتٌ ، رُؤُوْسُـهُنَّ كَأَسْـنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ ، وَ لَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا ، وَ إِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَ كَذَا

(মুসলিম, হাদীস ২১২৮)

অর্থাৎ দু' জাতীয় মানুষ এমন রয়েছে যারা জাহান্নামী। তবে আমি তাদেরকে এখনো দেখিনি। তাদের মধ্যে এক জাতীয় মানুষ এমন যে, তাদের হাতে থাকবে লাঠি যা দেখতে গাভীর লেজের ন্যায়। এগুলো দিয়ে তারা অযথা মানুষকে প্রহার করবে। তাদের মধ্যে আরেক জাতীয় মানুষ হবে এমন মহিলারা যারা কাপড় পরেও উলঙ্গ। তারা বেগানা পুরুষদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথা হবে ঝুলে পড়া উটের কুঁজের ন্যায়। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এমনকি উহার সুগন্ধও পাবে না। অথচ উহার সুগন্ধ অনেক অনেক দূর থেকে পাওয়া যায়।

বর্তমান যুগে এমন সংকীর্ণ কাপড়-চোপড় পরা হচ্ছে যে, বলাই মুশকিল, তা সেলাই করে পরা হয়েছে না কি পরে সেলানো হয়েছে। আবার এমন খাটো কাপড়ও পরা হয় যে, বলতে ইচ্ছে হয়ঃ যখন লজ্জার মাথা খেয়ে এতটুকুই খুলে দিলে তখন আর বাকিটাই বা খুলতে অসুবিধে কোথায়? আবার এমন খোলা কাপড়ও পরিধান করা হয় যে, বাতাস তাদের মনের গতি বুঝে তা উড়িয়ে দিয়ে তাদের সবটুকুই মানুষকে দেখিয়ে দেয়। তখনই তাদের লুক্কায়িত প্রদর্শনেচ্ছা সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়। আবার কখনো এমন স্বচ্ছ কাপড় পরিধান করা হয় যে, তা পরেও না পরার মতো। বরং তা পরার পর মানুষ

তাদের দিকে যতটুকু তাকায় পুরো কাপড় খুলে চললে ততটুকু তাকাতো না।

৮৫. কোন ঝগড়া-ফাসাদে যুলুমের সহযোগিতা করাঃ

কোন ঝগড়া-ফাসাদে যুলুমের সহযোগিতা করাও আরেকটি কবীরা গুনাহ্ এবং হারাম।

কেউ অবৈধভাবে অন্যের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়েছে তা জেনেশুনেও অন্য কেউ এ ব্যাপারে তাকে সহযোগিতা করলে আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর অসন্তুষ্ট হন যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُوْمَةٍ بِظُلْمٍ ؛ لَمْ يَزَلْ فِيْ سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৩৪৯ 'হা'কিম ৪/৯৯)

অর্থাৎ কেউ যদি জেনেশুনে অন্যায় মূলক বিবাদে অন্যকে সহযোগিতা করে আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর খুবই রাগান্বিত হন যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا لِيُدْحِضَ بِبَاطِلِه حَقًّا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ وَ ذِمَّةُ رَسُوْلِه

(সা'হী'হুল্ জা'মি', হাদীস ৬০৪৮)

অর্থাৎ কেউ যদি কোন যালিমকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করলো যে, সে তার বাতিল দিয়ে কোন হক্বকে প্রতিহত করবে তখন আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ এর যিম্মাদারি তার উপর থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়।

৮৬. আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টির মাধ্যমে কোন মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করাঃ

আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টির মাধ্যমে কোন মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করা

কবীরা গুনাহ্ ও হারাম।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছিঃ

مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ وَ مَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ

(তিরমিযী, হাদীস ২৪১৪)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মানুষকে অসন্তুষ্ট করে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টিই কামনা করে মানুষের ব্যাপারে তার জন্য একমাত্র আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলাকে অসন্তুষ্ট করে একমাত্র মানুষের সন্তুষ্টিই কামনা করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মানুষের হাতে ছেড়ে দেন। তিনি আর তার কোন ধরনের সহযোগিতা করেন না।

৮৭. অমূলকভাবে কোন নেককার ব্যক্তিকে রাগান্বিত করাঃ

অমূলকভাবে কোন নেককার ব্যক্তিকে রাগান্বিত করা হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

হযরত 'আয়িয বিন্ 'আমর ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আবু সুফ্য়ান নিজ দলবল নিয়ে সাল্মান, সুহাইব ও বিলাল ﵃ এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো। তখন তাঁরা আবু সুফ্য়ানকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার কসম! আল্লাহ্'র তরবারি এখনো তাঁর এ শত্রুর গর্দান উড়িয়ে দেয়নি। তখন আবু বকর ﵁ তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ তোমরা কুরাইশ নেতার ব্যাপারে এমন কথা বলতে পারলে?! অতঃপর রাসূল ﷺ কে ঘটনাটি জানানো হলে তিনি বললেনঃ

يَا أَبَا بَكْرٍ! لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ ، لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ

(মুসলিম, হাদীস ২৫০৪)

অর্থাৎ হে আবু বকর! সম্ভবত তুমি তাদেরকে রাগিয়ে দিলে! যদি তুমি

তাদেরকে রাগান্বিত করে থাকো তা হলে যেন তুমি আল্লাহ্ তা'আলাকে রাগান্বিত করলে।

অতঃপর হযরত আবু বকর ﵁ তাঁদের নিকট এসে বললেনঃ হে আমার ভাইয়েরা! আমি তো তোমাদেরকে রাগিয়ে দিয়েছি। তাঁরা বললেনঃ না, হে আমাদের শ্রদ্ধেয় ভাই! বরং আমরা আপনার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দো'আ করছি তিনি যেন আপনাকে ক্ষমা করে দেন।

বর্তমান যুগে পরিস্থিতি আরো অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। এখন তো রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, খেলাধুলা, গানবাদ্য ইত্যাকার যে কোন বিষয় এমনকি সাধারণ ছুতানাতা নিয়েও একে অপরের সাথে তর্কবিতর্ক করে পরস্পর গালাগালি, হাতাহাতি এমনকি একে অপরকে হত্যা করতেও সচরাচর দেখা যায়। কখনো কখনো তো পরিস্থিতি এমন পর্যায়েও দাঁড়ায় যে, সমাজে পরিচিত তথাকথিত বহু পাক্কা নামাযীকেও একজন কাফির বা ফাসিককে নিয়ে পক্ষ বিপক্ষ সৃষ্টি করে তর্কবিতর্ক করতে দেখা যায়।

৮৮. কারোর নিজের জন্য রাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করাঃ

কারোর নিজের জন্য রাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করাও হারাম এবং কবীরা গুনাহ্।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ أَخْبَثُهُ وَ أَغْيَظُهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ ، لاَ مَلِكَ إِلاَّ اللهُ

(মুসলিম, হাদীস ২১৪৩ বাগাওয়ী, হাদীস ৩৩৭০)

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব বেশি রাগান্বিত হবেন সে ব্যক্তির উপর এবং সে তাঁর নিকট সর্বনিকৃষ্টও বটে যাকে একদা রাজাধিরাজ বলে ডাকা হতো। অথচ সত্যিকার রাজা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই।

রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَلِكُ الأَمْلاَكِ ، لاَ مَلِكَ إِلاَّ اللهُ

(আহ্মাদ্ ২/৪৯২ 'হা'কিম ৪/২৭৫ স'হীহুল্ জা'মি', হাদীস ৯৮৮)

অর্থাৎ এমন ব্যক্তির উপর আল্লাহ্ তা'আলা অনেক বেশি রাগান্বিত হবেন যে নিজকে রাজাধিরাজ মনে করে। অথচ সত্যিকার রাজা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই।

৮৯. যে কথায় আল্লাহ্ তা'আলা অসন্তুষ্ট হবেন এমন কথা বলাঃ

যে কথায় আল্লাহ্ তা'আলা অসন্তুষ্ট হবেন এমন কথা বলা হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

হযরত বিলাল্ বিন্ 'হারিস্ মুযানী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ ، مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ ، فَيَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، وَ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ، مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، فَيَكْتُبُ اللهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ

(তিরমিযী, হাদীস ২৩১৯ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৪০৪০ আহ্মাদ্ ৩/৪৬৯ হা'কিম ১/৪৪-৪৬ ইব্নু হিব্বান, হাদীস ২৮০ মা'লিক ২/৯৮৫)

অর্থাৎ তোমাদের কেউ কখনো এমন কথা বলে ফেলে যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর খুবই সন্তুষ্ট হন। সে কখনো ভাবতেই পারেনি কথাটি এমন এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছুবে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত কথার দরুনই কিয়ামত পর্যন্ত তার উপর তাঁর সন্তুষ্টি অবধারিত করে ফেলেন। আবার তোমাদের কেউ কখনো এমন কথাও বলে ফেলে যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর খুবই অসন্তুষ্ট হন। সে কখনো ভাবতেই পারেনি কথাটি এমন এক মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছুবে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত কথার দরুনই

কিয়ামত পর্যন্ত তার উপর তাঁর অসন্তুষ্টি অবধারিত করে ফেলেন।

৯০. কোন পুরুষের বেগানা কোন মহিলার সাথে অথবা কোন মহিলার বেগানা কোন পুরুষের সাথে নির্জনে অবস্থান করাঃ

কোন পুরুষের বেগানা কোন মহিলার সাথে অথবা কোন মহিলার বেগানা কোন পুরুষের সাথে নির্জনে অবস্থান করা হারাম। চাই তা কোন ঘরেই হোক অথবা কোন রুমে কিংবা কোন গাড়িতে অথবা লিফ্‌টে।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَ مَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ

(মুসলিম, হাদীস ১৩৪১)

অর্থাৎ কোন পুরুষ যেন বেগানা কোন মহিলার সঙ্গে নির্জনে অবস্থান না করে সে মহিলার এগানা কোন পুরুষের উপস্থিতি ছাড়া।

রাসূল ﷺ আরো ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

(তিরমিযী, হাদীস ১১৭১)

অর্থাৎ কোন পুরুষ যেন বেগানা কোন মহিলার সঙ্গে নির্জনে অবস্থান না করে। এমন করলে তখন শয়তানই হবে তাদের তৃতীয় জন।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ব (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِيْ هَذَا عَلَى مُغِيْبَةٍ إِلاَّ وَ مَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ

(মুসলিম, হাদীস ২১৭৩)

অর্থাৎ আজকের পর কোন পুরুষ যেন এমন মহিলার ঘরে প্রবেশ না করে

যার স্বামী তখন উপস্থিত নেই। তবে তার সাথে অন্য এক বা দু' জন পুরুষ থাকলে তখন তারা প্রবেশ করতে পারবে।

অন্য হাদীসে রাসূল ﷺ এ নিষেধাজ্ঞার কারণও উল্লেখ করেছেন। আর তা হলো শয়তানের প্রবঞ্চনা ও কুমন্ত্রণার ভয়।

হযরত জাবির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَلِجُوْا عَلَى الْمُغِيْبَاتِ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ ، قُلْنَا: وَ مِنْكَ ؟! قَالَ: وَ مِنِّيْ ؛ وَ لَكِنَّ اللهَ أَعَانَنِيْ عَلَيْهِ فَأَسْلَمُ

(তিরমিযী, হাদীস ১১৭২)

অর্থাৎ তোমরা এমন মহিলার ঘরে প্রবেশ না করে যার স্বামী তখন উপস্থিত নেই। কারণ, শয়তান তোমাদের শিরাউপশিরায় চলাচল করে। সাহাবাগণ বললেনঃ আমরা বললামঃ আপনারো? তিনি বললেনঃ আমারো। তবে আল্লাহ্ তা'আলা তার ব্যাপারে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। তাই আমি তার অনিষ্ট হতে নিরাপদ অথবা তাই সে এখন আমার অনুগত।

৯১. বেগানা কোন মহিলার সাথে কোন পুরুষের মুসাফাহা করাঃ

বেগানা কোন মহিলার সাথে কোন পুরুষের মুসাফাহা করা হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لأَنْ يُّطْعَنَ فِيْ رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيْدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَّمَسَّ امْـــرَأَةً لاَ تَحِلُّ لَهُ

(স'হীহুল্ জা'মি', হাদীস ৪৯২১)

অর্থাৎ তোমাদের কারোর মাথায় লোহার সুঁই দিয়ে আঘাত করা তার জন্য অনেক শ্রেয় বেগানা কোন মহিলাকে স্পর্শ করার চাইতে যা তার জন্য হালাল নয়।

কেউ কেউ মনে করেন, আমার মন খুবই পরিষ্কার। তাঁকে আমি মা, খালা অথবা বোনের মতোই মনে করি ইত্যাদি ইত্যাদি। তা হলে মুসাফাহা করতে

অসুবিধে কোথায়। আমরা তাদেরকে বলবোঃ আপনার চাইতেও বেশি পরিষ্কার ছিলো রাসূল ﷺ এর অন্তর। এরপরও তিনি যে কোন বেগানা মহিলার সাথে মুসাফাহা করতে অস্বীকৃতি জানান।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنِّيْ لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ أَوْ إِنِّيْ لاَ أَمَسُّ أَيْدِيْ النِّسَاءِ

(স'হীহুল্ জা'মি', হাদীস ৩৫০৯, ৭০৫৪)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি কোন বেগানা মহিলার সাথে মুসাফাহা করতে রাজি নই।

বর্তমান সমাজে এমনো কিছু আত্মমর্যাদাহীন লোক রয়েছে যাদের নেককার স্ত্রী, মেয়ে ও বোনেরা বেগানা পুরুষের সাথে মুসাফাহা করতে রাজি নয় ; চাই তা লজ্জাবশত হোক অথবা ঈমানী চেতার দরুন ; তবুও এ ধর্মহীন লোকেরা তাদেরকে উক্ত কাজ করতে বাধ্য করে। তাদের এ কথা মনে রাখা উচিৎ যে, একবার যদি তাদের লজ্জা উঠে যায় দ্বিতীয়বার তা ফিরিয়ে আনা অবশ্যই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে এবং তাদের নিজেদের ব্যাপারেও এ কথা চিন্তা করা দরকার যে, যার লজ্জা নেই তার ঈমানও নেই।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الْحَيَاءَ وَ الإِيْمَانَ قُرِنَا جَمِيْعًا ، فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الآخَرُ

(স'হীহুল্ জা'মি', হাদীস ৩২০০)

অর্থাৎ লজ্জা ও ঈমান একই সূত্রে গাঁথা। তার মধ্যে একটি ফসকে গেলে অন্যটিও ফসকে যাবে অবশ্যই।

৯২. কোন মাহ্রাম পুরুষের সঙ্গ ছাড়া যে কোন মহিলার দূর-দূরান্ত সফর করাঃ

কোন মাহ্রাম তথা যে পুরুষের সাথে মহিলার দেখা দেয়া জায়িয এমন কোন পুরুষের সঙ্গ ছাড়া যে কোন মহিলার দূর-দূরান্ত সফর করা হারাম। চাই তা

হজ্জ, 'উমরাহ্ তথা ধর্মীয় যে কোন কাজের জন্যই হোক অথবা শুধু বেড়ানোর জন্য। চাই তা গাড়িতেই হোক অথবা প্লেনে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ إِلاَّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ

(মুসলিম, হাদীস ১৩৩৯)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মহিলার জন্য এটা জায়িয নয় যে, সে এক দিনের দূরত্ব সমপরিমাণ রাস্তা সফর করবে অথচ তার সাথে তার কোন মাহ্রাম নেই।

হযরত আবু সাঈদ্ খুদ্রী ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفْرًا يَكُوْنُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ وَ مَعَهَا أَبُوْهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوْهَا أَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا

(মুসলিম, হাদীস ১৩৪০)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মহিলার জন্য এটা জায়িয নয় যে, সে তিন দিন অথবা তিন দিনের বেশি দূরত্ব সমপরিমাণ রাস্তা সফর করবে অথচ তার সাথে তার পিতা, ছেলে, স্বামী, ভাই অথবা যে কোন মাহ্রাম নেই।

অনেক মহিলা তো কোন মাহ্রাম ছাড়া শুধু একাই সফর শুরু করে দেয়। তার এ কথা জানা নেই যে, সে গাড়ি বা প্লেনে কার সাথেই বা বসবে। পুরুষের সাথে না মহিলার সাথে। পুরুষের সাথে বসলে সে কি ভালো পুরুষ হবে না খারাপ পুরুষ। মহিলার সাথে বসলে গাড়ি কি ঠিক জায়গায় সময় মতো পৌঁছুবে না কি অসময়ে। পথিমধ্যে হঠাৎ সে কোন বিপদে পড়লে কেউ কি তার সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে সাওয়াবের আশায় না ভোগের আশায়। আরো কত্তো কী।

এ কথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, মাহ্‌রাম পুরুষটি জ্ঞানসম্পন্ন মুসলিম সাবালক হওয়া চাই। তা না হলে তার মধ্যে আর মহিলার মধ্যে পার্থক্যই বা থাকলো কোথায়?! বরং তখন সে নিজেই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে। অন্য মহিলার নিরাপত্তার ব্যাপার তো এরপরেই আসছে।

৯৩. গান-বাদ্য কিংবা মিউজিক শুনাঃ

গান-বাদ্য কিংবা মিউজিক শুনাও হারাম কাজ এবং কবীরা গুনাহ্।

হযরত আবু মা'লিক আশ্'আরী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَ الْحَرِيْرَ وَ الْخَمْرَ وَ الْمَعَازِفَ

(বুখারী, হাদীস ৫৫৯০)

অর্থাৎ আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু সম্প্রদায় অবশ্যই জন্ম নিবে যারা ব্যভিচার, সিল্কের কাপড়, মদ্য পান ও বাদ্যকে হালাল মনে করবে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি আল্লাহ্ তা'আলার কসম খেয়ে বলেনঃ আল্লাহ্'র বাণীঃ

﴿ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، أُوْلآئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴾

(লুক্বমান : ৬)

অর্থাৎ মানুষের মধ্য থেকে তো কেউ কেউ অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহ্ তা'আলার পথ থেকে অন্যদেরকে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য তথা গান (কিংবা সেগুলোর আসবাবপত্র) খরিদ করে এবং আল্লাহ্ প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তাদের জন্য রয়েছে (পরকালে) অবমাননাকর শাস্তি।

হযরত ইব্‌নু মাস্'উদ্ ﷺ কসম খেয়ে বলেনঃ উপরোক্ত আয়াত থেকে একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে গান-বাদ্য।

রাসূল ﷺ বাদ্যকে অভিসম্পাতও করেন। তিনি বলেনঃ

صَوْتَانِ مَلْعُوْنَانِ فِيْ الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ : مِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ ، وَ رَنَّةٌ عِنْدَ مُصِيْبَةٍ

(সা'হীহুল্ জা'মি', হাদীস ৩৮০১)

অর্থাৎ দু' ধরনের আওয়াজ দুনিয়া ও আখিরাতে লা'নতপ্রাপ্ত। তার মধ্যে একটি হচ্ছে সুখের সময়ের বাদ্য। আর অপরটি বিপদের সময়ের চিৎকার।

বর্তমান যুগে নতুন নতুন বাদ্যযন্ত্রের দ্রুত আবিষ্কার, গায়ক-গায়িকা ও অভিনেতা-অভিনেত্রীর সরগরম বাজার, আধুনিক সুরের রকমফের, গানের ভাষা ও ইঙ্গিতের ভয়ানকতা ব্যাপারটিকে আরো বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। সুতরাং তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে আর কারোর সামান্যটুকু সন্দেহের অবকাশও থাকতে পারে না। উপরন্তু গান হচ্ছে ব্যভিচারের প্রথম ধাপ এবং গান মানুষের মধ্যে মুনাফিকীরও জন্ম দেয়।

৯৪. ধন-সম্পদের অপচয়ঃ

ধন-সম্পদ অপচয় করাও আরেকটি হারাম কাজ এবং কবীরা গুনাহ্। যদিও তা নিজেরই হোক না কেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا وَ لاَ تُسْرِفُوْا ، إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ﴾

(আ'রাফ : ৩১)

অর্থাৎ তোমরা খাও এবং পান করো। কিন্তু অপচয় করো না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা অপচয়কারীদেরকে ভালোবাসেন না।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا وَ يَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثًا ، فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوْهُ ، وَ لاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا ، وَ أَنْ تَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَ لاَ تَفَرَّقُوْا ، وَ يَكْرَهُ لَكُمْ

قِيْلَ وَ قَالَ وَ كَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَ إِضَاعَةَ الْمَالِ

(মুসলিম, হাদীস ১৭১৫)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য তিনটি কাজ পছন্দ করেছেন। তেমনিভাবে আরো তিনটি কাজ অপছন্দ। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য যা পছন্দ করেছেন তা হলো, তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না এবং তোমরা সবাই একমাত্র আল্লাহ্'র রজ্জুকেই আঁকড়ে ধরবে। কখনো বিক্ষিপ্ত হবে না। তিনি তোমাদের জন্য যা অপছন্দ করেছেন তা হলো, এমন কথা বলা হয়েছে ; অমুক এমন কথা বলেছে তথা অযথা সংলাপ, অহেতুক অত্যধিক প্রশ্ন এবং ধন-সম্পদের বিনষ্ট সাধন।

প্রতিটি মানুষকে কিয়ামতের দিন অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে নিজের সম্পদের হিসেব দিতে হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَزُوْلُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ : عَنْ عُمُرِهِ فِيْمَ أَفْنَاهُ؟ وَ عَنْ شَبَابِهِ فِيْمَ أَبْلاَهُ ؟ وَ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ؟ وَ فِيْمَ أَنْفَقَهُ؟ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ ؟

(তিরমিযী, হাদীস ২৪১৬)

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আদম সন্তানের দু'টি পা আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখ থেকে এতটুকুও নড়বে না যতক্ষণ না সে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দেয়ঃ তার পুরো জীবন সে কি কাজে ক্ষয় করেছে? তার পূর্ণ যৌবন সে কিভাবে অতিবাহিত করেছে? তার ধন-সম্পদ সে কোথায় থেকে সংগ্রহ করেছে এবং কি কাজে খরচ করেছে? তার জ্ঞানানুযায়ী সে কতটুকু আমল করেছে?

৯৫. আল্লাহ্ তা'আলার দয়া কিংবা অনুগ্রহ অস্বীকার তথা নিজ সম্পদ থেকে গরীবের অধিকার আদায়ে অনীহা প্রকাশ করাঃ

আল্লাহ্ তা'আলার দয়া কিংবা অনুগ্রহ অস্বীকার তথা নিজ সম্পদ থেকে গরীবের অধিকার আদায়ে অনীহা প্রকাশ করা আরেকটি কবীরা গুনাহ্ ও হারাম।

আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইস্রাঈলের কয়েকজন ব্যক্তিকে অঢেল সম্পদ দিয়ে পুনরায় তাদেরকে ফিরিশ্তার মাধ্যমে পরীক্ষা করেন। তাদের অধিকাংশই তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত অনুগ্রহ নয় বলে তাঁর নিয়ামত অস্বীকার করতঃ তা তাদের বাপ-দাদার সম্পদ বলে দাবি করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেন। আর যারা তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ বলে স্বীকার করলো তাদের উপর তিনি সন্তুষ্ট হন এবং তাদের সম্পদ আরো বাড়িয়ে দেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেনঃ

إِنَّ ثَلاَثَةً فِيْ بَنِيْ إِسْرَآئِيْلَ: أَبْرَصَ وَ أَقْرَعَ وَ أَعْمَى ، أَرَادَ اللهُ أَنْ يَّبْتَلِيَهُمْ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكاً ، فَأَتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ وَ جِلْدٌ حَسَنٌ وَ يَذْهَبَ عَنِّيْ الَّذِيْ قَدْ قَذِرَنِيْ النَّاسُ ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ وَ أُعْطِيَ لَوْناً حَسَناً وَ جِلْداً حَسَناً ، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الإِبِلُ ، أَوْ قَالَ: الْبَقَرُ – شَكَّ إِسْحَاقُ– إِلاَّ أَنَّ الأَبْرَصَ أَوِ الأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا: الإِبِلُ وَ قَالَ الآخَرُ: الْبَقَرُ ، قَالَ: فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَآءَ ، فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيْهَا، قَالَ: فَأَتَى الأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ وَ يَذْهَبَ عَنِّيْ هَذَا الَّذِيْ قَدْ قَذِرَنِيْ النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ وَ أُعْطِيَ شَعْراً

حَسَناً، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْبَقَرُ ، فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَاملاً ، فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيْهَا ، قَالَ: فَأَتَى الأَعْمَى فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أَنْ يَرُدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِيْ فَأُبْصِرَ بِهِ النَّاسَ ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ ، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْغَنَمُ ، فَأُعْطِيَ شَاةً وَالداً ، فَأَنْتَجَ هَذَانِ وَ وَلَّدَ هَذَا ، قَالَ: فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الإِبِلِ وَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ وَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ. قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِيْ صُوْرَتِهِ وَ هَيْئَتِهِ ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ ، قَدِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِيْ سَفَرِيْ ، فَلاَ بَلاَغَ لِيْ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَّ بِكَ ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِيْ أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَ الْجِلْدَ الْحَسَنَ وَ الْمَالَ بَعِيْراً أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِيْ سَفَرِيْ ، فَقَالَ: الْحُقُوْقُ كَثِيْرَةٌ ، فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّيْ أَعْرِفُكَ ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ؟ فَقِيْراً فَأَعْطَاكَ اللهُ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِراً عَنْ كَابِرٍ ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ، قَالَ: وَ أَتَى الْأَقْرَعَ فِيْ صُوْرَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا، وَ رَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هَذَا ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. قَالَ: وَ أَتَى الأَعْمَى فِيْ صُوْرَتِهِ وَ هَيْئَتِهِ ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ وَابْنُ سَبِيْلٍ، انْقَطَعَتْ بِيْ الْحِبَالُ فِيْ سَفَرِيْ ، فَلاَ بَلاَغَ لِيْ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِيْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ ، شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِيْ سَفَرِيْ ، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِيْ ، فَخُذْ مَا شِئْتَ وَ دَعْ مَا شِئْتَ ، فَوَاللهِ لاَ أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ شَيْئاً أَخَذْتَهُ لِلَّهِ ، فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيْتُمْ ، فَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ وَ سَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ

(বুখারী, হাদীস ৩৪৬৪, ৬৬৫৩ মুসলিম, হাদীস ২৯৬৪)

অর্থাৎ বনী ইস্রাঈলের তিন ব্যক্তি শ্বেতী রোগী, টাক মাথা ও অন্ধের নিকট আল্লাহ্ তা'আলা জনৈক ফিরিশ্তা পাঠিয়েছেন তাদেরকে পরীক্ষা করার

জন্যে। ফিরিশ্তাটি শ্বেতী রোগীর নিকট এসে বললেনঃ তোমার নিকট কোন্ বস্তুটি অধিক পছন্দনীয়? সে বললোঃ আমার নিকট পছন্দনীয় বস্তু হচ্ছে সুন্দর রং ও মনোরম চামড়া এবং আমার এ রোগটি যেন ভালো হয়ে যায়, যার কারণে মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। তৎক্ষণাৎ ফিরিশ্তাটি তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে তার কদর্যতা দূর হয়ে যায় এবং তাকে সুন্দর রং ও মনোরম চামড়া দেয়া হয়। আবারো ফিরিশ্তাটি তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ কোন্ ধরনের সম্পদ তোমার নিকট অধিক পছন্দনীয়? উত্তরে সে বললোঃ উট অথবা গরু। শ্বেতি রোগী অথবা টাক মাথার যে কোন এক জন উট চেয়েছে আর অন্য জন গাভী। বর্ণনাকারী ইস্হাক এ ব্যাপারে সন্দেহ করেছেন। যা হোক তাকে দশ মাসের গর্ভবতী একটি উষ্ট্রী দেয়া হলো এবং ফিরিশ্তাটি তার জন্য দো'আ করলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমার এ উষ্ট্রীর মধ্যে বরকত দিক!

এরপর ফিরিশ্তাটি টাক মাথা লোকটির নিকট এসে বললেনঃ তোমার নিকট কোন্ বস্তুটি অধিক পছন্দনীয়? সে বললোঃ আমার নিকট পছন্দনীয় বস্তু হচ্ছে সুন্দর চুল এবং আমার এ রোগটি যেন ভালো হয়ে যায়, যার কারণে মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। তৎক্ষণাৎ ফিরিশ্তাটি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে তার কদর্যতা দূর হয়ে যায় এবং তাকে সুন্দর চুল দেয়া হয়। আবারো ফিরিশ্তাটি তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ কোন্ ধরনের সম্পদ তোমার নিকট অধিক পছন্দনীয়? উত্তরে সে বললোঃ গাভী। অতএব তাকে গর্ভবতী একটি গাভী দেয়া হলো এবং ফিরিশ্তাটি তার জন্য দো'আ করলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমার এ গাভীর মধ্যে বরকত দিক!

এরপর ফিরিশ্তাটি অন্ধ লোকটির নিকট এসে বললেনঃ তোমার নিকট কোন্ বস্তুটি অধিক পছন্দনীয়? সে বললোঃ আমার নিকট পছন্দনীয় বস্তু হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমার চক্ষুটি ফিরিয়ে দেয়। যাতে আমি মানুষ জন দেখতে পাই। তৎক্ষণাৎ ফিরিশ্তাটি তার চোখে হাত বুলিয়ে দিলে আল্লাহ্

তা'আলা তার চক্ষুটি ফিরিয়ে দেন। আবারো ফিরিশ্তাটি তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ কোন্ ধরনের সম্পদ তোমার নিকট অধিক পছন্দনীয়? উত্তরে সে বললোঃ ছাগল। অতএব তাকে গর্ভবতী একটি ছাগী দেয়া হলো। অতঃপর প্রত্যেকের উষ্ট্রী, গাভী ও ছাগী বাচ্চা দিতে থাকে। এতে করে কিছু দিনের মধ্যেই প্রত্যেকের উট, গরু ও ছাগলে এক এক উপত্যকা ভরে যায়।

আরো কিছু দিন পর ফিরিশ্তাটি শ্বেতী রোগীর নিকট পূর্ব বেশে উপস্থিত হয়ে বললেনঃ আমি এক জন গরিব মানুষ। আমার পথ খরচা একেবারেই শেষ। এখন এক আল্লাহ্ অতঃপর তুমি ছাড়া আমার কোন উপায় নেই। তাই আমি আল্লাহ্ তা'আলার দোহাই দিয়ে তোমার নিকট একটি উট চাচ্ছি যিনি তোমাকে সুন্দর রং, মনোরম চামড়া ও সম্পদ দিয়েছেন যাতে আমার পথ চলা সহজ হয়ে যায়। উত্তরে সে বললোঃ দায়িত্ব অনেক বেশি। তোমাকে কিছু দেয়া এখন আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। ফিরিশ্তাটি তাকে বললেনঃ তোমাকে চেনা চেনা মনে হয়। তুমি কি শ্বেতী রোগী ছিলে না? মানুষ তোমাকে ঘৃণা করতো। তুমি কি দরিদ্র ছিলে না? অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে সম্পদ দিয়েছেন। সে বললোঃ না, আমি কখনো গরিব ছিলাম না। এ সম্পদগুলো আমি বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। অতঃপর ফিরিশ্তাটি বললেনঃ তুমি যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকো তবে আল্লাহ্ তা'আলা যেন তোমাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেন।

অনুরূপভাবে ফিরিশ্তাটি টাক মাথার নিকট পূর্ব বেশে উপস্থিত হয়ে তার সঙ্গে সে জাতীয় কথাই বললেন যা বলেছেন শ্বেতী রোগীর সঙ্গে এবং সেও সে উত্তর দিলো যা দিয়েছে শ্বেতী রোগী। অতঃপর ফিরিশ্তাটি বললেনঃ তুমি যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকো তবে আল্লাহ্ তা'আলা যেন তোমাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেন।

তেমনিভাবে ফিরিশ্তাটি অন্ধের নিকট পূর্ব বেশে উপস্থিত হয়ে বললেনঃ আমি দরিদ্র মুসাফির মানুষ। আমার পথ খরচা একেবারেই শেষ। এখন এক

আল্লাহ্ অতঃপর তুমি ছাড়া আমার কোন উপায় নেই। তাই আমি আল্লাহ্ তা'আলার দোহাই দিয়ে তোমার নিকট একটি ছাগল চাচ্ছি যিনি তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন যাতে আমার পথ চলা সহজ হয়ে যায়। উত্তরে সে বললোঃ আমি নিশ্চয়ই অন্ধ ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার চক্ষু ফিরিয়ে দিয়েছেন। অতএব তোমার যা ইচ্ছা নিয়ে যাও এবং যা ইচ্ছা রেখে যাও। আল্লাহ্'র কসম খেয়ে বলছিঃ আজ আমি তোমাকে বারণ করবো না যাই তুমি আল্লাহ্'র জন্য নিবে। ফিরিশ্তাটি বললেনঃ তোমার সম্পদ তুমিই রেখে দাও। তোমাদেরকে শুধু পরীক্ষাই করা হয়েছে। এ ছাড়া অন্য কিছু নয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তোমার সাথীদ্বয়ের উপর হয়েছেন অসন্তুষ্ট।

উক্ত হাদীসে প্রথমোক্ত ব্যক্তিদ্বয় আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ অস্বীকার ও তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের কারণে তিনি তাদের উপর অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁর দেয়া নিয়ামত তিনি তাদের থেকে ছিনিয়ে নেন। অন্য দিকে অপর জন তাঁর নিয়ামত স্বীকার করেন এবং তাতে তাঁর অধিকার আদায় করেন বিধায় আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর সন্তুষ্ট হন এবং তার সম্পদ আরো বাড়িয়ে দেন।

অতএব নিয়ামতের শুকর আদায় করা অপরিহার্য। নিয়ামতের শুকর বলতে বিনয় ও ভালোবাসার সঙ্গে অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ স্বীকার করাকেই বুঝানো হয়।

৯৬. বিদ্'আতী কিংবা প্রবৃত্তিপূজারীদের সাথে উঠা-বসাঃ

বিদ্'আতী কিংবা প্রবৃত্তিপূজারীদের সাথে উঠ-বসা করা হারাম। কারণ, তারা ইসলামের ব্যাপারে একজন খাঁটি মুসলমানের সামনে হরেক রকমের সংশয়-সন্দেহ উপস্থাপন করে তাঁর মূল পুঁজি তথা বিশুদ্ধ আক্বীদা-বিশ্বাসকেই নষ্ট করে দেয়।

হযরত আবু সা'ঈদ্ খুদ্রী ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا ، وَ لاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৮৩২)

অর্থাৎ খাঁটি মু'মিনই যেন তোমার একমাত্র সঙ্গী হয় এবং একমাত্র পরহেযগার ব্যক্তিই যেন তোমার খাবার খায়।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لاَ تُجَالِسْ أَهْلَ الأَهْوَاءِ ؛ فَإِنَّ مُجَالَسَتَهُمْ مُمْرِضَةٌ لِلْقَلْبِ

(ইবানাহ্ : ২/৪৪০)

অর্থাৎ তোমরা প্রবৃত্তিপূজারীদের পার্শ্বে বসো না। কারণ, তাদের সাথে উঠা-বসা করলে অন্তর রোগাক্রান্ত হয়ে যায়।

হযরত ফুযাইল্ বিন্ 'ইয়ায (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেনঃ

صَاحِبُ بِدْعَةٍ لاَ تَأْمَنْهُ عَلَى دِيْنِكَ ، وَ لاَ تُشَاوِرْهُ فِيْ أَمْرِكَ ، وَ لاَ تَجْلِسْ إِلَيْهِ، وَ مَنْ جَلَسَ إِلَى صَاحِبِ بِدْعَةٍ أَوْرَثَهُ اللهُ الْعَمَى

(ইবানাহ্ : ২/৪৪২)

অর্থাৎ তোমার ধর্মকর্ম একজন বিদ্'আতীর হাতে কখনোই নিরাপদ নয়। সুতরাং তোমার কোন ব্যাপারে তার সামান্যটুকু পরামর্শও নিবে না। এমনকি তার নিকটেও কখনো বসবে না। কারণ, যে ব্যক্তি কোন বিদ্'আতীর নিকট বসলো সে অচিরেই তার অন্তর্দৃষ্টি হারিয়ে ফেললো।

হযরত মুসলিম বিন্ ইয়াসা'র (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেনঃ

لاَ تُمَكِّنْ صَاحِبَ بِدْعَةٍ مِنْ سَمْعِكَ فَيَصُبُّ فِيْهِ مَا لاَ تَقْدِرُ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ قَلْبِكَ

(ইবানাহ্ : ২/৪৫৯)

অর্থাৎ কোন বিদ্'আতীকে কখনো তোমার কানের কাছে ঘেঁষতে দিবে না। কারণ, সে তখন তোমার কানে এমন কিছু ঢুকিয়ে দিবে যা আর কখনো তোমার অন্তর থেকে বের করতে পারবে না।

হযরত মুফায্যাল্ বিন্ মুহাল্হাল্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেনঃ

لَوْ كَانَ صَاحِبُ الْبِدْعَةِ إِذَا جَلَسْتَ إِلَيْهِ يُحَدِّثُكَ بِبِدْعَتِه حَذِرْتَهُ وَ فَرَرْتَ مِنْهُ ، وَ لَكِنَّهُ يُحَدِّثُكَ بِأَحَادِيْثِ السُّنَّةِ فِيْ بُدُوِّ مَجْلِسِه ثُمَّ يُدْخِلُ عَلَيْكَ بِدْعَتَهُ فَلَعَلَّهَا تَلْزَمُ قَلْبَكَ ، فَمَتَى تُخْرِجُ مِنْ قَلْبِكَ ؟!

(ইবানাহ্ : ২/৪৪৪)

অর্থাৎ যদি কোন বিদ্'আতীর নিকট বসলেই সে তোমার সাথে বিদ্'আতের কথা আলোচনা করে তা হলে তুমি তার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে এবং তার থেকে দূরে সরে যেতে পারতে। কিন্তু সে তো তা করছে না বরং সে সর্বপ্রথম তোমাকে সুন্নাতের কিছু হাদীস শুনাবে অতঃপর তার বিদ্'আত তোমার নিকট সাপ্লাই দিবে। তখন তা তোমার অন্তরের সাথে গেঁথে যাবে যা অন্তর থেকে বের করার সুযোগ আর কখনো তোমার হবে না।

বর্তমান বিশ্বের অনেকেই অন্যের সাথে তার পারস্পরিক সম্পর্ক রাখার ব্যাপারটিকে সংখ্যাধিক্যের সাথে জুড়ে দেয়। তখন সে নিজ সুবিধার জন্য যাদের সংখ্যা বেশি তাদের সাথেই উঠাবসা করে এবং তাদের সাথেই বন্ধুত্ব পাতায়। কে সত্যের উপর আর কে মিথ্যার উপর তা সে কখনোই ভেবে দেখে না। অথচ ধর্মের খাতিরে তাকে একমাত্র সত্যের সাথীই হতে হবে। মিথ্যার নয়।

হযরত ফুযাইল্ বিন্ 'ইয়ায (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেনঃ

اتَّبِعْ طُرُقَ الْهُدَى، وَ لاَ يَضُرُّكَ قِلَّةُ السَّالِكِيْنَ ، وَ إِيَّاكَ وَ طُرُقَ الضَّلاَلَةِ ، وَ لاَ تَغْتَرْ بِكَثْرَةِ الْهَالِكِيْنَ

(আল্ ই'তিস্বাম : ১/১১২)

অর্থাৎ একমাত্র হিদায়াতের পথই অনুসরণ করো ; এ পথের লোক সংখ্যা কম হলে তাতে তোমার কোন অসুবিধে নেই এবং ভ্রষ্টতার পথ থেকে বহু দূরে অবস্থান করো ; সে পথের লোক সংখ্যা বেশি বলে তুমি তাতে ধোঁকা খেয়ো না।

৯৭. ঋতুবতী মহিলার সাথে সহবাস করাঃ

ঋতুবতী মহিলার সাথে সহবাস করা আরেকটি কবীরা গুনাহ্ ও হারাম।

আলাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

﴿ وَ يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ، قُلْ هُوَ أَذًى ، فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ، وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾

(বাকারাহ : ২২২)

অর্থাৎ তারা আপনাকে নারীদের ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। আপনি বলে দিনঃ তা হচ্ছে অশুচিতা। অতএব তোমরা ঋতুকালে স্ত্রীদের নিকট থেকে দূরে থাকো। এমনকি তারা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তীও হবে না।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَتَى حَائِضاً أَوْ امْرَأَةً فِيْ دُبُرِهَا أَوْ كَاهِناً فَصَدَّقَهُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ

(তিরমিযী, হাদীস ১৩৫ ইব্নু আবী শাইবাহ্, হাদীস ১৬৮০৯)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন ঋতুবতী মহিলার সাথে সহবাস করলো অথবা কোন মহিলার মলদ্বার ব্যবহার করলো অথবা কোন গণককে বিশ্বাস করলো সে যেন মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর অবতীর্ণ বিধানকে অস্বীকার করলো।

৯৮. যে কোন ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করে কোন মহিলার রাস্তায় বের হওয়া অথবা বেগানা কোন পুরুষের সামনে দিয়ে অতিক্রম করাঃ

যে কোন ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করে কোন মহিলার রাস্তায় বের হওয়া অথবা বেগানা কোন পুরুষের সামনে দিয়ে অতিক্রম করা আরেকটি কবীরা গুনাহ্ ও হারাম। চাই সে পুরুষ কাজের লোক হোক অথবা গাড়ি চালক। চাই

সে পণ্য বিক্রেতা হোক অথবা দারোয়ান। চাই সে যুবক হোক অথবা বুড়ো। চাই সে বের হওয়া কোন ইবাদাত পালনের জন্য হোক অথবা এমনতিই ঘোরা-ফেরার জন্য।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوْا رِيْحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

(সা'হী'হুল্ জা'মি', হাদীস ২৭০১)

অর্থাৎ যে মহিলা কোন ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করে বেগানা কোন পুরুষের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলো ; যেন তারা তার সুগন্ধি গ্রহণ করতে পারে তা হলে সে সত্যিই ব্যভিচারিণী।

রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ لِيُوْجَدَ رِيْحُهَا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا صَلاَةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ اغْتِسَالَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ

(সা'হী'হুল্ জা'মি', হাদীস ২৭০১)

অর্থাৎ কোন মহিলা সুগন্ধি ব্যবহার করে মসজিদ অভিমুখে বের হলে ; যাতে তার সুগন্ধি অন্য পুরুষের নাকে যায় তা হলে তার নামায কবুল করা হবে না যতক্ষণ না সে জানাবাতের গোসল তথা পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করে নেয়।

কোন মহিলা যদি যে কোন ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করে নিজ ঘর থেকে নামাযের জন্য মসজিদ অভিমুখে বের হলে সে নাপাক হয়ে যায় ; যাতে করে তার নামায কবুল হওয়ার জন্য তাকে পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করতে হয় তা হলে যে মহিলা শুধু ঘোরা-ফেরার জন্য ঘর থেকে উৎকট সুগন্ধি ব্যবহার করে পার্ক বা নদীকূল অভিমুখে বের হয় সে আর কতটুকুই বা পবিত্র থাকতে পারবে। তাই তো এদের অনেককেই শুধু বিধানগত নাপাকই নয় বরং বাস্তবে নাপাক হয়ে ঘরে ফিরছে বলে পত্র-পত্রিকায় দেখা যায়। এরপরও কি তাদের এতটুকু চেতনাও ফিরবে না?!

৯৯. কারোর জন্য অন্যের কাছে কোন ব্যাপারে সুপারিশ করে তার থেকে কোন উপঢৌকন গ্রহণ করাঃ

কারোর জন্য অন্যের কাছে কোন ব্যাপারে সুপারিশ করে তার থেকে কোন উপঢৌকন গ্রহণ করা আরেকটি কবীরা গুনাহ্ ও হারাম।

হযরত আবু উমামাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ شَفَعَ لأَخِيْهِ بِشَفَاعَةٍ فَأَهْدَي لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا ، فَقَبِلَهَا مِنْهُ ، فَقَدْ أَتَــى بَابًــا عَظِيْمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৫৪১)

অর্থাৎ কেউ নিজ কোন মুসলমান ভাইয়ের জন্য অন্যের নিকট কোন ব্যাপারে সুপারিশ করলে সে যদি তাকে এ জন্য কোন উপঢৌকন দেয় এবং উক্ত ব্যক্তি তা গ্রহণ করে তা হলে সে যেন সুদের এক বিরাট দরোজায় ঢুকে পড়লো।

বর্তমান যুগে তো এমন অনেক লোকই পাওয়া যায় যার আয়ের অধিকাংশই এ জাতীয়। তার অবশ্যই এ কথা জানা দরকার যে, তার এ সকল সম্পদ একেবারেই হারাম। ব্যাপারটি আরো জটিল হয়ে দাঁড়ায় যখন এ জাতীয় উপঢৌকন অবৈধ কোন সুপারিশের জন্য হয়ে থাকে।

সুপারিশের মাধ্যমে কেউ কারোর বৈধ কোন উপকার করতে পারলে সে যেন তা করে। কারণ, তা সত্যিই পুণ্যের কাজ। কারণ, মানুষের মাঝে কারোর সম্মানজনক অবস্থান তা তো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই দান। অতএব সে জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে হবে। আর তা হচ্ছে কোন মুসলামান ভাইয়ের জন্য বৈধ সুপারিশের মাধ্যমে। যাতে তার কোন বৈধ অধিকার আদায় হয়ে যায় অথবা কোন হৃত অধিকার উদ্ধার পায়।

হযরত জাবির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَّنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ

(মুসলিম, হাদীস ২১৯৯)

অর্থাৎ তোমাদের কেউ নিজ কোন মুসলমান ভাইয়ের উপকার করতে পারলে সে যেন তা করে।

হযরত আবু মূসা আশ্'আরী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ এর নিকট কোন ভিক্ষুক আসলে অথবা তাঁর নিকট কোন কিছু চাওয়া হলে তিনি বলতেনঃ

اشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا، وَ يَقْضِيْ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ مَا شَاءَ

(বুখারী, হাদীস ১৪৩২ মুসলিম, হাদীস ২৬২৭)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তো তাঁর নবীর মুখ দিয়ে যাই চান ফায়সালা করবেনই। এতদ্সত্ত্বেও তোমরা এর জন্য সুপারিশ করো ; তোমাদেরকে সে জন্য সাওয়াব দেয়া হবে।

তবে কারোর জন্য সুপারিশ করতে গিয়ে অন্যের অধিকার খর্ব করা যাবে না। অন্যথায় এক জনের সুবিধার জন্য অন্যের উপর যুলুম করা হবে। আর তখনই অন্যের সুবিধার জন্য নিজকেই অযথা গুনাহ্'র বোঝা বহন করতে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَهُ نَصِيْبٌ مِنْهَا، وَ مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، وَ كَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ﴾

(নিসা' : ৮৫)

অর্থাৎ কেউ কারোর জন্য ভালো সুপারিশ করলে সে তার (সাওয়াবের) কিয়দংশ পাবে। আর কেউ কারোর জন্য খারাপ সুপারিশ করলে সেও তার (গুনাহ্'র) কিয়দংশ পাবে। আল্লাহ্ তা'আলা সকল বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।

১০০. কোন মজুরকে কাজে খাটিয়ে তার মজুরি না দেয়াঃ

কোন মজুরকে কাজে খাটিয়ে তার মজুরি না দেয়া আরেকটি হারাম কাজ ও কবীরা গুনাহ্।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِيْ ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَ لَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

(বুখারী, হাদীস ২২২৭, ২২৭০)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান নেবো। তাদের একজন হচ্ছে, যে ব্যক্তি আমার নামে কসম খেয়ে কারোর সাথে কোন অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করেছে। দ্বিতীয়জন হচ্ছে, যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন পুরুষকে বিক্রি করে বিক্রিলব্ধ পয়সা খেয়েছে। আর তৃতীয়জন হচ্ছে, যে ব্যক্তি কোন পুরুষকে মজুর হিসেবে খাটিয়ে তার মজুরি দেয়নি।

এ জাতীয় ব্যক্তি কিয়ামতের দিন সত্যিকার অর্থেই দরিদ্র।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوْا: الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَ لاَ مَتَاعَ ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِيْ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَ صِيَامٍ وَ زَكَاةٍ ، وَ يَأْتِيْ قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَ قَذَفَ هَذَا ، وَ أَكَلَ مَالَ هَذَا ، وَ سَفَكَ دَمَ هَذَا ، وَ ضَرَبَ هَذَا ، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ طُرِحَ فِيْ النَّارِ

(মুসলিম, হাদীস ২৫৮১ তিরমিযী, হাদীস ২৪১৮)

অর্থাৎ তোমরা কি জানো নিঃস্ব কে? সাহাবারা বললেনঃ নিঃস্ব সে ব্যক্তিই যার কোন দিরহাম তথা টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। রাসূল ﷺ বললেনঃ আমার উম্মাতের মধ্যে সে ব্যক্তিই নিঃস্ব যে কিয়ামতের দিন (আল্লাহ্ তা'আলার সামনে) অনেকগুলো নামায, রোযা ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে। অথচ (হিসেব করতে গিয়ে) দেখা যাবে যে, সে অমুককে গালি দিয়েছে।

অমুককে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়েছে। অমুকের সম্পদ খেয়ে ফেলেছে। অমুকের রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং অমুককে মেরেছে। তখন একে তার কিছু সাওয়াব দেয়া হবে এবং ওকে আরো কিছু। এমনিভাবে যখন তার সকল সাওয়াব ও পুণ্য শেষ হয়ে যাবে অথচ এখনো তার দেনা বাকি তখন ওদের গুনাহ্ সমূহ তার উপর চাপিয়ে দিয়ে তাকে জাহান্নামে দেয়া হবে।

কোন মজুরকে কাজে খাটিয়ে তার মজুরি না দেয়ার কয়েকটি ধরন রয়েছে যা নিম্নরূপঃ

ক. সরাসরি তার মজুরি দিতে অস্বীকার করা। তাকে এমন বলা যে, তুমি আমার কাছে কোন মজুরিই পাবে না।

খ. পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী তার মজুরি না দেয়া। বরং নিজ ইচ্ছা মতো তার মজুরি কিছু কম দেয়া।

গ. কাগজপত্রে নির্দিষ্ট মজুরি বা বেতন উল্লেখ করে অন্য দেশ থেকে কাজের লোক নিয়ে এসে তাকে এর কম মজুরিতে চাকুরি করতে বাধ্য করা। অন্যথায় তাকে নিজ দেশে ফেরৎ পাঠানোর হুমকি দেয়া ; অথচ সে অনেকগুলো টাকা খরচ করে এখানে এসেছে।

ঘ. কোন মজুরকে নির্দিষ্ট কাজ বা নির্দিষ্ট সময় চাকুরি করার জন্য নিয়ে এসে তার সাথে নতুন কোন চুক্তি ছাড়া তাকে অন্য কাজ বা বাড়তি সময় চাকুরি করার জন্য বাধ্য করা।

ঙ. মজুরের মজুরি দিতে দেরি করা ; অথচ সে তার মজুরি সময় মতো পেলে তা অন্য কাজে খাটিয়ে আরো লাভবান হতে পারতো।

১০১. একেবারে নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কারোর কাছে কিছু ভিক্ষা চাওয়াঃ

একেবারে নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কারোর কাছে কোন কিছু ভিক্ষা চাওয়া

আরেকটি হারাম কাজ ও কবীরা গুনাহ্।

যে ব্যক্তি বিনা প্রয়োজনে ভিক্ষাবৃত্তি করে সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার সামনে চেহারা ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় উঠবে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্উদ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ سَأَلَ وَ لَهُ مَا يُغْنِيْهِ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوْشٌ ، أَوْ خُدُوْشٌ ، أَوْ كُدُوْحٌ فِيْ وَجْهِهِ ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَ مَا الْغِنَى؟ قَالَ: خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا أَوْ قِيْمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ

(আবু দাউদ, হাদীস ১৬২৬)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কারোর কাছে কোন কিছু ভিক্ষা চাইলো ; অথচ তার নিকট তার প্রয়োজন সমপরিমাণ সম্পদ রয়েছে তা হলে তার এ ভিক্ষাবৃত্তি কিয়ামতের দিন তার চেহারায় ক্ষতবিক্ষত অবস্থার রূপ নিবে। জনৈক সাহাবী বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! প্রয়োজন সমপরিমাণ সম্পদ বলতে আপনি কতটুকু সম্পদকে বুঝাচ্ছেন? রাসূল ﷺ বললেনঃ পঞ্চাশ দিরহাম রুপা অথবা উহার সমপরিমাণ স্বর্ণ।

অপ্রয়োজনীয় ভিক্ষাবৃত্তি করা মানে প্রচুর পরিমাণ জাহান্নামের অগ্নি সঞ্চয় করা।

হযরত সাহ্ল্ বিন্ হান্যালিয়্যাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ سَأَلَ وَ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيْهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ، وَ فِيْ لَفْظٍ: مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَ مَا يُغْنِيْهِ؟ وَ فِيْ آخَرَ: وَ مَا الْغِنَى الَّذِيْ لاَ تَنْبَغِيْ مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ؟ قَالَ: قَدْرُ مَا يُغَدِّيْهِ وَ يُعَشِّيْهِ ، وَ فِيْ آخَرَ: أَنْ يَّكُوْنَ لَهُ شِبْعُ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَةٍ وَ يَوْمٍ

(আবু দাউদ, হাদীস ১৬২৯)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কারোর কাছে কোন কিছু ভিক্ষা চাইলো ; অথচ তার নিকট তার প্রয়োজন সমপরিমাণ সম্পদ রয়েছে তা হলে সে যেন জাহান্নামের অঙ্গার প্রচুর পরিমাণে সঞ্চয় করলো। সাহাবারা বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! প্রয়োজন সমপরিমাণ সম্পদ বলতে আপনি কতটুকু সম্পদকে বুঝাচ্ছেন? অথবা কারোর নিকট কতটুকু ধন-সম্পদ থাকলে আর তার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি করা অনুচিৎ? রাসূল ﷺ বললেনঃ সকাল-সন্ধ্যার খানা অথবা পুরো দিনের পেটভরে খাবার।

ধনী হওয়ার নেশায় ভিক্ষাকারী কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উঠবে যে তার চেহারায় কোন গোস্তই থাকবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِيْ وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ

(বুখারী, হাদীস ১৪৭৪ মুসলিম, হাদীস ১০৪০)

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তির পেশা চালু রাখলে সে কিয়ামতের দিন (আল্লাহ্ তা'আলার সামনে) এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার চেহারায় গোস্তের কোন টুকরাই অবশিষ্ট থাকবে না।

ধনী অথবা কর্ম করতে সক্ষম এমন কোন ব্যক্তি কারোর নিকট সাদাকা চাইতেও পারে না এবং খেতেও পারে না।

একদা সুঠাম দেহের দু'জন লোক রাসূল ﷺ এর কাছে সাদাকা নিতে আসলে তিনি তাদেরকে বললেনঃ

إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا ، وَ لاَ حَظَّ فِيْهَا لِغَنِيٍّ وَ لاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ

(আবু দাউদ, হাদীস ১৬৩৩)

অর্থাৎ তোমরা উভয় আমার নিকট সাদাকা চাইলে আমি তা তোমাদেরকে দিতে পারি। তবে তোমরা এ কথা সর্বদা মনে রাখবে যে, ধনী ও কর্ম করতে

সক্ষম এমন শক্তিশালী পুরুষের জন্য সাদাকায় কোন অধিকার নেই।

তবে পাঁচ প্রকারের ধনীর জন্য সাদাকা খাওয়া জায়িয।

হযরত 'আত্বা (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ لِغَارِمٍ ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِيْنٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِيْنِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِيْنُ لِلْغَنِيِّ

(আবু দাউদ, হাদীস ১৬৩৫)

অর্থাৎ শুধুমাত্র পাঁচ ধরনের ধনীর জন্যই সাদাকা খাওয়া জায়িয। আল্লাহ্'র পথে লড়াইকারী, সাদাকা উঠানোর কাজে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারী, অন্যের জরিমানা বা দিয়াত বহনকারী, যে ধনী ব্যক্তি নিজ পয়সা দিয়েই সাদাকার বস্তু কিনে নিয়েছে, যে ধনী ব্যক্তির প্রতিবেশী গরিব এবং তাকেই কেউ কোন কিছু সাদাকা দিলে সে যদি তা ধনী ব্যক্তিকে হাদিয়া হিসেবে দেয়।

কেউ যদি নিজ জীবন এমনভাবে পরিচালনা করতে পারে যে, সে কখনো কারোর নিকট কোন কিছুই চায় না তা হলে এমন ব্যক্তির জন্য রাসূল ﷺ জান্নাতের দায়িত্ব নেন।

হযরত সাউবান رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ يَّكْفُلُ لِيْ أَنْ لاَّ يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا ، وَ أَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ ، فَقَالَ ثَوْبَانُ: أَنَا ؛ فَكَانَ لاَ يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا

(আবু দাউদ, হাদীস ১৬৪৩)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার জন্য এ দায়িত্ব নিবে যে, সে আর কারোর কাছে কোন কিছুই চাইবে না তা হলে আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব নেবো। হযরত সাউবান رضي الله عنه বললেনঃ আমিই হবো সেই ব্যক্তি। আর তখন থেকেই

হযরত সাউবান ﷺ কারোর নিকট কোন কিছুই চাইতেন না।

তবে প্রশাসনিক কোন ব্যক্তির কাছে নিত্য প্রয়োজনীয় কোন কিছু চাওয়া যায়। যা না হলেই নয়।

হযরত সামুরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الْمَسَائِلُ كُدُوْحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ، وَ مَـــنْ شَاءَ تَرَكَ، إِلاَّ أَنْ يَّسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ، أَوْ فِيْ أَمْرٍ لاَ يَجِدُ مِنْهُ بُدًّ

(আবু দাউদ, হাদীস ১৬৩৯)

অর্থাৎ ভিক্ষাবৃত্তি ক্ষতের ন্যায়। যার মাধ্যমে মানুষ তার নিজ চেহারাকেই ক্ষতবিক্ষত করে। সুতরাং যে চায় তার চেহারায় ক্ষতগুলো থেকে যাক সেই ভিক্ষাবৃত্তি করবে। আর যে চায় তার চেহারায় ক্ষতগুলো না থাকুক সে যেন ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে দেয়। তবে প্রশাসনিক কোন ব্যক্তির কাছে কিছু চাওয়া যায় অথবা এমন ব্যাপারে কারোর কাছে কিছু চাওয়া যায় যা না হলেই নয়।

হযরত ক্বাবীস্বাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আমি রাসূল ﷺ এর নিকট সাদাকা চাইলে তিনি আমাকে বলেনঃ

يَا قَبِيْصَةُ! إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لِأَحَدِ ثَلاَثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيْبَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَـــتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُوْلَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِيْ الْحِجَى مِنْ قَوْمِــهِ : قَــدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا الْفَاقَةُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَ مَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ – يَا قَبِيْصَةُ – سُحْتٌ ؛ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا

(আবু দাউদ, হাদীস ১৬৪০)

অর্থাৎ হে ক্বাবীস্বাহ্! ভিক্ষা শুধুমাত্র তিন ব্যক্তির জন্যই জায়িয। তার মধ্যে একজন হচ্ছে, যে ব্যক্তি অন্য কারোর পক্ষ থেকে জরিমানা বা দিয়াত জাতীয় কোন কিছুর যামানত কিংবা দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে তখন তার জন্য ভিক্ষা করা জায়িয যতক্ষণ না সে তা সংগ্রহ করতে পারে। তবে তা সংগ্রহ হয়ে গেলে সে আর ভিক্ষা করবে না। অপরজন হচ্ছে, যাকে প্রাকৃতিক কোন বড় দুর্যোগ পেয়ে বসেছে যার দরুন তার সকল সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে তখনও তার জন্য ভিক্ষা করা জায়িয যতক্ষণ না সে তার প্রয়োজনীয় জীবিকা সংগ্রহ করতে পারে। আরেকজন হচ্ছে, যে ব্যক্তি অভাবের কষাঘাতে একেবারেই জর্জরিত এমনকি তার বংশের তিনজন বুদ্ধিমানও এ ব্যাপারে তাকে সার্টিফাই করেছে যে, সে সত্যিই অভাবগ্রস্ত তখনও তার জন্য ভিক্ষা করা জায়িয যতক্ষণ না সে তার প্রয়োজনীয় জীবিকা সংগ্রহ করতে পারে। তবে তা সংগ্রহ হয়ে গেলে সে আর ভিক্ষা করবে না। হে ক্বাবীস্বাহ্! এ ছাড়া আর সকল ভিক্ষাবৃত্তি হারাম। ভিক্ষুক যা হারাম হিসেবেই ভক্ষণ করবে।

রাসূল ﷺ ভিক্ষাবৃত্তির প্রতি সর্বদা সাহাবাদেরকে নিরুৎসাহিত করেছেন। তিনি তাঁদেরকে এও বলেছেনঃ যে ব্যক্তি নিজ অভাবের কথা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকেই বলবে আল্লাহ্ তা'আলা তার সে অভাব দূর করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি নিজ অভাবের কথা একমাত্র মানুষকেই বলবে তার সে অভাব কখনোই দূর হবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ ؓ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ ، وَ مَنْ أَنْزَلَهَا بِاللهِ أَوْشَكَ اللهُ لَهُ بِالْغِنَى ؛ إِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ أَوْ غِنًى عَاجِلٍ

(আবু দাউদ, হাদীস ১৬৪৫)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হলে শুধুমাত্র মানুষের কাছেই ধরনা দেয় তার

অভাব কখনোই দূর হবে না। আর যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হলে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার কাছেই ধরনা দিবে আল্লাহ্ তা'আলা তার অভাব অতিসত্বর দূর করে দিবেন। আর তা এভাবে যে, অতিসত্বর সে মৃত্যু বরণ করবে অথবা অতিসত্বর সে ধনী হয়ে যাবে।

তবে কেউ কাউকে চাওয়া ছাড়াই কোন কিছু দিলে সে তা গ্রহণ করতে পারে। প্রয়োজনে সে তা খাবে এবং বাকিটুকু সাদাকা করবে।

হযরত 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا أُعْطِيْتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَهُ فَكُلْ وَ تَصَدَّقْ

(আবু দাউদ, হাদীস ১৬৪৭)

অর্থাৎ তোমাকে চাওয়া ছাড়াই কোন কিছু দেয়া হলে তুমি তা খাবে এবং বাকিটুকু সাদাকা করবে।

হযরত 'উমর ﷺ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ মাঝে মাঝে আমাকে কিছু দান করলে আমি তাঁকে বলতামঃ আপনি আমাকে তা না দিয়ে আমার চাইতেও যার প্রয়োজন বেশি তাকে দিন তখন তিনি বলেনঃ

خُذْهُ ، إِذَا جَاءَكَ مِنَ الْمَالِ شَيْءٌ وَ أَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَ لاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ ، وَ مَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ

(বুখারী, হাদীস ১৪৭৩ মুসলিম, হাদীস ১০৪৫)

অর্থাৎ তুমি এটি নিয়ে নাও। মনে রাখবে, তোমার নিকট এমনিতেই কোন সম্পদ এসে গেলে ; অথচ তুমি তা চাওনি এবং উহার জন্য তুমি লালায়িতও ছিলে না তা হলে তুমি তা নিতে পার। আর যা এমনিতেই আসছে না সে জন্য তুমি কখনো লালায়িত হয়ো না।

সম্পদের প্রতি চরমভাবে লালায়িত না হয়ে তা সহজে ও শরীয়ত সম্মত উপায়ে সংগ্রহ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাতে বরকত দিয়ে থাকেন। ঠিক এরই বিপরীতে সম্পদের প্রতি অত্যন্ত লালায়িত হয়ে তা সংগ্রহ করলে তাতে

আল্লাহ্ তা'আলা কখনো বরকত দেন না।

হযরত 'হাকীম বিন্ 'হিযাম ﷺ রাসূল ﷺ এর নিকট কিছু চাইলে তিনি তাকে তা দেন, আরো চাইলে আরো দেন, আরো চাইলে আরো দেন এবং বলেনঃ

يَا حَكِيْمُ! إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَـــهُ فِيْهِ، وَ مَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ كَالَّذِيْ يَأْكُلُ وَ لاَ يَشْبَعُ

(বুখারী, হাদীস ১৪৭২)

অর্থাৎ হে 'হাকীম! এ দুনিয়ার সম্পদ তো হৃদয়গ্রাহী মনোরম। (অতএব তা সবাই সঞ্চয় করতে চাইবে) সুতরাং যে ব্যক্তি তার প্রতি লালায়িত না হয়ে তা গ্রহণ করে তাতে সত্যিই বরকত হয়। আর যে ব্যক্তি তার প্রতি লালায়িত হয়ে সঞ্চয় করে তাতে বরকত দেয়া হয় না। যেমনঃ যে ব্যক্তি খায় কিন্তু তার পেট ভরে না।

ভিক্ষা করার চাইতে নিজের হাতে কামাই করে খাওয়া অনেক উত্তম।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لأَنْ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ثُمَّ يَغْدُوَ إِلَى الْجَبَلِ ، فَيَحْتَطِـــبَ ، فَيَبِيْـــعَ ، فَيَأْكُـــلَ وَيَتَصَدَّقَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَّسْأَلَ النَّاسَ

(বুখারী, হাদীস ১৪৮০ মুসলিম, হাদীস ১০৪২)

অর্থাৎ তোমাদের কেউ ভোর বেলায় রশি হাতে নিয়ে পাহাড়ে গিয়ে কাঠ কেটে তা বিক্রি করে বিক্রিলব্ধ পয়সা কিছু খাবে আর বাকিটুকু সাদাকা করবে তা তার জন্য অনেক উত্তম মানুষের নিকট হাত পাতার চাইতে।

১০২. কারোর থেকে ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ না করা অথবা পরিশোধ করতে টালবাহানা করাঃ

কারোর থেকে ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ না করা অথবা পরিশোধ করতে

টালবাহানা করা আরেকটি কবীরা গুনাহ্ বা হারাম।

শরীয়তে ঋণের ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা পরিশোধ না করে কিয়ামতের দিন এক কদমও সামনে এগুনো যাবে না। এমনকি যে ব্যক্তি নিজের জীবন ও ধন-সম্পদ সবকিছুই আল্লাহ্'র রাস্তায় বিলিয়ে দিয়েছে সেও নয়।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ

(সা'হীহুল্ জা'মি', হাদীস ৮১১৯)

অর্থাৎ শুধুমাত্র ঋণ ছাড়া শহীদের সকল গুনাহ্ই ক্ষমা করে দেয়া হবে।

রাসূল ﷺ আরো ইরশাদ করেনঃ

سُبْحَانَ اللهِ! مَاذَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ التَّشْدِيْدِ فِيْ الدَّيْنِ ، وَ الَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ

(সা'হীহুল্ জা'মি', হাদীস ৩৫৯৪)

অর্থাৎ কি আশ্চর্য! আল্লাহ্ তা'আলা ঋণের ব্যাপারে কতই না কঠিন বিধান নাযিল করেছেন! সেই সত্তার কসম খেয়ে বলছি যাঁর হাতে আমার জীবন, কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্'র রাস্তায় একবার শহীদ করা হলে অতঃপর আবারো জীবিত করা হলে অতঃপর আবারো শহীদ করা হলে অতঃপর আবারো জীবিত করা হলে অতঃপর আবারো শহীদ করা হলেও যদি তার উপর কোন ঋণ থেকে থাকে তা হলে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না তার উক্ত ঋণ তার পক্ষ থেকে আদায় করা হয়।

ব্যাপারটি আরো কঠিন হয়ে দাঁড়ায় যখন কোন ব্যক্তি কারোর থেকে ঋণ নেয়ার সময়ই তা পরিশোধ না করার পরিকল্পনা করে অথবা তখনই তার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সে কখনো তা পরিশোধ করতে পারবে না।

কেউ কেউ তো এমনো মনে করে যে, আমি যার থেকে ঋণ নিয়েছি সে বড়

ধনী ব্যক্তি। সুতরাং তাকে উক্ত ঋণ না দিলে তার কোন ক্ষতি হবে না। এ চিন্তা কখনোই সঠিক নয়। কারণ, ঋণ তো ঋণই। তা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। চাই ঋণদাতার এর প্রতি কোন প্রয়োজন থাকুক বা নাই থাকুক। চাই তা কম হোক অথবা বেশি।

১০৩. গীবত বা পরদোষ চর্চাঃ

গীবত বা পরদোষ চর্চা আরেকটি কবীরা গুনাহ্ এবং হারাম কাজ। গীবত বলতে অন্যের অনুপস্থিতিতে কারোর নিকট তার কোন দোষ চর্চাকে বুঝানো হয়। যা শুনলে সে রাগান্বিত অথবা অসন্তুষ্ট হবে। অন্ততপক্ষে তার মনে সামান্যটুকু হলেও কষ্ট আসবে।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পবিত্র কুর'আন মাজীদে মু'মিনদেরকে এমন অপতৎপরতা চালাতে কঠিনভাবে নিষেধ করে দিয়েছেন। এমনকি তিনি এর প্রতি মু'মিনদের কঠিন ঘৃণা জন্মানোর জন্যে এর এক বিশ্রী দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ لاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ، وَ اتَّقُوْا اللهَ ، إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴾

('হুজুরাত : ১২)

অর্থাৎ তোমরা একে অপরের গীবত চর্চা করো না। তোমাদের কেউ কি চায় সে তার মৃত ভাইয়ের গোস্ত কামড়ে কামড়ে খাবে। বস্তুতঃ তোমরা তা কখনোই করতে চাইবে না। তা হলে তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো। নিশ্চয়ই তিনি তাওবা গ্রহণকারী অত্যন্ত দয়ালু।

রাসূল ﷺ সাহাবাদেরকে এর বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ ؟ قَالُوْا: اللهُ وَ رَسُوْلُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْــرَهُ ، قِيْلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيْ أَخِيْ مَا أَقُوْلُ ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ

(মুসলিম, হাদীস ২৫৮৯ আবু দাউদ, হাদীস ৪৮৭৪ তিরমিযী, হাদীস ১৯৩৪)

অর্থাৎ তোমরা কি জানো গীবত কাকে বলা হয়? সাহাবারা বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূলই ﷺ এ সম্পর্কে ভালো জানেন। তখন তিনি বলেনঃ তোমার মুসলিম ভাই অপছন্দ করে এমন কোন কথা তার পেছনে বলা। জনৈক সাহাবী বললেনঃ আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যেই থাকে তাও কি তা গীবত হবে? রাসূল ﷺ বললেনঃ তুমি যা বলছো তা যদি তোমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে তা হলেই তো গীবত। আর যদি তার মধ্যে তা না পাওয়া যায় তা হলে তা বুহ্তান তথা মিথ্যা অপবাদ।

কারো কারোকে যখন অন্যের গীবত করা থেকে বারণ করা হয় তখন তিনি বলে থাকেন, আমি হুবহু কথাটি তার সামনেও বলতে পারবো। তাকে আমি এতটুকুও ভয় পাই না। মূলতঃ তার এ ধরনের উক্তি কোন কাজের নয়। কারণ, রাসূল ﷺ গীবত না হওয়ার জন্য এ ধরনের সাহসিকতার শর্ত দেননি। সুতরাং তার সামনে বলার সাহস থাকলেও তা গীবত হবেই।

একদা হযরত 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হযরত স্বাফিয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এর পেছনে তার শারীরিক খর্বাকৃতির ব্যাপারটি রাসূল ﷺ এর সামনে তুলে ধরলে তিনি তাঁকে বলেনঃ

لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ ، قَالَتْ: وَ حَكَيْتُ لَهُ إِنْــسَانًا فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنِّيْ حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَ أَنَّ لِيْ كَذَا وَ كَذَا

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৮৭৫)

অর্থাৎ তুমি এমন কথা বললে যা এক সাগর পানির সাথে মিশালেও তা মিশে যাবে বরং তা বাড়তি বলেও মনে হবে। হযরত 'আয়িশা বলেনঃ আমি রাসূল

ﷺ এর সামনে জনৈক ব্যক্তির অভিনয় করলে তিনি আমাকে বলেনঃ আমি এটা পছন্দ করি না যে, আমি কারোর অভিনয় করবো আর আমি এতো এতো কিছুর মালিক হবো।

রাসূল ﷺ মি'রাজে গিয়ে গীবতকারীদের শাস্তি স্বচক্ষে দেখে আসলেন।

হযরত আনাস্ বিন্ মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَمَّا عُرِجَ بِيْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيْلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَ يَقَعُوْنَ فِيْ أَعْرَاضِهِمْ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৮৭৮)

অর্থাৎ যখন আমি মি'রাজে গেলাম তখন এমন এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম যারা তামার নখ দিয়ে নিজেদের বক্ষ ও মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত করছে। আমি বললামঃ এরা কারা হে জিব্রীল! তিনি বললেনঃ এরা ওরা যারা মানুষের গোস্ত খায় এবং তাদের ইজ্জত লুটায়।

কারোর গীবত করা মুনাফিকের আলামত।

হযরত আবু বারযাহ্ আস্লামী ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَ لَمْ يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ قَلْبَهُ ! لاَ تَغْتَابُوْا الْمُسْلِمِيْنَ ، وَ لاَ تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ ، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ ، وَ مَنْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِيْ بَيْتِهِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৮৮০)

অর্থাৎ হে তোমরা যারা মুখে ঈমান এনেছো ; অথচ ঈমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি! তোমরা মুসলমানদের গীবত এবং তাদের ছিদ্রান্বেষণ করো না।

কারণ, যে ব্যক্তি মুসলমানদের ছিদ্রান্বেষণ করবে আল্লাহ্ তা'আলাও তার ছিদ্রান্বেষণ করবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা যার ছিদ্রান্বেষণ করবেন তাকে তিনি তার ঘরেই লাঞ্ছিত করবেন।

কাউকে অন্যের গীবত করতে দেখলে তাকে অবশ্যই বাধা দিবেন। তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন আপনাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন।

হযরত আবুদ্দারদা' ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(তিরমিযী, হাদীস ১৯৩১)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্যের অপবাদ খণ্ডন করে নিজ কোন মুসলিম ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করলো আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন।

হযরত মু'আয বিন্ আনাস্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ بَعَثَ اللهُ مَلَكًا يَحْمِيْ لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَ مَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيْدُ شَيْنَهُ بِهِ حَبَسَهُ اللهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ

(আবু দাঊদ, হাদীস ৪৮৮৩)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে মুনাফিকের কুৎসার হাত থেকে রক্ষা করলো আল্লাহ্ তা'আলা (এর প্রতিফল স্বরূপ) কিয়ামতের দিন তার নিকট এমন একজন ফিরিশ্তা পাঠাবেন যে তার শরীরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে তার ইজ্জত হননের উদ্দেশ্যে কোন ব্যাপারে অপবাদ দিলো আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন (এর প্রতিফল স্বরূপ) জাহান্নামের পুলের উপর আটকে রাখবেন যতক্ষণ না সে উক্ত অপবাদ থেকে নিষ্কৃতি পায়।

একদা রাসূল ﷺ সাহাবাদেরকে নিয়ে তাবুক এলাকায় বসেছিলেন এমতাবস্থায় তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ কা'ব বিন্ মা'লিক কোথায়? তখন বনী সালিমাহ্ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! তার সম্পদ ও আত্মগর্ব তাকে যুদ্ধ থেকে বিরত রেখেছে। তখন হযরত মু'আয বিন্ জাবাল ﵁ প্রত্যুত্তরে বললেনঃ হে ব্যক্তি তুমি অত্যন্ত খারাপ উক্তি করলে। হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! আল্লাহ্'র কসম! আমরা তার ব্যাপারে ভালো ধারণাই রাখি।

(মুসলিম, হাদীস ২৭৬৯)

তবে কোন সঠিক ধর্মীয় উদ্দেশ্য যদি গীবত ছাড়া কোনভাবেই অর্জিত না হয় তখন প্রয়োজনের খাতিরে কারো কারোর গীবত করা যায় যা নিম্নরূপঃ

১. কেউ কারো কর্তৃক যুলুম তথা অত্যাচারের শিকার হলে তার জন্য জায়িয অত্যাচারীর বিপক্ষে রাষ্ট্রপতি কিংবা বিচারপতির নিকট নালিশ করা। যাতে করে মযলুম তার হৃত অধিকার ফিরে পায়।

২. কাউকে বহুবার ওয়ায নসীহত করার পরও সে যদি শরীয়ত বিরোধী উক্ত অপকর্ম থেকে বিরত না হয় তা হলে তার বিরুদ্ধে এমন ব্যক্তির কাছে নালিশ করা যাবে যে তাকে উক্ত অপকর্ম থেকে বিরত রাখতে সক্ষম।

৩. কোন অঘটনের ব্যাপারে উক্ত ঘটনার পূর্ণ বর্ণনা দিয়ে অভিজ্ঞ কোন মুফতি সাহেবের নিকট ফতোয়া চাওয়া। তবে এ ব্যাপারে কারোর নাম ধরে না বলা অনেক ভালো। বরং সে মুফতি সাহেবকে বলবেঃ জনৈক ব্যক্তি কিংবা জনৈকা মহিলা এমন এমন কাজ করেছে অতএব এর শরয়ী সিদ্ধান্ত কি?

৪. কারোর ব্যাপারে সাধারণ মুসলমানদেরকে সতর্ক করা। যা নিম্নরূপঃ

ক. কোন হাদীসের বর্ণনাকারী কিংবা কোন সাক্ষী অগ্রহণযোগ্য হলে তার ব্যাপারে অন্যকে সতর্ক করা।

খ. কেউ কারোর ব্যাপারে আপনার নিকট পরামর্শ চাইলে তাকে সঠিক তথ্য ভিত্তিক পরামর্শ দেয়া। চাই তা কারোর সাথে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারেই হোক অথবা তার নিকট কোন আমানত রাখার ব্যাপারে কিংবা তার সাথে কোন ধরনের লেনদেন করার ব্যাপারে।

গ. কোন ধর্মীয় জ্ঞান অনুসন্ধানীকে কোন বিদ্'আতী কিংবা কোন ফাসিকের নিকট জ্ঞান আহরণ করতে দেখলে তাকে সে ব্যাপারে সতর্ক করা। তবে এ ব্যাপারে হিংসা যেন কোনভাবেই স্থান নিতে না পারে সে ব্যাপারে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে।

ঘ. কোন ক্ষমতাসীন ব্যক্তি উক্ত পদের অনুপযুক্ত প্রমাণিত হলে কিংবা ফাসিক অথবা গাফিল হলে তার ব্যাপারে তার উপরস্থ ব্যক্তিকে জানানো যাতে করে তাকে উক্ত পদ থেকে বহিষ্কার করা যায় অথবা অন্ততপক্ষে সামান্যটুকু হলেও তাকে পরিশুদ্ধ করা যায়।

৫. কেউ সপ্রকাশ্যে কোন গুনাহ্ কিংবা বিদ্'আত করলে সে গুনাহ্টি অন্যের কাছে বলা যায়। যাতে করে তার বিরুদ্ধে বিপুল জনমত সৃষ্টি করে উহার প্রতিকার করা যায়।

৬. কারোর কোন দোষ কোন সমাজে এমনভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করলে যা না বললে কেউ তাকে চিনবে না তখন সে দোষ উল্লেখ পূর্বক তার পরিচয় দেয়া যায়। তবে অন্যভাবে তার পরিচয় দেয়া সম্ভব হলে সেভাবেই পরিচয় দেয়া উচিৎ।

হযরত 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি বলেনঃ

ائْذَنُوْا لَهُ ، بِئْسَ أَخُوْ الْعَشِيْرَةِ وَ بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ

(বুখারী, হাদীস ৬০৩২, ৬০৫৪, ৬১৩১ মুসলিম, হাদীস ২৫৯১)

অর্থাৎ তাকে ঢুকার অনুমতি দাও। সে তো নিকৃষ্ট হীন বংশ।

হযরত 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল ﷺ দু'জন মুনাফিক সম্পর্কে বলেনঃ

مَا أَظُنُّ فُلاَنًا وَ فُلاَنًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِيْنِنَا شَيْئًا

(বুখারী, হাদীস ৬০৬৭)

অর্থাৎ আমার ধারণা মতে অমুক আর অমুক ধর্ম সম্পর্কে কিছুই জানে না।

হযরত ফাত্বিমা বিন্তে ক্বাইস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ যখন আমি তালাকের ইদ্দত শেষ করে হালাল হয়ে গেলাম তখন হযরত মু'আবিয়া ও হযরত আবু জাহ্ম (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) আমাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। ব্যাপারটি রাসূল ﷺ কে জানালে তিনি আমাকে বলেনঃ

أَمَّا أَبُوْ جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَ أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصَعْلُوْكٌ ، لاَ مَالَ لَهُ، انْكِحِيْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ

(মুসলিম, হাদীস ১৪৮০)

অর্থাৎ আবু জাহ্ম তো লাঠি কাঁধ থেকেই নামায় না আর মু'আবিয়া তো খুবই গরীব ; তার কোন সম্পদই নেই। তবে তুমি উসামাহ্ বিন্ যায়েদের সাথে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারো।

হযরত 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আবু সুফ্য়ানের স্ত্রী হিন্দ বিন্ত 'উত্বাহ্ রাসূল ﷺ এর নিকট এসে বললোঃ

يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ ، لاَ يُعْطِيْنِيْ مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِيْنِيْ وَيَكْفِيْ بَنِيَّ إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِيْ ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: خُذِيْ مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوْفِ مَا يَكْفِيْكِ وَ يَكْفِيْ بَنِيْكِ

(বুখারী, হাদীস ২২১১ মুসলিম, হাদীস ১৭১৪)

অর্থাৎ হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! আবু সুফ্য়ান তো খুবই কৃপণ। সে তো

আমার ও আমার সন্তানের জন্য যথেষ্ট এতটুকু খরচা আমাদেরকে দেয় না। তবে আমি তাকে না জানিয়ে তার সম্পদ থেকে কিছু নিয়ে নিতে পারি। এতে কি আমার কোন গুনাহ্ হবে? তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ তুমি তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য যথেষ্ট এতটুকু খরচা তো তার সম্পদ থেকে ন্যায়ভাবে নিতে পারো।

হযরত যায়েদ বিন্ আরক্বাম رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আমি এক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলাম তখন আব্দুল্লাহ্ বিন্ উবাইকে বলতে শুনলাম সে বলছেঃ তোমরা রাসূল ﷺ এর আশপাশের লোকদের উপর কোন টাকা-পয়সা খরচ করো না যাতে তারা রাসূল ﷺ এর সঙ্গ ছেড়ে দেয়। সে আরো বললোঃ আমরা এখান থেকে মদীনায় ফিরে গেলে আমাদের মধ্যে যারা পরাক্রমশালী তারা অধমদেরকে মদীনা থেকে বের করে দিবে। হযরত যায়েদ বলেনঃ আমি ব্যাপারটি আমার চাচা অথবা হযরত 'উমর رضي الله عنه কে জানালে তাঁরা তা রাসূল ﷺ কে জানায়। তখন রাসূল ﷺ আমাকে ডাকেন। আমি ব্যাপারটি তাঁকে বিস্তারিত জানালে তিনি আব্দুল্লাহ্ ও তার সাথীদেরকে ডেকে পাঠান। তারা উপস্থিত হয়ে রাসূল ﷺ এর নিকট কসম খেয়ে বললোঃ তারা এমন কথা বলেনি। তখন রাসূল ﷺ তাদের কথা বিশ্বাস করলেন এবং আমাকে মিথ্যুক ভাবলেন। তখন আমি খুব চিন্তিত হই যা ইতিপূর্বে হইনি। আর তখনই আল্লাহ্ তা'আলা আমার সাপোর্টে সূরা মুনাফিক্বুনের প্রথম তিনটি আয়াত নাযিল করেন।

(বুখারী, হাদীস ৪৯০০ মুসলিম, হাদীস ২৭৭২)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ একদা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টন করে শেষ করলে জনৈক আন্সারী বললোঃ আল্লাহ্'র কসম! মুহাম্মাদ এ বন্টনে আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি কামনা করেনি। তখন আমি রাসূল ﷺ কে এ ব্যাপারে সংবাদ দিলে তিনি রাগে লাল হয়ে বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা عليه السلام কে দয়া করুন। তাঁকে এর চাইতেও বেশি

কষ্ট দেয়া হয়েছিলো ; অথচ তিনি তা অকাতরে সহ্য করেছেন।

(বুখারী, হাদীস ৬০৫৯ মুসলিম, হাদীস ১০৬২)

উক্ত ঘটনা সমূহে রাসূল ﷺ নিজেই অথবা অন্য কোন ব্যক্তি তাঁর সামনেই অন্যের গীবত করে। যা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় কোন উদ্দেশ্যে গীবত জায়িয হওয়াই প্রমাণ করে।

কেউ কারোর গীবত করে তার নিকট ক্ষমা চাইলে তাকে ক্ষমা করাই উচিৎ। তেমনিভাবে কেউ স্বেচ্ছায় তার সকল গীবতকারীকে ব্যাপকভাবে ক্ষমা করে দিলে তা আরো অনেক ভালো।

হযরত ক্বাতাদাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُوْنَ مِثْلَ أَبِيْ ضَيْغَمٍ أَوْ ضَمْضَمٍ ؛ كَانَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّيْ قَدْ تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِيْ عَلَى عِبَادِكَ !

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৮৮৬)

অর্থাৎ তোমরা কি আবু যায়গাম অথবা আবু যামযামের মতো হতে পারো না? সে প্রতিদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে বলতোঃ হে আল্লাহ্! আমি আমার ইয্যত তোমার সকল বান্দাহ্'র জন্য সাদাকা করে দিলাম।

১০৪. চুল বা দাঁড়িতে কালো রং লাগানোঃ

চুল বা দাঁড়িতে কালো রং লাগানো আরেকটি হারাম কাজ ও কবীরা গুনাহ্।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

يَكُوْنُ قَوْمٌ يَخْضِبُوْنَ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ ؛ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ ، لاَ يَرِيْحُوْنَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪২১২ নাসায়ী, হাদীস ৫০৭৭)

অর্থাৎ শেষ যুগে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা (চুল বা

দাঁড়িতে) কালো রং লাগাবে। যা দেখতে কবুতরের পেটের ন্যায়। তারা জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না।

কারোর মাথার চুল বা দাঁড়ি সাদা হয়ে গেলে তাতে কালো ছাড়া যে কোন কালার লাগানো সুন্নাত।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الْيَهُوْدَ وَ النَّصَارَى لاَ يَصْبُغُوْنَ ؛ فَخَالِفُوْهُمْ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪২০৩)

অর্থাৎ ইহুদী ও খ্রিস্টানরা (মাথার চুল বা দাঁড়ি) কালার করে না। সুতরাং তোমরা তাদের বিপরীত করবে তথা কালার করবে।

হযরত জাবির বিন্ আব্দুল্লাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

أُتِيَ بِأَبِيْ قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، وَ رَأْسُهُ وَ لِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُــوْلُ اللهِ ﷺ : غَيِّرُوْا هَذَا بِشَيْءٍ ، وَ اجْتَنِبُوْا السَّوَادَ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪২০৪ নাসায়ী, হাদীস ৫০৭৮)

অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের দিন (আবু বকর ﵁ এর পিতা) আবু কুহাফাহ্কে (রাসূল ﷺ এর সামনে) উপস্থিত করা হলো। তখন তার মাথার চুল ও দাঁড়ি সাদা ফল ও ফুল বিশিষ্ট গাছের ন্যায় দেখাচ্ছিলো। তা দেখে রাসূল ﷺ সাহাবাদেরকে বললেনঃ তোমরা কোন কিছু দিয়ে এর কালার পরিবর্তন করে দাও। তবে কালো কালার কিন্তু লাগাবে না।

তবে রাসূল ﷺ সাধারণত মেহেদি, জাফরান ও অর্স (লাল গোলাপের রস) দিয়ে কালার করতেন।

হযরত আবু রিম্সাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি ও আমার পিতা রাসূল ﷺ এর কাছে আসলে তিনি আমার পিতাকে বলেনঃ এ ছেলেটি কে? তখন আমার পিতা বললেনঃ সে আমারই ছেলে। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ

তুমি তার সাথে অপরাধমূলক আচরণ করো না। হযরত আবু রিম্সাহ্ বলেনঃ তখন তাঁর দাঁড়ি মেহেদি লাগানো ছিলো।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ ، وَ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَ الزَّعْفَرَانِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪২১০)

অর্থাৎ নবী ﷺ চামড়ার জুতো পরিধান করতেন এবং অর্স তথা লাল গোলাপের রস ও জাফরান দিয়ে দাঁড়িটুকু হলুদ করে নিতেন।

রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ هَذَا الشَّيْبُ : الْحِنَّاءُ وَ الْكَتَمُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪২০৫ নাসায়ী, হাদীস ৫০৮০)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু যা দিয়ে বার্ধক্যের সাধা বর্ণকে পরিবর্তন করা যায় তা হচ্ছে মেহেদি ও কাতাম যার ফল মরিচের ন্যায়।

১০৫. অসিয়ত বা দানের ক্ষেত্রে সন্তানদের কাউকে প্রাধান্য দিয়ে অন্যের ক্ষতি করাঃ

অসিয়ত বা দানের ক্ষেত্রে সন্তানদের কাউকে প্রাধান্য দিয়ে অন্যের ক্ষতি করা হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

মূলতঃ কারোর নিজ কোন সন্তানের জন্য কোন কিছুর অসিয়ত করাই না জায়িয। কারণ, সে তো ওয়ারিশ। আর ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত করা তো কোন প্রকারেই জায়িয নয়। সুতরাং কোন সন্তানের জন্য কোন কিছুর অসিয়ত করা মানেই অন্য সন্তানের ক্ষতি করা।

হযরত আবু উমামাহ্ বাহিলী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

(আবু দাউদ, হাদীস ২৮৭০ ইবনু মাজাহ্, হাদীস ২৭৬৩)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক পাওনাদারকে তার পাওনা দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং ওয়ারিশের জন্য আর কোন অসিয়ত চলবে না।

তেমনিভাবে কোন ধর্মীয় ক্ষেত্র অথবা কোন ব্যক্তির জন্য সম্পদের এক তৃতীয়াংশের বেশি অসিয়ত করাও নিজ সন্তানদের ক্ষতি সাধন করার শামিল।

হযরত সা'দ্ বিন্ আবী ওয়াক্কাস্ব ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি মক্কা বিজয়ের বছর রোগাক্রান্ত হই। এমনকি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তেই পৌঁছে গিয়েছিলাম। তখন রাসূল ﷺ আমাকে দেখতে আসলেন। আমি রাসূল ﷺ কে বললামঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! আমার তো অনেকগুলো সম্পদ। তবে একটি মেয়ে ছাড়া আমার আর কোন ওয়ারিশ নেই। আমি কি আমার সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ সাদাকা করে দেবো? রাসূল ﷺ বললেনঃ না। আমি বললামঃ তা হলে অর্ধেক সম্পদ? রাসূল ﷺ বললেনঃ না। আমি বললামঃ তা হলে এক তৃতীয়াংশ। রাসূল ﷺ বললেনঃ ঠিক আছে এক তৃতীয়াংশ। তবে তাও অনেক বেশি। তিনি আরো বললেনঃ

أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ

(আবু দাউদ, হাদীস ২৮৬৪ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৭৫৮)

অর্থাৎ তুমি তোমার সন্তানদেরকে ধনী রেখে যাওয়া তোমার জন্য অনেক উত্তম তাদের গরীব রেখে যাওয়ার চাইতে যাতে তারা মানুষের কাছে হাত পাতে।

যারা জীবিত থাকতেই সময় মতো আল্লাহ্'র রাস্তায় সাদাকা করে না তারা মৃত্যু ঘনিয়ে আসলে এলোমেলোভাবে সাদাকা করে নিজ ওয়ারিশদের ক্ষতি সাধন করে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলোঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! কোন ধরনের সাদাকা উত্তম? রাসূল ﷺ বললেনঃ

أَنْ تَصَدَّقَ وَ أَنْتَ صَحِيْحٌ حَرِيْصٌ ، تَأْمُلُ الْبَقَاءَ ، وَ تَخْشَى الْفَقْرَ ، وَ لاَ تُمْهِـــلْ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ: لِفُلاَنٍ كَذَا ، لِفُلاَنٍ كَذَا ، وَ قَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ

(আবু দাউদ, হাদীস ২৮৬৫)

অর্থাৎ তুমি সাদাকা করবে যখন তুমি সুস্থ থাকো এবং সম্পদের প্রতি তোমার লোভ থাকে। দুনিয়ায় থাকার ইচ্ছা এবং দরিদ্রতার ভয় পাও। সাদাকা করতে দেরি করো না কিন্তু। এমন যেন না হয়, রূহ্ গলায় পৌঁছে গেলো। আর তুমি বললেঃ অমুকের জন্য এতো। অমুকের জন্য এতো ; মূলতঃ তা অন্যের জন্যই।

কোন সন্তানকে এককভাবে কোন কিছু দান করা যাবে না। বরং দিতে চাইলে সবাইকে সমানভাবেই দিতে হবে। নতুবা স্বেচ্ছায় অন্য সন্তানের ক্ষতি সাধন করা হবে।

হযরত নু'মান বিন্ বাশীর ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আমার মা আমার পিতার নিকট আমার জন্য কিছু বিশেষ দান চাইলে তিনি আমাকে একটি গোলাম দান করেন। তখন আমার মা বললেনঃ আমি এতে সন্তুষ্ট হবো না যতক্ষণ না রাসূল ﷺ কে এ ব্যাপারে সাক্ষী বানাবেন। তখন আমার পিতা রাসূল ﷺ এর নিকট এসে বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! আমি 'আমরাহ্ বিন্তে রাওয়াহার গর্ভজাত ছেলে তথা আমারই সন্তান নু'মানকে একটি গোলাম দিয়েছি। সে এ ব্যাপারে আপনাকে সাক্ষী বানাতে চায়। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ

أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ ؟ قَالَ: لاَ ، قَالَ: فَارْجِعْهُ ، وَ فِيْ رِوَايَةٍ: فَـــاتَّقُوْا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ ، وَ فِيْ رِوَايَةٍ: لاَ تُشْهِدْنِيْ عَلَى جَوْرٍ ، وَ فِيْ رِوَايَةٍ: أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَّكُوْنُوْا لَكَ فِيْ الْبِرِّ سَوَاءً ؟ قَالَ: بَلَى ، قَالَ: فَلاَ إِذًا

(বুখারী, হাদীস ২৫৮৬, ২৫৮৭, ২৬৫০ মুসলিম, হাদীস ১৬২৩ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৪০৪, ২৪০৫)

অর্থাৎ তোমার সকল সন্তানকেই এমন করে একটি একটি গোলাম দিয়েছো? তিনি বললেনঃ না। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ সুতরাং তা ফেরৎ নিয়ে নাও। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সন্তানদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করো। অন্য বর্ণনায় আরো রয়েছে, আমাকে যুলুমের সাক্ষী বানিও না। আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, তোমার কি মনে চায় না যে, তোমার সকল সন্তান তোমার সাথে সমানভাবেই ভালো ব্যবহার দেখাক? তিনি বললেনঃ অবশ্যই। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ তা হলে তুমি নু'মানকে এককভাবে একটি গোলাম দিতে পারো না।

এ যুলুম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই যদি কেউ তার সন্তানকে কোন কিছু এককভাবে দিয়ে দেয় তা ফেরত নেয়ার বিধান রাখা হয়েছে; যদিও তা অন্যের ক্ষেত্রে জায়িয নয়।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর ও হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ ﵁ থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُّعْطِيَ عَطِيَّةً ، أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيْهَا ، إِلاَّ الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِيْ وَلَدَهُ ، وَ مَثَلُ الَّذِيْ يُعْطِيْ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ ، فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فِيْ قَيْئِهِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৫৩৯ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৪০৬)

অর্থাৎ কোন ব্যক্তির জন্য জায়িয নয় যে, সে কাউকে কোন কিছু দিয়ে তা আবার ফেরৎ নিবে। তবে পিতা তার সন্তানকে কোন কিছু দিয়ে তা আবার ফেরৎ নিতে পারে। যে ব্যক্তি কাউকে কোন কিছু দিয়ে তা আবার ফেরৎ নেয় সে যেন কুকুরের ন্যায়। পেট ভরে খাদ্য খেয়ে বমি করলো এবং আবারো সেই বমি খেলো।

তবে কোন সন্তানকে প্রয়োজনের খাতিরে কোন কিছু দিলে তা অন্যকেও সমভাবে দিতে হবে এমন নয় যতক্ষণ না তারো প্রয়োজন দেখা দেয়। যেমনঃ

কেউ স্কুল, কলেজ অথবা মাদ্রাসায় পড়াশুনা করে তখন তার খরচ কিংবা কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার চিকিৎসা খরচ ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে তাকে দেয়ার সময় অন্য জনেরও এমন প্রয়োজন দেখা দিলে তাকেও দিবে এ মানসিকতা থাকতে হবে।

১০৬. কারোর একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে সমতা বজায় না রাখাঃ

কারোর একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে সমতা বজায় না রাখা হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا ؛ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ شِقُّهُ مَائِلٌ

(আবু দাউদ, হাদীস ২১৩৩)

অর্থাৎ যার দু'টি স্ত্রী রয়েছে এতদ্সত্ত্বেও সে এক জনের প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়লো তা হলে সে কিয়ামতের দিন এমনভাবে উঠবে যে, তার এক পার্শ্ব নিম্নগামী থাকবে।

সুতরাং প্রত্যেক স্ত্রীর মাঝে খাদ্য-পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং রাত্রি যাপনের ব্যাপারে সমতা বজায় রাখতে হবে। তবে মনের টান অন্য জিনিস। তাতে সবার মধ্যে সমতা বজায় রাখা কখনোই সম্ভবপর নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ لَنْ تَسْتَطِيْعُوْا أَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ ، وَ لَوْ حَرَصْتُمْ ، فَلاَ تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ، وَ إِنْ تُصْلِحُوْا وَ تَتَّقُوْا فَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴾

(নিসা' : ১২৯)

অর্থাৎ তোমরা কখনো স্ত্রীদের মাঝে (সার্বিকভাবে) সুবিচার স্থাপন করতে

পারবে না। এ ব্যাপারে যতই তোমাদের ইচ্ছা বা নিষ্ঠা থাকুক না কেন। অতএব তোমরা কোন এক জনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ো না। যাতে করে অপর জন ঝুলানো অবস্থায় থেকে যায়। তবে যদি তোমরা নিজেদেরকে সংশোধন করে নাও এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল করুণাময়।

তবে কোন স্ত্রীকে এমনভাবে ভালোবাসা যা অন্য স্ত্রীর উপর যুলুম করতে উৎসাহিত করে তা অবশ্যই অপরাধ। যেমনঃ তাকে এমনভাবে ভালোবাসা যে, সর্বদা তারই আবদার-আবেদন রক্ষা করা হয় অন্য জনের নয় এবং তার কাছেই বেশি বেশি রাত্রি যাপন করা হয় অন্য জনের কাছে নয়। এমনকি তাকে সর্বদা নিকটে রেখেই অন্যকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়।

১০৭. কারোর কবরের উপর হাঁটা বা বসাঃ

কারোর কবরের উপর হাঁটা বা বসা আরেকটি কবীরা গুনাহ্ এবং হারাম।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لأَنْ يَّجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَّجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ

(মুসলিম, হাদীস ৯৭১ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৫৮৮)

অর্থাৎ তোমাদের কেউ জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর বসলে তার কাপড় পুড়ে যদি তা চামড়া পর্যন্ত পৌঁছে যায় তাও তার জন্য অনেক ভালো কারোর কবরের উপর বসার চাইতে।

হযরত 'উক্ববাহ্ বিন্ 'আমির ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِيْ بِرِجْلِيْ أَحَبُّ إِلَـيَّ مِـنْ أَنْ

أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ ، وَ مَا أُبَالِيْ أَوَسَطَ الْقُبُوْرِ قَضَيْتُ حَاجَتِيْ أَوْ وَسَطَ السُّوْقِ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৫৮৯)

অর্থাৎ জ্বলন্ত অঙ্গার অথবা তলোয়ারের উপর হাঁটা কিংবা জুতোকে পায়ের সাথে সিলিয়ে দেয়া আমার নিকট অতি প্রিয় কোন মুসলমানের কবরের উপর হাঁটার চাইতে। আমি এ ব্যাপারে কোন পার্থক্য করি না যে, আমি কবর সমূহের মাঝে মল-মূত্র ত্যাগ করলাম না কি বাজারের মাঝে।

কোন কবরস্থানে প্রয়োজনের তাগিদে হাঁটতে চাইলে জুতোগুলো খুলে কবরগুলোর মাঝে খালি পায়েই হাঁটবে।

রাসূল ﷺ একদা জনৈক ব্যক্তিকে জুতো পায়ে কবরস্থানে হাঁটতে দেখে বললেনঃ

يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ ! أَلْقِهِمَا

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৫৯০)

অর্থাৎ হে জুতো ওয়ালা! জুতোগুলো খুলে ফেলো।

১০৮. কোন মহিলার নিজের উপর তার স্বামীর অবদান অস্বীকার করাঃ

কোন মহিলার নিজের উপর তার স্বামীর অবদান অস্বীকার করা হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

وَ أُرِيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ، وَ رَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ ، قَالُوْا: بِمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ!؟ قَالَ: بِكُفْرِهِنَّ، قِيْلَ: يَكْفُرْنَ بِاللهِ؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ،

وَ يَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَــيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

(বুখারী, হাদীস ১০৫২ মুসলিম, হাদীস ৯০৭)

অর্থাৎ আমাকে জাহান্নাম দেখানো হলো। অথচ আজকের মতো এতো ভয়ঙ্কর দৃশ্য আমার জীবনে আমি আর কখনো দেখিনি। জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসীকে আমি মহিলাই পেলাম। সাহাবারা বললেনঃ তা কেন হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! তিনি বললেনঃ তারা কুফরী করেছিলো। বলা হলোঃ তারা কি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কুফরী করেছে? রাসূল ﷺ বললেনঃ না, বরং তারা নিজ স্বামীর সাথে কুফরী করেছে তথা তার অবদান অস্বীকার করেছে। তুমি যদি তাদের কারোর প্রতি পুরো জীবন অনুগ্রহ করলে আর সে হঠাৎ তোমার পক্ষ থেকে (তার রুচি বিরুদ্ধ) কোন কিছু পেয়ে গেলো তখন সে নির্দ্বিধায় বলে ফেলবেঃ আমি কখনোই তোমার কাছ থেকে ভালো কিছু দেখতে পাইনি।

১০৯. বিনা ওযরে ওয়াক্ত পার করে নামায পড়াঃ

বিনা ওযরে ওয়াক্ত পার করে নামায পড়া আরেকটি কবীরা গুনাহ্ ও হারাম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوْا الصَّلاَةَ وَ اتَّبَعُوْا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، إِلاَّ مَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَآئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَ لاَ يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا ﴾

(মার্‌ইয়াম : ৫৯-৬০)

অর্থাৎ নবী ও হিদায়াতপ্রাপ্তদের পর আসলো এমন এক অপদার্থ বংশধর যারা নামায বিনষ্ট করলো এবং প্রবৃত্তির পূজারী হলো। সুতরাং তারা "গাই" নামক জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। তবে যারা এরূপর তাওবা করে নিয়েছে, ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তারাই তো জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ যুলুম করা হবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্, সা'ঈদ্ বিন্ মুসাইয়িব, 'উমর বিন্ আব্দুল আযিয, মাসরূক্ব ও অন্যান্যদের মতে উক্ত আয়াতে নামায বিনষ্ট করা বলতে ওয়াক্ত পার করে নামায পড়াকে বুঝানো হয়েছে।

নামায তো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই পড়তে হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا ﴾

(নিসা' : ১০৩)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই নামায নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই মু'মিনদের উপর ফরয করা হয়েছে।

১১০. নামাযের মধ্যে ধীরস্থিরভাবে রুকূ', সিজ্দাহ্ বা অন্যান্য রুকন আদায় না করাঃ

নামাযের মধ্যে ধীরস্থিরভাবে রুকূ', সিজ্দাহ্ বা অন্যান্য রুকন আদায় না করা আরেকটি কবীরা গুনাহ্ ও হারাম।

হযরত আবু আব্দুল্লাহ্ আশ্'আরী ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল ﷺ নামায শেষে কিছু সংখ্যক সাহাবাদেরকে নিয়ে মসজিদেই বসেছিলেন এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি মসজিদে ঢুকে নামায পড়তে শুরু করলো। সে রুকূ ও সিজ্দাহ্ ঠিকভাবে করছিলো না। তখন তিনি সাহাবাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

أَتَرَوْنَ هَذَا ؟ مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ ، يَنْقُرُ صَلاَتَهُ كَمَا يَنْقُرُ الْغُرَابُ الدَّمَ

(ইব্নু খুযাইমাহ্ ১/৩৩২)

অর্থাৎ তোমরা একে দেখতে পাচ্ছো। কোন ব্যক্তি এভাবে নামায পড়তে পড়তে মৃত্যু বরণ করলে ইসলামের উপর তার মৃত্যু হবে না। সে নামায পড়ছে যেন কোন কাক রক্তের উপর ঠোকর মারছে।

রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقِيْمُ الرَّجُلُ فِيْهَا صُلْبَهُ فِيْ الرُّكُوْعِ وَ السُّجُوْدِ

(ইব্নু খুযাইমাহ্ ১/৩৩২)

অর্থাৎ ওই ব্যক্তির নামায হবে না যে রুকূ' ও সিজ্দায় নিজ পিঠকে সোজা রাখে না।

রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِيْ يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِه ، قَالُوْا : يَا رَسُـوْلَ اللهِ! وَ كَيْـفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِه ؟ قَالَ: لاَ يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَ لاَ سُجُوْدَهَا

(স'হীহুল জা'মি', হাদীস ৯৯৭)

অর্থাৎ সর্ব নিকৃষ্ট চোর সে ব্যক্তি যে নামায চুরি করে। সাহাবারা বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! সে আবার নামায চুরি করে কিভাবে? রাসূল ﷺ বললেনঃ সে রুকূ' ও সিজ্দাহ্ সঠিকভাবে আদায় করে না।

১১১. নামাযের কোন রুকন ইমামের আগে আদায় করাঃ

নামাযের কোন রুকন ইমামের আগে আদায় করা আরেকটি হারাম কাজ ও কবীরা গুনাহ্।

রাসূল ﷺ বলেনঃ

أَمَا يَخْشَى الَّذِيْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يُحَوِّلَ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ حِمَارٍ

(বুখারী, হাদীস ৬৯১ মুসলিম, হাদীস ৪২৭ আবু দাউদ, হাদীস ৬২৩)

অর্থাৎ ওই ব্যক্তি কি ভয় পাচ্ছে না যে ইমাম সাহেবের পূর্বেই রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে নেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার মাথাকে গাধার মাথায় রূপান্তরিত করবেন অথবা তার গঠনকে গাধার গঠনে পরিণত করবেন।

তিনি আরো বলেনঃ

لاَ تَسْبِقُوْنِيْ بِالرُّكُوْعِ وَ لاَ بِالسُّجُوْدِ وَ لاَ بِالْقِيَامِ وَ لاَ بِالْقُعُوْدِ وَ لاَ بِالاِنْصِرَافِ

(মুসলিম, হাদীস ৪২৬)

অর্থাৎ তোমরা আমার আগে রুকু, সিজদাহ্, উঠা, বসা ও সালাম আদায় করবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ও হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কোন রুকন আদায়ে ইমামের অগ্রবর্তীকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

لاَ وَحْدَكَ صَلَّيْتَ وَ لاَ بِإِمَامِكَ اقْتَدَيْتَ

(রিসালাতুল ইমাম আহমাদ)

অর্থাৎ (তোমার নামাযই হয়নি) না তুমি একা পড়লে না ইমাম সাহেবের সাথে পড়লে।

যে কোন কাজ ইমাম সাহেবের একটু পরেই করতে হবে। অর্থাৎ ইমাম সাহেব যখন তাকবীর দিয়ে পুরোপুরি রুকুতে চলে যাবেন তখন মুক্তাদিগণ রুকু করতে অগ্রসর হবেন। তেমনিভাবে ইমাম সাহেব যখন তাকবীর দিয়ে সিজদার জন্য জমিনে কপাল ঠেকাবেন তখনই মুক্তাদিগণ তাকবীর দিয়ে সিজদায় যাবেন। ইমাম সাহেবের আগে, বহু পরে ও সমানতালে কোন রুকন আদায় করা যাবে না।

রাসূল ﷺ বলেনঃ

الإِمَامُ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَ يَرْفَعُ قَبْلَكُمْ

(মুসলিম, হাদীস ৪০৪ ইবনে খুযাইমা, হাদীস ১৫৯৩)

অর্থাৎ ইমাম সাহেব তোমাদের আগেই রুকু করবেন এবং তোমাদের আগেই

রুকু থেকে মাথা উঠাবেন।

রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَ لاَتُكَبِّرُوْا حَتَّى يُكَبِّرَ ، وَ إِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَ لاَ تَرْكَعُوْا حَتَّى يَرْكَعَ

(বুখারী, হাদীস ৩৭৮, ৮০৫, ১১১৪ মুসলিম, হাদীস ৪১৪, ৪১৭ আবু দাউদ, হাদীস ৬০৩)

অর্থাৎ ইমাম সাহেব হচ্ছেন অনুসরণীয়। তাই তিনি তাকবীর সমাপ্ত করলে তোমরা তাকবীর বলবে। তোমরা কখনো তাকবীর বলবে না যতক্ষণ না তিনি তাকবীর বলেন। তিনি রুকুতে চলে গেলেই তোমরা রুকু শুরু করবে। তোমরা রুকু করবে না যতক্ষণ না তিনি রুকু করেন।

তিনি আরো বলেনঃ

إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ فَكَبِّرُوْا وَ إِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَارْفَعُوْا وَ قُوْلُوْا رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ وَ إِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا

(বুখারী, হাদীস ৭২২, ৭৩৪, ৮০৫ মুসলিম, হাদীস ৪১৪)

অর্থাৎ যখন ইমাম সাহেব তাকবীর সমাপ্ত করবেন তখন তোমরা তাকবীর বলবে। আর যখন তিনি রুকুতে চলে যাবেন তখন তোমরা রুকু শুরু করবে। আর যখন তিনি রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে "সামি'আল্লাহু লিমান্ হামিদাহ্" বলবেন তখন তোমরা রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে "রাব্বানা ওয়া লাকাল্ হাম্দ" বলবে। আর যখন তিনি সিজদায় যাবেন তখন তোমরা সিজদাহ্ শুরু করবে।

হযরত বারা বিন 'আযিব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا انْحَطَّ لِلسُّجُوْدِ لاَ يَحْنِيْ أَحَدٌ ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْضِ

(বুখারী, হাদীস ৬৯০, ৮১১ মুসলিম, হাদীস ৪৭৪ আবু দাউদ, হাদীস ৬২১)

অর্থাৎ নবী ﷺ যখন সিজদাহর জন্যে ঝুঁকে পড়তেন আমাদের কেউ নিজ পৃষ্ঠদেশ বাঁকা করতো না যতক্ষণ না নবী ﷺ নিজ কপাল জমিনে রাখতেন।

১১২. দুর্গন্ধযুক্ত কোন বস্তু যেমনঃ কাঁচা পিয়াজ, রসুন, বিড়ি, সিগারেট, হুঁকো ইত্যাদি খেয়ে বা পান করে সরাসরি মসজিদে চলে আসাঃ

দুর্গন্ধযুক্ত কোন বস্তু যেমনঃ কাঁচা পিয়াজ, রসুন, বিড়ি, সিগারেট, হুঁকো ইত্যাদি খেয়ে বা পান করে সরাসরি মসজিদে চলে আসা আরেকটি কবীরা গুনাহ্ ও হারাম কাজ।

হযরত 'উমর ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

ثُمَّ إِنَّكُمْ ، أَيُّهَا النَّاسُ! تَأْكُلُوْنَ شَجَرَتَيْنِ لاَ أَرَاهُمَا إِلاَّ خَبِيْثَتَيْنِ ، هَذَا الْبَصَلَ وَالثُّوْمَ ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ رِيْحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِيْ الْمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيْعِ ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا

(মুসলিম, হাদীস ৫৬৭)

অর্থাৎ হে লোক সকল! তোমরা দুর্গন্ধময় দু'টি উদ্ভিদ খাচ্ছো যা পিয়াজ ও রসুন। আমি রাসূল ﷺ কে দেখেছি, তিনি কারোর নিকট থেকে মসজিদে থাকাবস্থায় এমন গন্ধ পেলে তাকে মসজিদ থেকে বের করে বক্বী'তে পাঠিয়ে দিতেন। অতএব কেউ তা খেতে চাইলে সে যেন তা পাকিয়ে খায়।

রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِنْسُ

(মুসলিম, হাদীস ৫৬৪)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ দুর্গন্ধময় উদ্ভিদ খেলো সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটও না ঘেঁষে। কারণ, ফিরিশ্‌তাগণ এমন বস্তু কর্তৃক কষ্ট পায় যা কর্তৃক কষ্ট পায় মানুষগণ।

১১৩. শরয়ী কোন কারণ ছাড়া কোন মুসলমানের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করাঃ

শরয়ী কোন কারণ ছাড়া কোন মুসলমানের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করা আরেকটি কবীরা গুনাহ্ ও হারাম।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৯১৪ স'হীহুল জা'মি', হাদীস ৭৬৩৫)

অর্থাৎ কোন মুসলমানের জন্য জায়িয নয় যে, সে তার অন্য কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করবে। কেউ তা করলে সে মৃত্যুর পর জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

এক বছর কারোর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা তো তাকে হত্যা করার ন্যায়।

হযরত আবু খিরাশ্ সুলামী ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً ؛ فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৯১৫)

অর্থাৎ কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে এক বছর সম্পর্ক ছিন্ন করা মানে তাকে হত্যা করা।

রাসূল ﷺ সম্পর্ক ছিন্নতার একটি ধরনও উল্লেখ করেছেন। যা থেকে দোষী ব্যক্তির বাস্তব চিত্র সবার সামনে একেবারেই সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং সর্বোত্তম ব্যক্তির পরিচয়ও মিলে।

হযরত 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَكُوْنُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَّهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاَثَةٍ ، فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ؛

كُلُّ ذَلِكَ لاَ يَرُدُّ عَلَيْهِ ؛ فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِه

(আবু দাঊদ, হাদীস ৪৯১৩)

অর্থাৎ কোন মুসলমানের জন্য জায়িয নয় যে, সে তার অন্য কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করবে। তা এমন যে, তার সাথে ওর সাক্ষাৎ হলে সে তাকে তিন বার সালাম দেয় ; অথচ সে তার সালামগুলোর একটি বারও উত্তর দিলো না। এতে তারই গুনাহ্ হবে ; ওর নয়।

হযরত আবু আইয়ূব আন্‌সারী ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَّهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ، يَلْتَقِيَانِ؛ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَ خَيْرُهُمَا الَّذِيْ يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ

(আবু দাঊদ, হাদীস ৪৯১১)

অর্থাৎ কোন মুসলমানের জন্য জায়িয নয় যে, সে তার অন্য কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করবে। তা এমন যে, তাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হলো ; অথচ তারা একে অপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো। তবে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি যে সর্বপ্রথম সালাম বিনিময় করে।

কারোর সাথে ঝগড়া-বিবাদ করে মন কষাকষি হলে তথা পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষভাব জন্ম নিলে আল্লাহ্ তা'আলার সাধারণ ক্ষমা থেকে তারা বঞ্চিত থাকবে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ كُلَّ يَوْمِ اثْنَيْنِ وَ خَمِيْسٍ ، فَيُغْفَرُ فِيْ ذَلِكَ الْيَوْمَيْنِ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا ، إِلاَّ مَنْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ ، فَيُقَالُ : أَنْظُرُوْا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا

(আবু দাঊদ, হাদীস ৪৯১৬)

অর্থাৎ প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরোজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং উক্ত উভয় দিনেই সকল শির্কমুক্ত বান্দাহ্কে ক্ষমা করে দেয়া হয়। তবে এমন দু'জন ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় না যাদের পরস্পরে শত্রুতা রয়েছে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়ঃ এদেরকে আরো কিছু সময় দাও যাতে তারা সমঝোতায় আসতে পারে।

তবে সম্পর্ক ছিন্ন করা যদি শরয়ী কোন কারণে হয়ে থাকে তা হলে তা অবশ্যই জায়িয। যেমনঃ কেউ নামায পড়ে না অথবা কেউ প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজ করে। সুতরাং আপনি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। তবে এ কথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, যদি কারোর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে তার মধ্যে পাপবোধ জন্ম নেয় অথবা তার সঠিক পথে ফিরে আসার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে তা হলে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা অবশ্যই দরকার। কারণ, তা অসৎ কাজে বাধা দেয়ার শামিল। তবে যদি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সে আরো গাদ্দার অথবা আরো হঠকারী হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তা হলে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করাই উচিৎ। বরং তাকে মাঝে মাঝে নসীহত করবে এবং আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে।

নবী ﷺ জনৈকা স্ত্রীর সাথে চল্লিশ দিন কথা বলেননি। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) তাঁর ছেলের সাথে মৃত্যু পর্যন্ত কথা বলেননি। হযরত 'উমর বিন্ আব্দুল আযীয (রাহিমাহুল্লাহ্) জনৈক ব্যক্তিকে দেখে নিজ চেহারা ঢেকে ফেলেন।

১১৪. কোন স্বাধীন পুরুষকে বিক্রি করে তার মূল্য খাওয়াঃ

কোন স্বাধীন পুরুষকে বিক্রি করে তার মূল্য খাওয়া হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

قَالَ اللهُ تَعَالَى : ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِيْ ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُــلٌ

بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَ لَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

(বুখারী, হাদীস ২২২৭, ২২৭০)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান নেবো। তাদের একজন হচ্ছে, যে ব্যক্তি আমার নামে কসম খেয়ে কারোর সাথে কোন অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করেছে। দ্বিতীয়জন হচ্ছে, যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন পুরুষকে বিক্রি করে বিক্রিলব্ধ পয়সা খেয়েছে। আর তৃতীয়জন হচ্ছে, যে ব্যক্তি কোন পুরুষকে মজুর হিসেবে খাটিয়ে তার মজুরি দেয়নি।

বর্তমান যুগে ডাকাত কিংবা সন্ত্রাসী কর্তৃক কোন এলাকার সুঠাম দেহ স্বাধীন পুরুষ এবং স্বাধীনা যুবতী মহিলাকে জোরপূর্বক কিংবা অর্থের লোভ দেখিয়ে সম্মানজনক কাজের কথা বলে অবৈধ কাজ কিংবা নীচু কাজের জন্য অন্য এলাকার কারোর নিকট কাজের লোক হিসেবে বিক্রি করে দিয়ে সে পয়সা খাওয়াও এরই শামিল।

১১৫. নিজের মাতা-পিতাকে সরাসরি লা'নত দেয়া অথবা তাদের লা'নতের কারণ হওয়াঃ

নিজের মাতা-পিতাকে সরাসরি লা'নত দেয়া অথবা তাদের লা'নতের কারণ হওয়া আরেকটি হারাম কাজ ও কবীরা গুনাহ্।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَّلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ وَ كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ ، وَ يَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ

(বুখারী, হাদীস ৫৯৭৩)

অর্থাৎ সর্ব বৃহৎ কবীরা গুনাহ্'র একটি এও যে, কোন ব্যক্তি তার মাতা-

পিতাকে লা'নত দিবে। বলা হলোঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! কিভাবেই বা কোন ব্যক্তি তার মাতা-পিতাকে লা'নত করতে পারে? তিনি বললেনঃ সে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয় তখন সে ব্যক্তি তার পিতাকে গালি দেয়। তেমনিভাবে সে অন্যের মাকে গালি দেয় তখন সেও তার মাকে গালি দেয়।

১১৬. কাউকে খারাপ কোন নামে ডাকাঃ

কাউকে খারাপ কোন নামে ডাকা আরেকটি হারাম কাজ ও কবীরা গুনাহ্। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ لاَ تَلْمِزُوْا أَنْفُسَكُمْ وَ لاَ تَنَابَزُوْا بِالأَلْقَابِ ، بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الإِيْمَانِ ، وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُوْلآئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴾

('হুজুরাত : ১১)

অর্থাৎ তোমরা অন্য কোন মুসলমান ভাইকে কোন কিছুর অপবাদ দিও না এবং কোন খারাপ নামেও ডেকো না। কারণ, কারোর জন্য ঈমান আনার পর ফাসিকী উপাধিটি খুবই নিকৃষ্ট। যারা উক্ত অপকর্ম থেকে তাওবা করবে না তারাই তো সত্যিকারার্থে যালিম।

কোন মানুষকে এমন কোন উপাধিতে ভূষিত করা যা শুনলে তার মনে কষ্ট আসে তা সকল আলিমের মতেই হারাম। চাই তা সরাসরি তারই ভূষণ হোক অথবা তার পিতা-মাতার। যেমনঃ কানা, অন্ধ ইত্যাদি অথবা কানার ছেলে, লম্পটের ছেলে ইত্যাদি।

১১৭. শরীয়ত সম্মত ভালো কোন উদ্দেশ্য ছাড়া যালিমদের নিকট যাওয়া, তাদেরকে সম্মান করা ও ভালোবাসা এমনকি যুলুমের কাজে তাদের সহযোগিতা করাঃ

শরীয়ত সম্মত ভালো কোন উদ্দেশ্য ছাড়া যালিমদের নিকট যাওয়া, তাদেরকে সম্মান করা ও ভালোবাসা এমনকি যুলুমের কাজে তাদের সহযোগিতা করা হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

হযরত কা'ব বিন্ 'উজ্রাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أُعِيْذُكَ بِاللهِ يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ ! مِنْ أُمَرَاءَ يَكُوْنُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ ، فَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ فَصَدَّقَهُمْ فِيْ كَذِبِهِمْ ، وَ أَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّيْ وَ لَسْتُ مِنْهُ ، وَ لاَ يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ ، وَ مَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ أَوْ لَمْ يَغْشَ ، فَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ فِيْ كَذِبِهِمْ ، وَ لَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّيْ وَ أَنَا مِنْهُ ، وَ سَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ

(তিরমিযী, হাদীস ৬১৪)

অর্থাৎ হে কা'ব বিন্ 'উজ্রাহ্! আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তোমার জন্য আশ্রয় চাচ্ছি এমন আমিরদের থেকে যারা আমার পরে আসবে। যে তাদের দরোজা মাড়াবে এবং তাদের মিথ্যা সাপোর্ট করবে এমনকি তাদের যুলুমে সহযোগিতা করবে সে আমার নয় এবং আমিও তার নই ; আমার সাথে তার কোন সম্পর্কই থাকবে না এমনকি আমার হাউযে কাউসারের পানিও তার ভাগ্যে জুটবে না। তবে যে ব্যক্তি তাদের দরোজা মাড়িয়েছে কিন্তু তাদের মিথ্যার কোন সাপোর্ট দেয়নি এবং তাদের যুলুমেও সে কোন সহযোগিতা করেনি অথবা একেবারেই তাদের দরোজা মাড়ায়নি সে আমার এবং আমিও তার ; তার সাথে আমার সম্পর্ক থাকবে এমনকি সে আমার হাউযে কাউসারের পানিও পান করবে।

১১৮. শরীয়তের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ছাড়া কুর'আনের কোন আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়া অথবা কুর'আনের কোন বিষয় নিয়ে অমূলক ঝগড়া-ফাসাদ করাঃ

শরীয়তের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ছাড়া কুর'আনের কোন আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়া অথবা কুর'আনের কোন বিষয় নিয়ে অমূলক ঝগড়া-ফাসাদ করা কবীরা গুনাহ্ ও হারাম।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ ، وَ الإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، وَ أَنْ تُشْرِكُوْا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً ، وَ أَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ ﴾

(আ'রাফ্ : ৩৩)

অর্থাৎ (হে মুহাম্মাদ) তুমি ঘোষণা করে দাওঃ নিশ্চয়ই আমার প্রভু হারাম করে দিয়েছেন প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল ধরনের অশ্লীলতা, পাপকর্ম, অন্যায় বিদ্রোহ, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা ; যে ব্যাপারে তিনি কোন দলীল-প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত কিছু বলা।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

اقْرَؤُوْا الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ، فَأَيَّمَا قَرَأْتُمْ أَصَبْتُمْ ، وَ لاَ تُمَارُوْا فِيْهِ ، فَإِنَّ الْمِرَاءَ فِيْهِ كُفْرٌ

(স'হীহুল্ জা'মি', হাদীস ১১৬৩)

অর্থাৎ তোমরা কুর'আন পড়ো সাতভাবে তথা সাতটি আঞ্চলিক রূপে। এ রূপগুলোর মধ্য থেকে তোমরা যেভাবেই পড়বে তাই শুদ্ধ। তবে কুর'আনকে নিয়ে তোমরা অমূলক ঝগড়া-ফাসাদ করো না। কারণ, তা করা কুফরি।

হযরত আবু বকর رضي الله عنه কে কুর'আন মাজীদের নিম্ন আয়াতঃ

﴿ وَ فَاكِهَةً وَّ أَبًّا ﴾

('আবাসা : ৩১)

উক্ত আয়াতের "আব্বুন্" শব্দ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ

أَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِيْ ، وَ أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِيْ إِذَا قُلْتُ فِيْ كِتَابِ اللهِ مَا لاَ أَعْلَمُ

অর্থাৎ কোন্ আকাশই বা আমাকে ছায়া দিবে এবং কোন্ জমিনই বা

আমাকে বহন করবে যদি আমি আল্লাহ্'র কিতাব সম্পর্কে সঠিকভাবে কোন কিছু না জেনেশুনে মনগড়া কোন কথা বলি।

১১৯. কোন নামাযীর সামনে দিয়ে চলাঃ

কোন নামাযীর সামনে দিয়ে চলা হারাম।

হযরত আবু সা'ঈদ্ খুদ্রী ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّيْ فَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَ لْيَدْرَأْهُ مَا اسْــتَطَاعَ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

(মুসলিম, হাদীস ৫০৫)

অর্থাৎ যখন তোমাদের কেউ নামায পড়ে তখন সে যেন কাউকে তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে না দেয়। বরং কেউ তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে চাইলে তাকে সাধ্য মতো বাধা দিবে। যদি তাতেও কোন ফায়েদা না হয় তা হলে তার সাথে প্রয়োজনে লড়াই করবে। কারণ, সে তো শয়তান।

কোন নামাযীর সামনে দিয়ে হাঁটা কতো যে মারাত্মক তা অনুমান করা যায় রাসূল ﷺ নিম্নোক্ত বাণী থেকে।

হযরত আবু জুহাইম ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ مَاذَا عَلَيْهِ ، لَكَانَ أَنْ يَّقِفَ أَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَّمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُوْ النَّضْرِ: لاَ أَدْرِيْ قَالَ: أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً

(মুসলিম, হাদীস ৫০৭)

অর্থাৎ যদি নামাযীর সামনে দিয়ে হাঁটা ব্যক্তি জানতে পারতো তার কতটুকু গুনাহ্ হচ্ছে তা হলে তার জন্য চল্লিশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম বলে বিবেচিত হতো নামাযীর সামনে দিয়ে হাঁটার চাইতে।

হাদীস বর্ণনাকারী আবুন্ নায্র বলেনঃ আমি সঠিকভাবে জানি না চল্লিশ দিন না কি মাস না কি বছর।

১২০. তাকে দেখে অন্য লোক তার সম্মানে দাঁড়িয়ে যাক তা পছন্দ করাঃ

তাকে দেখে অন্য লোক তার সম্মানে দাঁড়িয়ে যাক তা পছন্দ করা হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

হযরত মু'আবিয়া ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَّتَمَثَّلَ لَهُ النَّاسُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

(বুখারী/আদাবুল্ মুফ্রাদ্, হাদীস ৯৭৭ আবু দাউদ, হাদীস ৫২২৯ তিরমিযী ২/১২৫ আহ্মাদ্ ৪/৯৩, ১০০ ত্বাহাবী/মুশ্কিলুল্ আসার ২/৪০)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, মানুষ তাকে দেখলেই তার সম্মানে দাঁড়িয়ে যাক তা হলে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।

রাসূল ﷺ সাহাবাদের নিকট এতো প্রিয় পাত্র ছিলেন তবুও তাঁরা তাঁর সম্মানে দাঁড়াতেন না।

হযরত আনাস্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَا كَانَ فِيْ الدُّنْيَا شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ رُؤْيَةً مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ، وَ كَانُوْا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُوْمُوْا لَهُ ، لِمَا كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ

(বুখারী/আদাবুল্ মুফ্রাদ্, হাদীস ৯৪৬ তিরমিযী ২/১২৫ আহ্মাদ্ ৩/১৩২ ত্বাহাবী/মুশ্কিলুল্ আসার ২/৩৯ ইব্নু আবী শায়বাহ্ ৮/৫৮৬ বায়হাক্বী/শু'আবুল্ ঈমান ৬/৪৬৯/৮৯৩৬)

অর্থাৎ দুনিয়াতে সাহাবাদের নিকট রাসূল ﷺ এর চাইতে আরো বেশি ভালোবাসার পাত্র আর কেউ ছিলেন না। যাঁকে দেখতে তাঁরা ছিলেন লালায়িত। তবুও তাঁরা যখন রাসূল ﷺ কে দেখতেন তাঁর সম্মানে কেউ দাঁড়াতেন না। কারণ, তাঁরা জানতো রাসূল ﷺ এমনটি পছন্দ করেন না।

১২১. কারোর কবরের উপর মসজিদ বানানোঃ

কারোর কবরের উপর মসজিদ বানানো হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্‌উদ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَ هُمْ أَحْيَاءٌ ، وَ الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ

(ইব্নু খুযাইমাহ্, হাদীস ৭৮৯ ইব্নু হিব্বান/ইহ্সান, হাদীস ৬৮০৮ ত্বাবারানী/কাবীর, হাদীস ১০৪১৩ বায্যার/কাশ্‌ফুল আস্তার, হাদীস ৩৪২০)

অর্থাৎ সর্ব নিকৃষ্ট মানুষ ওরা যারা জীবিত থাকতেই কিয়ামত এসে গেলো এবং ওরা যারা কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করলো।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ হযরত উম্মে হাবীবাহ্ ও হযরত উম্মে সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) ইথিওপিয়ায় একটি গির্জা দেখেছিলেন যাতে অনেকগুলো ছবি টাঙ্গানো রয়েছে। তাঁরা তা রাসূল ﷺ কে জানালে তিনি বলেনঃ

إِنَّ أُوْلآئِكَ إِذَا كَانَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً ، وَصَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرَ ، فَأُوْلآئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(বুখারী, হাদীস ৪২৭, ৪৩৪, ১৩৪১, ৩৮৭৩ মুসলিম, হাদীস ৫২৮ ইব্নু খুযাইমাহ্, হাদীস ৭৯০)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই ওরা তাদের মধ্যে কোন ওলী-বুযুর্গ ইন্তিকাল করলে তারা ওর কবরের উপর মসজিদ বানিয়ে নেয় এবং এ জাতীয় ছবি সমূহ টাঙ্গিয়ে রাখে। ওরা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্ব নিকৃষ্ট সৃষ্টি হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

নবী ﷺ কবরের উপর মসজিদ নির্মাণকারী ইহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে লা'নত (অভিশাপ) দিয়েছেন।

হযরত 'আয়েশা ও ইব্নে 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ

لَمَّا نُزِلَ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ ، طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيْصَةً عَلَى وَجْهِهِ ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ ، فَقَالَ وَ هُوَ كَذَلِكَ: لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَ النَّصَارَى ، اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ، يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوْا

(বুখারী, হাদীস ৪৩৫, ৪৩৬, ৩৪৫৩, ৩৪৫৪, ৪৪৪৩, ৪৪৪৪ মুসলিম, হাদীস ৫৩১)

অর্থাৎ যখন রাসূল ﷺ মৃত্যু শয্যায় তখন তিনি চাদর দিয়ে নিজ মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন। অতঃপর যখন তাঁর শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছিলো তখন তিনি চেহারা খুলে বললেনঃ ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত ; তারা নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিলো। এ কথা বলে নবী ﷺ নিজ উম্মতকে সে কাজ না করতে সতর্ক করে দিলেন।

নবী ﷺ কবরের উপর মসজিদ বানানোর ব্যাপারে শুধু লা'নত ও নিন্দা করেই ক্ষান্ত হননি বরং তিনি তা করতে সুস্পষ্টভাবে নিষেধও করেছেন।

হযরত জুন্দাব্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি নবী ﷺ কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেনঃ

أَلاَ وَ إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَ صَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوْا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ ، إِنِّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ

(মুসলিম, হাদীস ৫৩২)

অর্থাৎ তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা নিজ নবী ও ওলী-বুযুর্গদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিতো। সাবধান! তোমরা কবরকে মসজিদ বানিওনা। আমি তোমাদেরকে এ ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করছি।

১২২. কোন পুরুষের উপুড় হয়ে শোয়াঃ

কোন পুরুষের উপুড় হয়ে শোয়া আরেকটি হারাম কাজ ও কবীরা গুনাহ্।

হযরত ত্বিহ্ফাহ্ আল-গিফারী ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ একদা আমাকে মসজিদের মধ্যে উপুড় হয়ে শুতে দেখে পা দিয়ে ধাক্কা মেরে বললেনঃ

مَا لَكَ وَ لِهَذَا النَّوْمِ ! هَذِه نَوْمَةٌ يَكْرَهُهَا اللهُ ، أَوْ يُبْغِضُهَا اللهُ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৭৯১)

অর্থাৎ তোমার কি হলো! এমনভাবে ঘুমাও কেন? এমন ঘুম তো আল্লাহ্ তা'আলা ঘৃণা করেন তথা পছন্দ করেন না।

হযরত আবু যর ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল ﷺ আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যখন আমি উপুড় হয়ে ঘুমুচ্ছিলাম। তখন তিনি আমাকে পা দিকে ধাক্কা মেরে বললেনঃ

يَا جُنَيْدِبُ ! إِنَّمَا هَذِه ضِجْعَةُ أَهْلِ النَّارِ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৭৯২)

অর্থাৎ হে জুনাইদিব! এ শোয়া তো জাহান্নামীদের শোয়া।

১২৩. কোন গুনাহ্ একাকীভাবে করে পরে তা অন্যের কাছে বলে বেড়ানোঃ

কোন গুনাহ্ একাকীভাবে করে পরে তা অন্যের কাছে বলে বেড়ানো আরকটি কবীরা গুনাহ্ বা হারাম।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

كُلُّ أُمَّتِيْ مُعَافًى إِلاَّ الْمُجَاهِرِيْنَ ، وَ إِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَّعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً ، ثُمَّ يُصْبِحُ وَ قَدْ سَتَرَهُ اللهُ ، فَيَقُوْلُ : يَا فُلاَنُ! عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَ كَذَا ، وَ قَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ ، وَ يُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ

(বুখারী, হাদীস ৬০৬৯)

অর্থাৎ আমার প্রতিটি উম্মতই নিরাপদ তথা ক্ষমার যোগ্য। তবে প্রকাশ্য গুনাহ্গাররা নয়। আর প্রকাশ্য গুনাহ্ বলতে এটাকেও বুঝানো হয় যে, কেউ রাত্রিবেলায় মানব সমাজের অলক্ষ্যেই গুনাহ্'র কাজটা করলো। ভোর পর্যন্ত কারোর নিকট তা ফাঁস হয়ে যায়নি ; অথচ ভোর হতেই সে অন্যকে বললোঃ হে অমুক! আমি গত রাত্রিতে এমন এমন অপকর্ম করেছিলাম। আল্লাহ্ তা'আলা তো তার উক্ত কর্মটি সকাল পর্যন্ত লুকিয়ে রাখলেন ; অথচ সে ভোর হতেই তা জনসমক্ষে প্রকাশ করে দিলো।

এ ছাড়াও কোন গুনাহ্'র কাজ জনসমাজে বার বার বলা হলে অথবা প্রকাশ্যে আলোচনা করা হলে মানুষ তা সহজেই গ্রহণ করে নেয় এবং তা ধীরে ধীরে ব্যাপকতা লাভ করে। এ ভয়ঙ্করতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِيْ الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ فِـــيْ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ ، وَ اللهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ ﴾

(নূর : ১৯)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই যারা অশ্লীল কাজ মুসলিম সমাজে চালু হয়ে যাক তা পছন্দ করে তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি দুনিয়াতে এবং আখিরাতেও। আল্লাহ্ তা'আলাই এর ভয়ঙ্করতা সম্পর্কে ভালোই জানেন ; অথচ তোমরা তা জানো না।

১২৪. শরয়ী কোন দোষের কারণে মুসল্লীরা কারোর ইমামতি অপছন্দ করা সত্ত্বেও তার সেই ইমামতি পদে বহাল থাকাঃ

শরয়ী কোন দোষের কারণে মুসল্লীরা কারোর ইমামতি অপছন্দ করা সত্ত্বেও তার সেই ইমামতি পদে বহাল থাকা আরেকটি কবীরা গুনাহ্ ও হারাম কাজ।

হযরত আবু উমামাহ্ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

ثَلاَثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ آذَانَهُمْ : الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ ، وَ امْـــرَأَةٌ بَاتَـــتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ ، وَ إِمَامُ قَوْمٍ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ

(তিরমিযী, হাদীস ৩৬০ স'হীহুল্ জা'মি', হাদীস ৩০৫৭)

অর্থাৎ তিন ব্যক্তির নামায তাদের কানের উপরে যায় না তথা কবুল হয় না। মালিকের কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়া গোলামের নামায যতক্ষণ না সে মালিকের নিকট ফিরে আসে। সে মহিলার নামায যে রাতটি কাটিয়ে দিলো ; অথচ তার স্বামী তার উপর অসন্তুষ্ট। সে ইমামের নামায যে নামায খানা পড়ালো ; অথচ মুসল্লীরা তার নামায পড়ানোটা পছন্দ করছে না।

হযরত 'আমর বিন্ 'হারিস ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ এর যুগে নিম্নোক্ত হাদীসটি বলা হতোঃ

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اثْنَانِ : امْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا ، وَ إِمَامُ قَوْمٍ وَ هُـــمْ لَهُ كَارِهُوْنَ

(তিরমিযী, হাদীস ৩৫৯)

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সর্ব কঠিন শাস্তি পাবে দু'জন ব্যক্তিঃ তার মধ্যে এক জন হচ্ছে, যে মহিলা নিজ স্বামীর অবাধ্য এবং অপর জন হচ্ছে, যে ইমাম কোন সম্প্রদায়ের ইমামতি করছে ; অথচ তারা তার ইমামতি করাটা পছন্দ করছে না।

১২৫. কারোর অনুমতি ছাড়া তার ঘরে উঁকি মারাঃ

কারোর অনুমতি ছাড়া তার ঘরে উঁকি মারা কবীরা গুনাহ্ ও হারাম।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنِ اطَّلَعَ فِيْ بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَّفْقَؤُوْا عَيْنَهُ

(মুসলিম, হাদীস ২১৫৮)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কারোর ঘরে উঁকি মারলো তাদের অনুমতি ছাড়া তার চোখটি গুঁটিয়ে দেয়া হালাল।

হযরত সাহ্ল বিন্ সা'দ্ সা'য়িদী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ জনৈক ব্যক্তি একদা রাসূল ﷺ এর দরোজার ফাঁক দিয়ে তাঁর ঘরে উঁকি মারছিলো। তখন রাসূল ﷺ এর হাতে ছিলো একটি শলা যা দিয়ে তিনি নিজ মাথা খানি চুলকাচ্ছিলেন। যখন রাসূল ﷺ তাঁর উঁকি মারার ব্যাপারটা টের পেয়ে গেলেন তখন তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ

لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِيْ لَطَعَنْتُ بِهِ فِيْ عَيْنِكَ ، إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ

(মুসলিম, হাদীস ২১৫৬)

অর্থাৎ যদি আমি ইতিপূর্বে জানতে পারতাম, তুমি আমাকে দরোজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখছো তা হলে আমি এ শলা দিয়ে তোমার চোখে আঘাত করতাম। আরে কারোর ঘরে ঢুকার পূর্বে তার অনুমতি নেয়ার ব্যাপারটি তো শরীয়তে রাখা হয়েছে একমাত্র অনাকাঙ্ক্ষিত কোন জায়গায় কারোর চোখ পড়বে বলেই তো।

বর্তমান যুগে মানুষের ঘর-বাড়িগুলো একটার সাথে অন্যটা লাগোয়া এবং ঘরের দরোজা-জানালাগুলো পরস্পর মুখোমুখী হওয়ার দরুন একের পক্ষে অন্যের ঘরে উঁকি দেয়া খুবই সহজ। অতএব এ পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'আলার ভয় প্রত্যেকের অন্তরে জাগিয়ে তুলতে হবে। তা হলেই এ গুনাহ্ থেকে সকলের বেঁচে থাকা সম্ভব হবে। অন্যথায় নয়। উপরন্তু এতে করে অন্য মুসলমান ভাইয়ের সম্মানহানি এবং প্রতিবেশীর অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়।

১২৬. কারোর কাছে মিথ্যা স্বপ্ন তথা স্বপ্ন বানিয়ে বলাঃ

কারোর কাছে মিথ্যা স্বপ্ন তথা স্বপ্ন বানিয়ে বলা আরেকটি কবীরা গুনাহ্ ও হারাম কাজ।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَّعْقِدَ بَيْنَ شَعِيْرَتَيْنِ ، وَ لَنْ يَّفْعَلَ

(বুখারী, হাদীস ৭০৪২ তিরমিযী, হাদীস ২২৮৩)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন স্বপ্ন দেখেছে বলে দাবি করলো অথচ সে তা দেখেনি তা হলে তাকে দু'টি যব একত্রে জোড়া দিতে বাধ্য করা হবে অথচ সে তা কখনোই করতে পারবে না।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ مِنْ أَفْرَى الْفِرَى أَنْ يُّرِيَ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَ

(বুখারী, হাদীস ৭০৪৩)

অর্থাৎ সর্ব নিকৃষ্ট মিথ্যা এই যে, কেউ যা স্বপ্নে দেখেনি তা সে দেখেছে বলে দাবি করছে।

১২৭. কোন পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে দালালি করাঃ

কোন পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে দালালি করা আরেকটি হারাম কাজ। দালালি বলতে নিলামে বিক্রি কোন মাল তো তার কেনার কোন ইচ্ছে নেই ; অথচ সে উক্ত পণ্যের বেশি দাম হাঁকিয়ে ওর মূল্য বাড়িয়ে দিচ্ছে। রাসূল ﷺ এমন কাজ করতে সবাইকে নিষেধ করে দিয়েছেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

وَ لاَ تَنَاجَشُوْا ، وَ لاَ يَزِيْدَنَّ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ

(বুখারী, হাদীস ২৭২৩)

অর্থাৎ তোমরা দালালি করো না এবং এক জন মুসলমান অন্য মুসলমান ভাইয়ের ক্ষতি করার জন্য পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে দিবে না।

বর্তমান যুগে নিলামে গাড়ি বিক্রির ক্ষেত্রে এমন অপতৎপরতা বেশি দেখা

যায়। গাড়ির দাম হাঁকার সময় গাড়ির মালিক, তার বন্ধুবান্ধব অথবা কোন দালাল ক্রেতার বেশে ক্রেতাদের মাঝে সতর্কভাবে ঢুকে পড়ে পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয় ; অথচ পণ্যটি কেনার তাদের কোন ইচ্ছে নেই। এতে করে ক্রেতারা প্রতারিত হয়। কারণ, তারা তখন পণ্যটি আসল দামের চাইতে অনেক বেশি দামে কিনতে বাধ্য হয় ; অথচ রাসূল ﷺ উক্ত অপতৎপরতাকে জাহান্নামের কারণ বলে আখ্যায়িত করেন।

হযরত ক্বাইস্ বিন্ সা'দ্ ও হযরত আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الْمَكْرُ وَ الْخَدِيْعَةُ فِيْ النَّارِ

(ইব্নু 'আদি' ২/৫৮৪ বায়হাক্বী/শু'আবুল্ ঈমান ২/১০৫/২ হা'কিম ৪/৬০৭)

অর্থাৎ ধোঁকা ও ষড়যন্ত্র জাহান্নামে যাওয়ার বিশেষ কারণ।

১২৮. পণ্যের দোষ-ত্রুটি ক্রেতাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখাঃ

পণ্যের দোষ-ত্রুটি ক্রেতাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা আরেকটি হারাম কাজ।

হযরত 'উক্ববাহ্ বিন্ 'আমির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الْمُسْلِمُ أَخُوْ الْمُسْلِمِ ، وَ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيْهِ بَيْعًا فِيْهِ عَيْبٌ إِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২২৭৬ স'হীহুল্ জামি', হাদীস ৬৭০৫)

অর্থাৎ একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। অতএব কোন মুসলমান অন্য কোন মুসলমান ভাইয়ের কাছে ত্রুটিযুক্ত কোন কিছু বিক্রি করলে তার জন্য সে ত্রুটি লুকিয়ে রাখা কখনোই জায়িয নয়। বরং তা তাকে অবশ্যই জানিয়ে দিতে হবে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল ﷺ খাদ্যের একটি স্তূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি উক্ত স্তূপে হাত ঢুকিয়ে দিলে ভেতরের খাদ্য ভেজা দেখতে পান। তখন তিনি বলেনঃ

مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّيْ

(মুসলিম, হাদীস ১০২)

অর্থাৎ এটা কি, হে খাদ্যের মালিক? সে বললোঃ হে রাসূল ﷺ! বৃষ্টি হয়েছিলো তো তাই। রাসূল ﷺ বললেনঃ তুমি কেন ভেজা খাদ্যগুলো উপরে রাখলে না তা হলেই তো মানুষ তা দেখতে পেতো। যে কোন মুসলমানকে ধোঁকা দিলো তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে এ কথা জানতে হবে যে, বেচা-বিক্রিতে কাউকে ধোঁকা দিলে সে ব্যবসায় বরকত ও সত্যিকারের সমৃদ্ধি কখনোই আসে না। হঠাৎ দেখা যাবে কোন একটি জটিল রোগ একই চোটে লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট করে দিলো। হঠাৎ ব্যবসায় ধস নেমে কোটি কোটি টাকা নষ্ট হয়ে গেলো।

হযরত 'হাকীম বিন্ 'হিযাম ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَ بَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِيْ بَيْعِهِمَا ، وَ إِنْ كَذَبَا وَ كَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

(বুখারী, হাদীস ২১১০)

অর্থাৎ ক্রেতা-বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে স্বাধীন যতক্ষণ না তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়। যদি তারা এ ক্ষেত্রে সত্যবাদিতার পরিচয় দেয় এবং পণ্যের দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে উভয়ে খোলাখুলি আলোচনা করে তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত দিবেন। আর যদি তারা এ ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং পণ্যের দোষ-ত্রুটি একে অপর থেকে লুকিয়ে

রাখে তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ক্রয়-বিক্রয় থেকে বরকত উঠিয়ে নিবেন।

১২৯. দাবা খেলাঃ

দাবা খেলা আরেকটি হারাম কাজ। এতে করে জুয়ার প্রশস্ত পথ খুলে যায় এবং প্রচুর মূল্যবান সময় বিনষ্ট হয়।

হযরত আবু মূসা আশ্'আরী ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ ؛ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَ رَسُوْلَهُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৩৮ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৮৩০)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দাবা খেললো সে আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর অবাধ্য হলো।

হযরত বুরাইদাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيْرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ ، وَ فِيْ رِوَايَةٍ: غَمَسَ يَدَهُ فِيْ لَحْمِ خِنْزِيْرٍ وَ دَمِه

(মুসলিম, হাদীস ২৬৬০ আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৩৯ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৮৩১)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দাবা খেললো সে যেন তার হাত খানা শুকরের গোস্ত ও রক্তে রঞ্জিত করলো অথবা তাতে ডুবিয়ে দিলো।

১৩০. তৃতীয় জনকে দূরে রেখে অন্য দু' জন পরস্পর চুপিসারে কথা বলাঃ

তৃতীয় জনকে দূরে রেখে অন্য দু' জন পরস্পর চুপিসারে কথা বলা আরেকটি হারাম কাজ। তেমনিভাবে তৃতীয় জনের সামনে অন্য দু' জন এমন ভাষায় কথা বলা যা সে বুঝে না অথবা এমন আকার-ইঙ্গিতে কথা বলা যা সে বুঝে না তাও হারাম। কারণ, তাতে সে সত্যিই ব্যথিত হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ

ইরশাদ করেনঃ

إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ صَاحِبِهِمَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ

(মুসলিম, হাদীস ২১৮৪)

অর্থাৎ যখন তোমরা শুধুমাত্র তিন জন থাকবে তখন তৃতীয় জনকে দূরে রেখে অন্য দু' জন পরস্পর চুপিসারে কথা বলবে না। কারণ, এ রকম আচরণ তৃতীয় জনকে সত্যিই ব্যথিত করে।

তবে কোন জন সমুদ্রের মাঝে দু' ব্যক্তি পরস্পর চুপিসারে কথা বললে তাতে কোন অসুবিধে নেই। কারণ, উক্ত হাদীসের দ্বিতীয় বর্ণনায় রয়েছে,

إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ الْآخَرِ ، حَتَّى تَخْتَلِطُوْا بِالنَّاسِ ، مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ

অর্থাৎ যখন তোমরা শুধুমাত্র তিন জন থাকবে তখন অন্য জনকে দূরে রেখে তোমরা দু' জন পরস্পর চুপিসারে কথা বলবে না যতক্ষণ না তোমরা মানব জন সমুদ্রে হারিয়ে যাও। কারণ, এ রকম আচরণ তৃতীয় জনকে ব্যথিত করে।

১৩১. ইহুদি ও খ্রিস্টানকে সর্ব প্রথম নিজ থেকেই সালাম দেয়াঃ

ইহুদি ও খ্রিস্টানকে সর্ব প্রথম নিজ থেকেই সালাম দেয়া আরেকটি হারাম কাজ।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَبْدَؤُوْا الْيَهُوْدَ وَ لاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ ، فَإِذَا لَقِيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِيْ طَرِيْقٍ فَاضْطَرُّوْهُ إِلَى أَضْيَقِهِ

(মুসলিম, হাদীস ২১৬৭)

অর্থাৎ তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানকে সর্ব প্রথম নিজ থেকেই সালাম দিও না। বরং যখনই তাদের কাউকে রাস্তায় পাবে তখনই তাকে একেবারে সংকীর্ণ

পথেই চলতে বাধ্য করবে।

এ ছাড়াও সালাম তো ভালোবাসারই একান্ত প্রতীক। তাই ওদেরকে সালাম দেয়া যাবে না। কারণ, তাদের সাথে ভালোবাসা ঈমান বিধ্বংসীই বটে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا الْيَهُوْدَ وَ النَّصَارَى أَوْلِيَآءَ ، بَعْضُهُمْ أَوْلِيَـــآءُ بَعْضٍ ، وَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ، إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِيْ الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ ﴾

(মা'য়িদাহ্ : ৫১)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না। তারা তো একে অপরের বন্ধু। তোমাদের কেউ তাদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা যালিমদেরকে সুপথ দেখান না।

ওদের আল্লাহ্ তা'আলাকে নিশ্চয়ই ভয় করা উচিৎ যারা খেলার পাগল হয়ে কাফির খেলোয়াড়কেও ভালোবাসে এবং গানের পাগল হয়ে কাফির গায়ক-গায়িকাকেও ভালোবাসে ; অথচ তাদের করণীয় হচ্ছে শুধু ঈমানদারদেরকেই ভালোবাসা যদিও তারা তার উপর যুলুম ও অত্যাচার করুক না কেন এবং কাফিরদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা যদিও তারা তার উপর দয়া বা অনুগ্রহ করুক না কেন। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা এ দুনিয়াতে কিতাব ও রাসূল পাঠিয়েছেন এ জন্যই যে, যেন সকল আনুগত্য হয় একমাত্র তাঁরই জন্য। সুতরাং ভালোবাসা হবে একমাত্র তাঁরই আনুগত্যকারীদের জন্য এবং শত্রুতা হবে একমাত্র তাঁরই বিরুদ্ধাচারীদের জন্য। সম্মান পাবে একমাত্র তাঁরই বন্ধুরা এবং লাঞ্ছনা পোহাবে একমাত্র তাঁরই শত্রুরা। ভালো প্রতিদান পাবে একমাত্র তাঁরই বন্ধুরা এবং শাস্তি পাবে একমাত্র তাঁরই শত্রুরা।

১৩২. মসজিদে থুথু ফেলাঃ

মসজিদে থুথু ফেলা আরেকটি হারাম কাজ।

হযরত আনাস্ ﷠ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الْبُزَاقُ فِيْ الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ ، وَ كَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا

(বুখারী, হাদীস ৪১৫)

অর্থাৎ মসজিদে থুথু ফেলা গুনাহ্'র কাজ। যার কাফ্ফারা হলো তা দ্রুত মিটিয়ে ফেলা।

১৩৩. অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে অতঃপর তা ভুলে যাওয়াঃ

অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে অতঃপর তা ভুলে যাওয়া বিশেষ করে (তীর, গোলা, বারুদ ইত্যাদি) নিক্ষেপ করা শিখে অতঃপর তা পরিচালনা করা ভুলে যাওয়া আরেকটি হারাম কাজ। কারণ, এভাবে একে একে সবাই তা ভুলে গেলে মুসলমানরা একদা আর শত্রুর মুকাবিলা করতে সক্ষম হবে না।

হযরত 'উক্ববাহ্ বিন্ 'আমির ﷠ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ ، فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصَى

(মুসলিম, হাদীস ১৯১৯)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি (তীর, গোলা, বারুদ ইত্যাদি) নিক্ষেপ করা শিখে অতঃপর তা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে সে আমার উম্মত নয় কিংবা সে নিশ্চয়ই গুনাহ্'র কাজ করলো।

১৩৪. বিক্রি করতে গিয়ে বান্দিকে তার সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করাঃ

বিক্রি করতে গিয়ে বান্দিকে তার সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করা আরেকটি হারাম কাজ।

হযরত আবু আইয়ূব আন্সারী ﷠ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَ وَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(তিরমিযী, হাদীস ১২৮৩, ১৫৬৬)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন বান্দিকে তার সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলো আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে তার প্রিয়জন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবেন।

১৩৫. মক্কার হারাম শরীফের কোন গাছ কাটা, শিকারের উদ্দেশ্যে সেখানকার কোন পশু-পাখি তাড়ানো এবং সেখানকার রাস্তা থেকে কোন হারানো জিনিস কুড়িয়ে নেয়াঃ

মক্কার হারাম শরীফের কোন গাছ কাটা, শিকারের উদ্দেশ্যে সেখানকার কোন পশু-পাখিকে তাড়ানো এবং সেখানকার রাস্তা থেকে কোন হারানো জিনিস কুড়িয়ে নেয়া আরেকটি হারাম কাজ।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ ، لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ ، وَ لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ ، وَ لاَ يَلْتَقِطُ لُقْتَطَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا

(বুখারী, হাদীস ১৫৮৭)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা এ শহরকে হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং এর কোন গাছ কাটা যাবে না। শিকারের উদ্দেশ্যে এর কোন পশু-পাখি তাড়ানো যাবে না এবং এর রাস্তা থেকে হারানো কোন জিনিস কুড়িয়ে নেয়া যাবে না।

১৩৬. আযানের পর কোন ওযর ছাড়া জামাতে নামায না পড়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়াঃ

আযানের পর কোন ওযর ছাড়া জামাতে নামায না পড়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়া আরেকটি হারাম কাজ।

হযরত আবুশ্শা'সা' (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كُنَّا قُعُوْدًا فِيْ الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ ، فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِيْ ، فَأَتْبَعَهُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ

(মুসলিম ৬/১৬২)

অর্থাৎ আমরা একদা হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ এর সাথে মসজিদে বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় মুআয্যিন আযান দিলো। তখন জনৈক ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলো। হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ তার দিকে অপলক তাকিয়েই থাকলেন যতক্ষণ না সে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলো। তখন হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ বললেনঃ এ তো রাসূল ﷺ এর বিরুদ্ধাচরণ করলো।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَلاَ يَخْرُجْ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ

(স'হীহুল্ জা'মি', হাদীস ২৯৭)

অর্থাৎ যখন মুআয্যিন আযান দিবে তখন তোমাদের কেউ (মসজিদ থেকে) বের হবে না যতক্ষণ না সে (উক্ত মসজিদে) নামায পড়ে নেয়।

১৩৭. সন্দেহের দিনে রামাযানের রোযা রাখাঃ

সন্দেহের দিনে রামাযানের রোযা রাখা আরেকটি হারাম কাজ।

হযরত 'আম্মার বিন্ ইয়াসির ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِيْ يَشُكُّ فِيْهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ

(তিরমিযী, হাদীস ৬৮৬ আবু দাউদ, হাদীস ২৩৩৪ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৬৬৮)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন দিনে রামাযানের রোযা রাখলো যে দিন রামাযানের প্রথম দিন হওয়া সম্পর্কে মানুষের সন্দেহ রয়েছে তা হলে সে সত্যিই রাসূল ﷺ এর বিরুদ্ধাচরণ করলো।

শা'বানের ত্রিশতম দিন রামাযানের প্রথম দিন হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিলে শা'বান মাস পুরা করাই রাসূল ﷺ এর আদর্শ।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَّ عِشْرُوْنَ لَيْلَةً ، فَلاَ تَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا الْعِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ

(বুখারী, হাদীস ১৯০৭)

অর্থাৎ আরবী মাস উনত্রিশ দিনেরও হতে পারে। তাই তোমরা রোযা রাখবে না যতক্ষণ না নতুন মাসের চাঁদ দেখবে। তবে আকাশে মেঘ থাকলে শা'বান মাস ত্রিশ দিন পুরা করবে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ؓ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَ أَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ

(বুখারী, হাদীস ১৯০৯)

অর্থাৎ তোমরা রামাযানের চাঁদ দেখলেই রোযা রাখবে এবং ঈদের চাঁদ দেখলেই রোযা ছাড়বে। তবে আকাশে মেঘ থাকলে শা'বান মাস ত্রিশ দিন পুরা করবে।

১৩৮. মানুষের চলাচলের পথে, গাছের ছায়ায় কিংবা পুকুর ও নদ-নদীর ঘাটে মল ত্যাগঃ

মানুষের চলাচলের পথে, গাছের ছায়ায় কিংবা পুকুর ও নদ-নদীর ঘাটে মল ত্যাগ আরেকটি হারাম কাজ কিংবা কবীরা গুনাহ্।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ؓ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

اتَّقُوْا اللاَّعِنَيْنِ، قَالُوْا: وَ مَا اللاَّعِنَانِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟! قَالَ: الَّذِيْ يَتَخَلَّى فِيْ طَرِيْقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ

(আবু দাউদ, হাদীস ২৫)

অর্থাৎ তোমরা অভিশাপের দু'টি কারণ হতে দূরে থাকো। সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আন্হুম) বললেনঃ অভিশাপের কারণ দুটি কি? তিনি বললেনঃ পথে-ঘাটে অথবা ছায়াবিশিষ্ট গাছের তলায় মল-মূত্র ত্যাগ করা।

হযরত মু'আয ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

اتَّقُوْا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَةَ : الْبَرَازَ فِيْ الْمَوَارِدِ ، وَ قَارِعَةِ الطَّرِيْقِ ، وَ الظِّلِّ

(আবু দাউদ, হাদীস ২৬ ইব্নু মাজাহ, হাদীস ৩২৮)

অর্থাৎ তোমরা লা'নতের তিনটি কারণ থেকে দূরে থাকো। যা হচ্ছে, পুকুর ও নদী ঘাট, রাস্তার মধ্যভাগ এবং গাছের ছায়ায় মল-মূত্র ত্যাগ করা ।

১৩৯. কোন পশুকে খাদ্য-পানীয় না দিয়ে দীর্ঘ সময় এমনিতেই ইচ্ছাকৃতভাবে বেঁধে রাখা যাতে সে ক্ষিধা-পিপাসায় মরে যায়ঃ

কোন পশুকে খাদ্য-পানীয় না দিয়ে দীর্ঘ সময় এমনিতেই ইচ্ছাকৃতভাবে বেঁধে রাখা যাতে সে ক্ষিধা-পিপাসায় মরে যায় এমন করা হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِيْ هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَ لَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ

(বুখারী, হাদীস ২৩৬৫, ৩৩১৮)

অর্থাৎ জনৈকা মহিলা একটি বিড়ালের দরুন জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছে। না তাকে কিছু খেতে দিয়েছে। না তাকে ছেড়ে দিয়েছে যাতে সে জমিনের পোকা-মাকড় টুকিয়ে খেতে পারে।

১৪০. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধের মহান দায়িত্ব পরিহার করাঃ

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধের মহান দায়িত্ব পরিহার করা হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ إِسْرَآئِيْلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُوْدَ وَ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ، كَانُوْا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ، لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴾

(মা'য়িদাহ্ : ৭৮-৭৯)

অর্থাৎ বানী ইস্রাঈলের (ইহুদি ও খ্রিস্টানদের) কাফিরদের উপর লা'নত দাউদ ও 'ঈসা বিন্ মারইয়াম ('আলাইহিমুস-সালাম) এর মুখে এবং তা এ কারণে যে, তারা ছিলো ওহীর আদেশ বিরোধী এবং সীমা লঙ্ঘনকারী। তারা একে অপরকে কৃত গর্হিত কাজ থেকে নিষেধ করতো না। মূলতঃ তাদের উক্ত কাজ ছিলো অত্যন্ত নিকৃষ্ট।

হযরত 'হুযাইফাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

وَ الَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ! لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ، وَ لَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ، ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ، فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ

(তিরমিযী, হাদীস ২১৬৯)

অর্থাৎ সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! তোমরা অবশ্যই একে অপরকে সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। তা না হলে আল্লাহ্ তা'আলা অচিরেই তোমাদের উপর তাঁর পক্ষ থেকে বিশেষ শাস্তি পাঠাবেন। তখন তোমরা তাঁকে ডাকবে ; অথচ তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবেন না।

১৪১. মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য বিক্রি করাঃ

মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য বিক্রি করা আরেকটি কবীরা গুনাহ্ ও হারাম কাজ। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَ لاَ يُزَكِّيْهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ : أُشَيْمِطٌ زَانٍ ، وَ عَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ ، وَ رَجُلٌ جَعَلَ اللهُ بِضَاعَتَهُ لاَ يَشْتَرِيْ إِلاَّ بِيَمِيْنِهِ ، وَ لاَ يَبِيْعُ إِلاَّ بِيَمِيْنِهِ

(স'হী'হুল-জা'মি', হাদীস ৩০৭২)

অর্থাৎ তিন জাতীয় মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন (সুদৃষ্টিতে) তাকাবেন না, তাদেরকে গুনাহ্ থেকে পবিত্রও করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা হচ্ছে, বৃদ্ধ ব্যভিচারী, নির্ধন গর্বকারী এবং এমন এক ব্যক্তি যার পণ্যের অবস্থা আল্লাহ্ তা'আলা এমন করেছেন যে, কিনতে গেলেও সে কসম খায় এবং বিক্রি করতে গেলেও সে কসম খায়।

ব্যবসার ক্ষেত্রে কসম খেলে পণ্য দ্রুত বিক্রি করা যায় ঠিকই। কিন্তু তাতে সত্যিকারার্থে কোন ফায়েদা বা বরকত নেই।

হযরত আবু ক্বাতাদাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِيَّاكُمْ وَ كَثْرَةَ الْحَلِفِ فِيْ الْبَيْعِ ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ

(মুসলিম, হাদীস ১৬০৭)

অর্থাৎ তোমরা বেচা-বিক্রিতে বেশি কসম খাওয়া থেকে দূরে থাকো। কারণ, তাতে পণ্য বাজারজাত হয় বেশি ঠিকই। তবে তাতে কোন বরকত থাকে না।

১৪২. কোন মোসলমানকে নিয়ে ঠাট্টা-মশ্কারা করাঃ

কোন মোসলমানকে নিয়ে ঠাট্টা-মশ্কারা করা হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ ، عَسَى أَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ ، وَلاَ نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ ، عَسَى أَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ، وَ لاَ تَلْمِزُوْآ أَنْفُسَكُمْ، وَ لاَ تَنَابَزُوْا بِالأَلْقَابِ، بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الإِيْمَانِ، وَ مَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلآئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴾

('হুজুরাত : ১১)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যকার কোন পুরুষ যেন অন্য কোন পুরুষকে নিয়ে ঠাট্টা না করে। কারণ, যাকে নিয়ে ঠাট্টা করা হচ্ছে হয় তো বা সে (আল্লাহ্ তা'আলার নিকট) ঠাট্টাকারীর চাইতেও উত্তম। তেমনিভাবে তোমাদের মধ্যকার কোন মহিলা যেন অন্য কোন মহিলাকে নিয়ে ঠাট্টা না করে। কারণ, যাকে নিয়ে ঠাট্টা করা হচ্ছে হয় তো বা সে (আল্লাহ্ তা'আলার নিকট) ঠাট্টাকারিণীর চাইতেও উত্তম। তোমরা কেউ একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করো না এবং মন্দ নামে ডেকো না। কারণ, ঈমানের পর কুফরি খুবই নিকৃষ্টতম ভূষণ। যারা এ রকম আচরণ থেকে তাওবা করবে না তারা অবশ্যই যালিম।

ঠাট্টা বলতেই তা একটি হারাম কাজ। চাই তা কথার মাধ্যমেই হোক অথবা অভিনয়ের মাধ্যমে। চাই তা ইঙ্গিতে হোক অথবা প্রকাশ্যে। চাই তা কোন ব্যক্তির গঠন নিয়েই হোক অথবা তার কথা নিয়ে কিংবা তার কোন বৈশিষ্ট্য নিয়ে।

১৪৩. দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করাঃ

যে কোন মানুষের সাথে দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করা হারাম ও কবীরা গুনাহ্। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এ জাতীয় লোক হবে সর্ব নিকৃষ্ট লোকদের অন্যতম।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ ، الَّذِيْ يَأْتِيْ هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ ، وَ هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ

(বুখারী, হাদীস ৬০৫৮ মুসলিম, হাদীস ২৫২৬)

অর্থাৎ তুমি কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দ্বিমুখী নীতি অবলম্বনকারীকে সর্ব নিকৃষ্ট লোকদের অন্যতম দেখতে পাবে। যে এদের কাছে আসে এক চেহারায় আবার অন্যের কাছে যায় অন্য চেহারায়।

হযরত 'আম্মার ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِيْ الدُّنْيَا ؛ كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৮৭৩)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করবে কিয়ামতের দিন তার আগুনের দু'টি জিহ্বা হবে।

১৪৪. স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সংঘটিত সহবাসের ব্যাপারটি অন্য কাউকে জানানোঃ

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সংঘটিত সহবাসের ব্যাপারটি অন্য কাউকে জানানো হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَعَلَّ رَجُلاً يَقُوْلُ مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِه، وَ لَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا؟! فَأَرَمَّ الْقَوْمُ ، فَقُلْتُ: إِيْ وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّهُنَّ لَيَفْعَلْنَ وَ إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُوْنَ، قَالَ: فَلاَ تَفْعَلُوْا، فَإِنَّمَا ذَلِكَ مَثَلُ الشَّيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِيْ طَرِيْقٍ فَغَشِيَهَا وَ النَّاسُ يَنْظُرُوْنَ

(আল্‌বানী/আ'দাবুয্ যিফাফ : ১৪৪)

অর্থাৎ হয়তোবা কোন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে যা করে তা মানুষের কাছে বলে বেড়ায়। হয়তোবা কোন মহিলা তার স্বামীর সাথে যা করে তা মানুষের কাছে বলে বেড়ায় ?! সাহাবায়ে কিরাম চুপ থাকলেন। কেউ কোন কিছুই বললেন না। তখন আমি (বর্ণনাকারী) বললামঃ হ্যাঁ, আল্লাহ্'র কসম! হে আল্লাহ্'র রাসূল! মহিলারা এমন করে থাকে এবং পুরুষরাও। তিনি বললেনঃ না, তোমরা এমন করো না। কারণ, এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন যে কোন এক শয়তান অন্য শয়তানের সাথে রাস্তায় সহবাস করলো। আর মানুষ তাদের দিকে তাকিয়ে থাকলো।

১৪৫. কোন মারাত্মক সমস্যা ছাড়া কোন মহিলা তার স্বামী থেকে তালাক চাওয়াঃ

কোন মারাত্মক সমস্যা ছাড়া কোন মহিলা তার স্বামী থেকে তালাক চাওয়া হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

হযরত সাউবান ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا فِيْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ ؛ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

(আবু দাউদ, হাদীস ২২২৬ তিরমিযী, হাদীস ১১৮৭ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২০৫৫)

অর্থাৎ যে কোন মহিলা কোন মারাত্মক সমস্যা ছাড়া নিজ স্বামীর নিকট তালাক চাইলো তার উপর জান্নাতের সুগন্ধি হারাম হয়ে যাবে।

হযরত সাউবান ﵁ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الْمُخْتَلِعَاتُ ؛ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ

(তিরমিযী, হাদীস ১১৮৬)

অর্থাৎ (কোন মারাত্মক সমস্যা ছাড়া) কোন কিছুর বিনিময়ে তালাক গ্রহণকারিণী মহিলারা মুনাফিক।

তবে কোন মারাত্মক সমস্যা দেখা দিলে কোন কিছুর বিনিময়ে স্বামীর কাছ

থেকে তালাক গ্রহণ করা যেতে পারে।

হযরত 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা হাবীবা বিন্তে সাহ্লকে তার স্বামী সাবিত বিন্ ক্বাইস বিন্ শাম্মাস মেরে তার একটি হাড় ভেঙ্গে ফেলে। ভোর বেলা রাসূল ﷺ কে এ ব্যাপারে জানানো হলে তিনি হযরত সাবিতকে ডেকে পাঠালেন। অতঃপর বললেনঃ তুমি তার (তার স্ত্রী) কাছ থেকে কিছু সম্পদ নিয়ে তাকে ছেড়ে দাও। হযরত সাবিত বললেনঃ এমনকি চলে হে আল্লাহ্'র রাসূল! তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, চলে। তখন হযরত সাবিত বললেনঃ আমি তাকে দু'টি খেজুরের বাগান দিয়েছি। এখনো তা তারই দখলে। তখন নবী ﷺ বললেনঃ বাগান দু'টি নিয়ে তাকে ছেড়ে দাও। অতঃপর হযরত সাবিত তাই করলেন।

(আবু দাউদ, হাদীস ২২২৮)

১৪৬. যিহার তথা নিজ স্ত্রীকে আপন মায়ের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে তুলনা করাঃ

যিহার তথা নিজ স্ত্রীকে আপন মায়ের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে তুলনা করা হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ الَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ، إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِيْ وَلَدْنَهُمْ ، وَ إِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَ زُوْرًا ، وَ إِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ﴾

(মুজাদালাহ্ : ২)

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা নিজ স্ত্রীদের সাথে যিহার তথা তাকে তার মায়ের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে তুলনা করে তারা যেন জেনে রাখে যে, তাদের স্ত্রীরা তাদের মা নয়। তাদের মা তো ওরাই যারা তাদেরকে জন্ম দিয়েছে। নিশ্চয়ই তারা এ ব্যাপারে মিথ্যা ও নিকৃষ্ট কথা বলে। আর আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয়ই পাপ মোচনকারী অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

উক্ত আয়াতে যিহারকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর মিথ্যা কথা বলা তো কবীরা গুনাহ্। সুতরাং যিহার করাও কবীরা গুনাহ্।

১৪৭. সন্তান প্রসবের পূর্বে কোন গর্ভবতী বান্দির সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়াঃ

সন্তান প্রসবের পূর্বে কোন গর্ভবতী বান্দির সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া আরেকটি কবীরা গুনাহ্ ও হারাম কাজ।

হযরত আবুদ্দারদা' ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা জনৈক ব্যক্তি একটি গর্ভবতী বান্দি তার তাঁবুর সামনে নিয়ে আসলে রাসূল ﷺ সাহাবাগণকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ মনে হয় লোকটি সঙ্গম করার জন্যই ওকে নিয়ে এসেছে ?! তাঁরা বললেনঃ হ্যাঁ, তাই তো মনে হয়। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ আমার মনে চায় তাকে এমন অভিসম্পাত দেই যা তার সাথে তার কবর পর্যন্ত পৌছুবে। কিভাবে সে গর্ভের সন্তানটিকে ওয়ারিশ বানাবে ; অথচ সে তার জন্য হালাল নয়। কিভাবে সে তাকে দাস বানাবে ; অথচ সে তার জন্য হালাল নয়।

(মুসলিম, হাদীস ১৪৪১)

হযরত আবু সা'ঈদ খুদ্রী ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَ لاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيْضَ حَيْضَةً

(আবু দাউদ, হাদীস ২১৫৭)

অর্থাৎ কোন গর্ভবতী বান্দির সাথে সঙ্গম করা যাবে না যতক্ষণ না সে সন্তান প্রসব করে এবং গর্ভবতী নয় এমন কোন বান্দির সাথেও সঙ্গম করা যাবে না যতক্ষণ না সে একটি ঋতুস্রাব অতিক্রম করে। (তা হলে সে যে গর্ভবতী নয় তা নিশ্চিত হওয়া যাবে।)

হযরত রুওয়াইফি' বিন্ সাবিত আন্সারী ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَّسْقِيَ مَآءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، وَ لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَّقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ

(আবু দাউদ, হাদীস ২১৫৮)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী কোন পুরুষের জন্য হালাল হবে না কোন গর্ভবতী বান্দির সাথে সঙ্গম করা এবং আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী কোন পুরুষের জন্য হালাল হবে না গর্ভবতী নয় এমন কোন বান্দির সাথে সঙ্গম করা যতক্ষণ না সে একটি ঋতুস্রাব অতিক্রম করে তার গর্ভবতী না হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়।

১৪৮. কোন দুনিয়ার স্বার্থের জন্য প্রশাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাঃ

কোন দুনিয়ার স্বার্থের জন্য প্রশাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لاَ يُزَكِّيْهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ : رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيْقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيْلِ ، وَ رَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِدُنْيَاهُ ، إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيْدُ وَفَّى لَهُ وَ إِلاَّ لَمْ يَفِ لَهُ ، وَ رَجُلٌ يُبَايِعُ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَ كَذَا ؛ فَصَدَّقَهُ ، فَأَخَذَهَا وَ لَمْ يُعْطَ بِهَا

(বুখারী, হাদীস ৭২১২ নাসায়ী, হাদীস ৪৪৬৪)

অর্থাৎ তিন জন মানুষের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদেরকে গুনাহ্ থেকে পবিত্র করবে না বরং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিঃ পথিমধ্যে অবস্থিত জনৈক ব্যক্তি যার নিকট তার

প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি রয়েছে ; অথচ সে পথচারীকে তা পান করতে বাধা দিচ্ছে। জনৈক ব্যক্তি যে তার প্রশাসককে মেনে নিয়েছে দুনিয়ার জন্য। তার উদ্দেশ্য হাসিল হলে তাকে সে মেনে নেয় নতুবা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। জনৈক ব্যক্তি যে আসরের নামাযের পর পণ্য বিক্রি করার সময় এমন কসম খায় যে, তার উক্ত পণ্যের মূল্য এতো পর্যন্ত উঠেছে। তখন ক্রেতা তা বিশ্বাস করে তার উক্ত পণ্য কিনে নিয়েছে ; অথচ তার উক্ত পণ্যের মূল্য এতটুকু পর্যন্ত উঠেনি।

১৪৯. জনসম্মুখে বুযুর্গি দেখিয়ে ভেতরে ভেতরে হারাম কাজ করাঃ

জনসম্মুখে বুযুর্গি দেখিয়ে ভেতরে ভেতরে হারাম কাজ করা আরেকটি কবীরা গুনাহ্।

হযরত সাউবান ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِيْ يَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيْضًا، فَيَجْعَلُهَا اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ هَبَاءً مَنْثُوْرًا، قَالَ ثَوْبَانُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! صِفْهُمْ لَنَا، جَلِّهِمْ لَنَا؛ أَنْ لاَ نَكُوْنَ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لاَ نَعْلَمُ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَ مِنْ جِلْدَتِكُمْ وَيَأْخُذُوْنَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُوْنَ، وَ لَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللهِ انْتَهَكُوْهَا

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৪৩২১)

অর্থাৎ আমি আমার উম্মতের এমন কিছু সম্প্রদায়কে চিনি যারা কিয়ামতের দিন তিহামা পাহাড়ের ন্যায় শুভ্র-পরিচ্ছন্ন অনেকগুলো নেকি নিয়ে মহান আল্লাহ্ তা'আলার সামনে উপস্থিত হবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা সেগুলোকে ধূলিকণার ন্যায় উড়িয়ে দিবেন। হযরত সাউবান বলেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি আমাদেরকে তাদের বর্ণনা দিন। তাদের ব্যাপারটি আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বলুন। তা হলে আমরা না জেনে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবো না। রাসূল

ﷺ বলেনঃ তারা তোমাদেরই মুসলিম ভাই। দেখতে-শুনতে তোমাদেরই মতো। তারাও তাহাজ্জুদ পড়ে যেমনিভাবে তোমরা পড়ো। তবে তারা এমন সম্প্রদায় যে, যখন তারা নির্জনে যায় তখন তারা হারাম কাজে লিপ্ত হয়।

এদের ব্যাপারটি এতো ভয়ানক হওয়ার কারণ এই যে, তারা মূলতঃ আল্লাহ্ভীরু না হওয়ার দরুন বাহ্যিক বুযুর্গি দেখিয়ে সাধারণ মুসলমানকে সুকৌশলে পথভ্রষ্ট করা তাদের জন্য অনেক সহজ। কারোর স্ত্রী-সন্তান তাদের হাতে নিরাপদ নয়।

তবে এর মানে এই নয় যে, কেউ ভেতরে ভেতরে হারাম কাজ করলে তা মানুষের সামনে প্রকাশ করে দিবে যাতে মানুষ তাকে প্রকাশ্যভাবে বুযুর্গ মনে না করে। বরং যখন আল্লাহ্ তা'আলা তার ব্যাপারটি লুকিয়ে রেখেছেন তা হলে সেও যেন তার ব্যাপারটি লুকিয়ে রাখে। তবে এ ধরনের অভ্যাস পরিত্যাগ করার দুর্বার চেষ্টা অবশ্যই অব্যাহত রাখতে হবে। কারণ, এ ধরনের আচরণ মুনাফিকির পর্যায়ে পড়ে।

১৫০. মানুষকে দেখানো অথবা গর্ব করার জন্য ঘোড়ার প্রতিপালনঃ

মানুষকে দেখানো অথবা গর্ব করার জন্য ঘোড়ার প্রতিপালন হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الْخَيْلُ لِثَلاَثَةٍ: لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ وَ عَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ ، فَأَمَّا الَّذِيْ لَهُ أَجْرٌ: فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ... وَ رَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَ تَعَفُّفًا وَ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِيْ رِقَابِهَا وَ لاَ ظُهُوْرِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ ، وَ رَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَ رِيَاءً فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ

(বুখারী, হাদীস ৭৩৫৬ মুসলিম, হাদীস ৯৮৭)

অর্থাৎ ঘোড়া তিন জাতীয় মানুষের জন্য। কারোর জন্য তা সাওয়াব কামানোর মাধ্যম হবে। আবার কারোর জন্য তা নিজ সম্মান রক্ষা করার মাধ্যম হবে। আবার কারোর জন্য তা গুনাহ্'র কারণ হবে। যার জন্য তা সাওয়াব কামানোর মাধ্যম হবে সে ওই ব্যক্তি যে ঘোড়াটিকে আল্লাহ্'র রাস্তায় জিহাদের জন্য প্রতিপালন করছে। ... দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছে সে যে ঘোড়াটিকে সচ্ছলতা ও আরেক জনের নিকট হাত পাতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রতিপালন করছে। আর সে এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার অধিকার সমূহ ভুলে যায়নি। তা হলে তা তার জন্য সম্মান রক্ষার মাধ্যম হবে। আরেকজন ঘোড়াটিকে লোক দেখানো এবং গর্ব করার জন্য প্রতিপালন করছে। তা হলে তা তার জন্য গুনাহ্'র কারণ হবে।

১৫১. সাধারণ শৌচাগারে নিম্নবসন ছাড়া কারোর প্রবেশ করা অথবা নিজ স্ত্রীকে প্রবেশ করতে দেয়াঃ

সাধারণ শৌচাগারে নিম্নবসন ছাড়া কারোর প্রবেশ করা অথবা নিজ স্ত্রীকে প্রবেশ করতে দেয়াও হারাম। কারণ, এ জাতীয় শৌচাগারে পর্দা রক্ষা করা অসম্ভবই বটে।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُدْخِلْ حَلِيْلَتَهُ الْحَمَّامَ ، وَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَدْخِلِ الْحَمَّامَ إِلاَّ بِمِئْزَرٍ، وَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ

(তিরমিযী, হাদীস ২৮০১ আল্‌বানী/আ'দাবুয্ যিফাফ : ১৩৯)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন তার স্ত্রীকে সাধারণ শৌচাগারে প্রবেশ করতে না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন নিম্নবসন ছাড়া সাধারণ শৌচাগারে প্রবেশ না করে।

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন এমন খাবার টেবিলে না বসে যেখানে মদ বা মাদকদ্রব্য পরিবেশন করা হয়।

রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

الْحَمَّامُ حَرَامٌ عَلَى نِسَاءِ أُمَّتِيْ

(স্বা'হীহুল-জা'মি', হাদীস ৩১৯২)

অর্থাৎ সাধারণ শৌচাগার আমার উম্মতের মহিলাদের জন্য হারাম।

১৫২. যে মজলিসে হারামের আদান-প্রদান হয় এমন মজলিসে অবস্থান করাঃ

যে মজলিসে হারামের আদান-প্রদান হয় এমন মজলিসে অবস্থান করা হারাম।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُدْخِلْ حَلِيْلَتَهُ الْحَمَّامَ ، وَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَدْخِلِ الْحَمَّامَ إِلاَّ بِمِئْزَرٍ ، وَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ

(তিরমিযী, হাদীস ২৮০১ আল্বানী/আ'দাবুয্ যিফাফ : ১৩৯)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন তার স্ত্রীকে সাধারণ শৌচাগারে প্রবেশ করতে না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন নিম্নবসন ছাড়া সাধারণ শৌচাগারে প্রবেশ না করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন এমন খাবার টেবিলে না বসে যেখানে মদ বা মাদকদ্রব্য পরিবেশন করা হয়।

১৫৩. বিচারকের মাধ্যমে কারোর নিকট এমন কিছু দাবি করা যা আপনার নয়ঃ

বিচারকের মাধ্যমে কারোর নিকট এমন কিছু দাবি করা যা আপনার নয়

হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

হযরত আবু যর ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا ، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

(মুসলিম, হাদীস ৬১)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কারোর নিকট এমন কিছু দাবি করলো যা তার নয় তা হলে সে আমার উম্মত নয় এবং সে যেন নিজ ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।

১৫৪. উচ্চ স্বরে কুর'আন তিলাওয়াত করে অথবা যে কোন কথা বলে মসজিদের কোন মুসল্লিকে কষ্ট দেয়াঃ

উচ্চ স্বরে কুর'আন তিলাওয়াত করে অথবা যে কোন কথা বলে মসজিদের কোন মুসল্লিকে কষ্ট দেয়া হারাম কাজ।

হযরত আবু সা'ঈদ্ খুদ্রী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ একদা মসজিদে ই'তিকাফ করলে সাহাবাদের উচ্চ কিরাত শুনতে পান। তখন তিনি পর্দা উঠিয়ে বলেনঃ

أَلاَ إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ، فَلاَ يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلاَ يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِيْ الْقِرَاءَةِ أَوْ قَالَ: فِيْ الصَّلاَةِ

(আবু দাউদ, হাদীস ১৩৩২)

অর্থাৎ জেনে রাখো, তোমাদের প্রত্যেকেই তার প্রভুর সাথে একান্তে আলাপ করে। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন এ সময় অন্যকে কষ্ট না দেয় এবং নামাযের ভেতরে বা বাইরে উচ্চ স্বরে কিরাত না পড়ে।

উচ্চ স্বরে কিরাত পড়ার চাইতে নিচু স্বরে কিরাত পড়ায় সাওয়াব বেশি।

হযরত 'উক্ববাহ্ বিন্ 'আমির ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ ، وَ الْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ

(আবু দাউদ, হাদীস ১৩৩৩)

অর্থাৎ উচ্চ স্বরে কুর'আন পড়া প্রকাশ্য সাদাকার ন্যায়। আর নিচু স্বরে কুর'আন পড়া লুক্কায়িত সাদাকার ন্যায়।

তবে উচ্চ স্বরে কুর'আন পড়ায় কারোর কোন ক্ষতি না হয়ে যদি লাভ হয় তা হলে তাতে কোন অসুবিধে নেই।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ একদা রাত্রি বেলায় ঘর থেকে বের হয়ে দেখলেন হযরত আবু বকর ﵁ নিচু স্বরে নামায পড়ছেন আর হযরত 'উমর ﵁ উচ্চ স্বরে। যখন তাঁরা উভয় রাসূল ﷺ এর নিকট একত্রিত হলেন তখন তিনি বললেনঃ হে আবু বকর! আমি একদা তোমাকে নিচু স্বরে নামায পড়তে দেখলাম। তখন হযরত আবু বকর ﵁ বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আমি যাঁর সাথে একান্তে আলাপ করছিলাম তিনি তো আমার আওয়ায শুনেছেন। অতঃপর রাসূল ﷺ হযরত 'উমর ﵁ কে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ হে 'উমর! আমি একদা তোমাকে উচ্চ স্বরে নামায পড়তে দেখলাম। তখন হযরত 'উমর ﵁ বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আমি শয়তানকে তাড়াচ্ছিলাম আর ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগাচ্ছিলাম। রাসূল ﷺ আরো দেখলেন হযরত বিলাল ﵁ এক সূরা থেকে কিছু আয়াত আবার অন্য সূরা থেকে আরো কিছু আয়াত তিলাওয়াত করছেন। তখন তিনি হযরত বিলাল ﵁ কে একদা এ ব্যাপারে জানালে তিনি বলেনঃ কথাগুলো খুবই সুন্দর! আল্লাহ্ তা'আলা সবগুলো একত্রিত করে নিবেন। তখন রাসূল ﷺ সবাইকে বললেনঃ তোমরা সবাই ঠিক করেছো।

(আবু দাউদ, হাদীস ১৩৩০)

হযরত 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা জনৈক সাহাবী রাত্রি বেলার নামাযে উচ্চ স্বরে কিরাত পড়েছেন। ভোর হলে রাসূল ﷺ তাঁর সম্পর্কে বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা অমুককে দয়া করুন! সে গতরাত আমাকে অনেকগুলো আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যা আমার পড়া

থেকে বাদ পড়ে গিয়েছিলো।

(আবু দাউদ, হাদীস ১৩৩১)

১৫৫. স্বামী ছাড়া অন্য কোন আত্মীয়া-বান্ধবীর জন্য কোন মহিলার তিন দিনের বেশি শোক পালন করাঃ

স্বামী ছাড়া অন্য কোন আত্মীয়া-বান্ধবীর জন্য কোন মহিলার তিন দিনের বেশি শোক পালন করা হারাম।

হযরত যায়নাব বিন্তে আবী সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ যখন শাম দেশ থেকে আবু সুফ্ইয়ান ﷺ এর মৃত্যু সংবাদ আসলো তখন এর তৃতীয় দিনে (তাঁর মেয়ে) হযরত উম্মে 'হাবীবাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) তাঁর দু' হাত ও উভয় গণ্ডদেশে হলুদ রঙ্গের খোশবু লাগিয়ে বললেনঃ আমার এ হলুদ রঙ্গের খোশবু লাগানোর কোন প্রয়োজন ছিলো না যদি আমি রাসূল ﷺ থেকে এ হাদীস না শুনতাম। রাসূল ﷺ বলেনঃ

لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا

(বুখারী, হাদীস ১২৮০, ১২৮১, ৫৩৩৪, ৫৩৪৫ মুসলিম, হাদীস ১৪৮)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মহিলার জন্য হালাল হবে না স্বামী ছাড়া অন্য কোন মৃতের জন্য তিন দিনের বেশি শোক পালন করা। তবে স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক পালন করা যাবে।

১৫৬. কোন হারাম বস্তুর ক্রয়-বিক্রি ও এর বিক্রিলব্ধ পয়সা খাওয়াঃ

কোন হারাম বস্তুর ক্রয়-বিক্রি ও এর বিক্রিলব্ধ পয়সা খাওয়া হারাম।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى ، وَ لاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ ، وَ اتَّقُوْا

اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴾

(মা'য়িদাহ্ : ২)

অর্থাৎ তোমরা একে অপরকে নেক কাজ ও আল্লাহ্ভীরুতা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করো। তবে গুনাহ্'র কাজ ও শত্রুতা বিকাশে কারোর সাহায্য করো না এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো। নিশ্চয়ই তিনি কঠিন শাস্তিদাতা।

এ কথা নিশ্চিত যে, কারোর কাছ থেকে কোন হারাম বস্তু ক্রয় করা মানে হারামের প্রচার-প্রসারে তার সহযোগিতা করা এবং কারোর নিকট কোন হারাম বস্তু বিক্রি করা মানে তাকে উক্ত হারাম কাজে উৎসাহিত করা।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি একদা রাসূল ﷺ কে বাইতুল্লাহ্'র রুক্নে ইয়ামানীর পার্শ্বে বসা অবস্থায় দেখেছিলাম। তিনি তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে হেঁসে বললেনঃ

لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ ثَلاَثًا ، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمَ فَبَاعُوْهَا وَ أَكَلُوْا أَثْمَانَهَا ، وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৪৮৮)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইহুদিদেরকে লা'নত করুক। রাসূল ﷺ এ কথাটি তিনবার বলেছেন। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর চর্বি হারাম করে দিয়েছেন ; অথচ তারা তা বিক্রি করে সে পয়সা ভক্ষণ করে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা কোন জাতির উপর কোন কিছু খাওয়া হারাম করলে তার বিক্রিলব্ধ পয়সাও হারাম করে দেন।

১৫৭. বড়ো বড়ো দাঁত বিশিষ্ট থাবা মেরে ছিঁড়ে খাওয়া হিংস্র পশু ও বড়ো বড়ো নখ বিশিষ্ট থাবা মেরে ছিঁড়ে খাওয়া হিংস্র পাখির গোস্ত খাওয়াঃ

বড়ো বড়ো দাঁত বিশিষ্ট থাবা মেরে ছিঁড়ে খাওয়া হিংস্র পশু ও বড়ো বড়ো নখ

বিশিষ্ট থাবা মেরে ছিঁড়ে খাওয়া হিংস্র পাখির গোস্ত খাওয়া হারাম।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

كُلُّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ

(মুসলিম, হাদীস ১৯৩৩)

অর্থাৎ প্রত্যেক বড়ো বড়ো দাঁত বিশিষ্ট থাবা মেরে ছিঁড়ে খাওয়া হিংস্র পশুর গোস্ত খাওয়া হারাম।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَ عَنْ كُلِّ ذِيْ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

(মুসলিম, হাদীস ১৯৩৪)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ প্রত্যেক বড়ো বড়ো দাঁত বিশিষ্ট থাবা মেরে ছিঁড়ে খাওয়া হিংস্র পশু ও প্রত্যেক বড়ো বড়ো নখ বিশিষ্ট থাবা মেরে ছিঁড়ে খাওয়া হিংস্র পাখির গোস্ত খেতে নিষেধ করেছেন।

১৫৮. গৃহপালিত গাধার গোস্ত খাওয়াঃ

গৃহপালিত গাধার গোস্ত খাওয়া হারাম।

হযরত আনাস্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لَمَّا فَتَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ أَصَبْنَا حُمُرًا خَارِجَ الْقَرْيَةِ ، فَطَبَخْنَا مِنْهَا ، فَنَادَى مُنَادِيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ : أَلاَ إِنَّ اللهَ وَ رَسُوْلَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْهَا ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ، فَأُكْفِئَتِ الْقُدُوْرُ بِمَا فِيْهَا ، وَ إِنَّهَا لَتَفُوْرُ بِمَا فِيْهَا

(মুসলিম, হাদীস ১৯৪০)

অর্থাৎ যখন রাসূল ﷺ খাইবার বিজয় করলেন তখন আমরা জনবসতির বাইরে কিছু গাধা পেয়ে যাই। আমরা তা যবাই করে কিছু পাকিয়ে ফেললাম।

তখন রাসূল ﷺ এর পক্ষ থেকে জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা করেনঃ তোমরা জেনে রাখো, আল্লাহ্ তা'আলা এবং তদীয় রাসূল ﷺ তোমাদেরকে গাধার গোস্ত খেতে নিষেধ করছেন। কারণ, তা নাপাক এবং শয়তানের কাজ। তখন সবগুলো পাতিল গোস্তসহ উবু করে ফেলা হয় ; অথচ তখনো পাতিলগুলো গোস্তসহ উথলে উঠছিলো।

উক্ত হাদীসে সাহাবায়ে কিরাম ﷺ যে কতো দ্রুত আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর বাণী সমূহ আমলে বাস্তবায়িত করতেন তা খুব সহজেই প্রতীয়মান হয় ; অথচ তাঁরা ছিলেন তখন খুবই ক্ষুধার্ত।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَ كَانَ النَّاسُ احْتَاجُوْا إِلَيْهَا

(মুসলিম, হাদীস ৫৬১)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ খাইবারের দিন গৃহপালিত গাধা খেতে নিষেধ করেছেন ; অথচ তা তখন সবারই খাওয়ার প্রয়োজন ছিলো।

১৫৯. মুত্'আ বিবাহ্ তথা কোন কিছুর বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ্ করাঃ

মুত্'আ বিবাহ্ তথা কোন কিছুর বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ্ করা হারাম।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ ، إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُوْلآئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ ﴾

(মা'আরিজ : ২৯-৩১)

অর্থাৎ আর যারা নিজ যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী। তবে যারা নিজ স্ত্রী ও

অধিকারভুক্ত দাসীদের সঙ্গে যৌনকর্ম সম্পাদন করে তারা অবশ্যই নিন্দিত নয়। এ ছাড়া অন্যান্য পন্থায় যৌনক্রিয়া সম্পাদনকারীরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী।

উক্ত আয়াতের মর্মানুযায়ী যে মহিলার সাথে মুত্'আ করা হচ্ছে সে প্রথমতঃ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিয়মিত স্ত্রী নয়। কারণ, এ জাতীয় মহিলা বিধিসম্মতভাবে তার পক্ষ থেকে কোন মিরাস পায় না, চুক্তি শেষে তাকে তালাকও দিতে হয় না এবং তাকে ইদ্দতও পালন করতে হয় না। এমনকি সে তার অধিকারভুক্ত দাসীও নয়। সুতরাং তার সাথে যৌনক্রিয়া সম্পাদন করা সীমালংঘনই বটে।

হযরত সাব্‌রাহ্ আল-জুহানী ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّيْ قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِيْ الاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ ، وَ إِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيْلَهُ ، وَلاَ تَأْخُذُوْا مِمَّا آتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا

(মুসলিম, হাদীস ১৪০৬)

অর্থাৎ হে মানব সকল! আমি তোমাদেরকে ইতিপূর্বে মহিলাদের সাথে মুত্'আ করতে অনুমতি দিয়েছিলাম ; অথচ আল্লাহ্ তা'আলা এখন তা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম করে দিয়েছেন। অতএব তোমাদের কারোর নিকট এ জাতীয় কোন মহিলা থেকে থাকলে সে যেন তাকে নিজ গতিতে ছেড়ে দেয়। আর তোমরা যা তাদেরকে মোহর হিসেবে দিয়েছো তা থেকে এতটুকুও ফেরত নিবে না।

উক্ত বিবাহ্ ইসলামের শুরু যুগে কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধকালীন সময়ে সাহাবায়ে কিরাম যখন নিজ স্ত্রীদের থেকে বহু দূরে অবস্থান করতেন তখন তাঁদেরই নিতান্ত প্রয়োজনে চালু করা হয়। যা মক্কা বিজয়ের সময় সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয় এবং যা কিয়ামত পর্যন্ত এ দীর্ঘ কালের যে কোন সময়

তার যতোই প্রয়োজন হোক না কেন তা আর চালু করা যাবে না।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ ، فَقُلْنَا: أَلاَ نَسْتَخْصِيْ؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ

(মুসলিম, হাদীস ১৪০৪)

অর্থাৎ একদা আমরা রাসূল ﷺ এর সঙ্গে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বেরুতাম। তখন আমাদের সঙ্গে আমাদের স্ত্রীগণ ছিলো না। তাই আমরা রাসূল ﷺ কে বললামঃ আমরা কি খাসি হয়ে যাবো না ? তখন রাসূল ﷺ আমাদেরকে তা করতে নিষেধ করেন। বরং তিনি শুধুমাত্র একটি কাপড়ের বিনিময়ে হলেও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ্ তথা মুত্'আ করা আমাদের জন্য হালাল করে দিলেন।

খাইবারের যুদ্ধ পর্যন্ত সাধারণভাবে এ নিয়ম চালু ছিলো। অতঃপর তা উক্ত যুদ্ধেই সর্ব প্রথম নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়।

হযরত 'আলী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَ عَنْ أَكْلِ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ

(মুসলিম, হাদীস ১৪০৭)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ খাইবারের যুদ্ধে গৃহপালিত গাধার গোস্ত খাওয়া এবং মহিলাদের সাথে মুত্'আ করা নিষেধ করে দিয়েছেন।

মক্কা বিজয়ের সময় তা আবার কিছু দিনের জন্য চালু করা হয়। অতঃপর তা আবার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়।

হযরত সাব্রাহ্ আল-জুহানী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِيْنَ دَخَلْنَا مَكَّةَ، ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا

(মুসলিম, হাদীস ১৪০৬)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ মক্কা বিজয়ের সময় মক্কায় প্রবেশ করে আমাদেরকে মুত্'আ করতে আদেশ করেন। অতঃপর মক্কা থেকে বের হতে না হতেই তা আবার নিষেধ করে দেন।

হযরত সাব্‌রাহ্ আল-জুহানী رضي الله عنه থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমরা মক্কা বিজয়ের সময় রাসূল ﷺ এর সঙ্গে মক্কায় পনেরো দিন অবস্থান করেছিলাম। অতঃপর রাসূল ﷺ আমাদেরকে মুত্'আ করতে অনুমতি দিলেন। অনুমতি পেয়েই আমি ও আমার এক চাচাতো ভাই মুত্'আ করতে রওয়ানা করলাম। আমি ছিলাম তার চাইতে একটু বেশি জোয়ান, ফরসা ও সুন্দর গড়নের। আর সে ছিলো একটু কালো বর্ণের। আমাদের উভয়ের সাথে ছিলো দু'টি চাদর। তবে আমার চাদরটি ছিলো পুরাতন। আর তার চাদরটি ছিলো খুবই সুন্দর এবং নতুন। আমরা মক্কার উঁচু-নিচু ঘুরতে ঘুরতে বনূ 'আমির বংশের এক সুন্দরী মহিলা পেয়ে গেলাম। আমরা তাকে বললামঃ আমাদের কেউ কি তোমার সাথে মুত্'আ করতে পারবে ? সে বললোঃ তোমরা আমাকে এর বিনিময়ে কি দিবে ? তখন আমরা উভয়ে তাকে নিজ নিজ চাদর দেখালাম। আমার সাথীর চাদর দেখে সে আকৃষ্ট হয়। তবে তাকে দেখে নয়। আবার আমাকে দেখে সে আকৃষ্ট হয়। তবে আমার চাদর দেখে নয়। আমার সাথী বললোঃ এর চাদরটি পুরাতন। আর আমার চাদরটি নতুন। তখন সে বললোঃ এর চাদরে কোন সমস্যা নেই। কথাটি সে দু' বার অথবা তিন বার বললো। অতঃপর আমি তার সাথে তিন দিন মুত্'আ করি। ইতিমধ্যে রাসূল ﷺ বললেনঃ যার কাছে মুত্'আর মহিলা রয়েছে সে যেন তাকে ছেড়ে দেয়।

(মুসলিম, হাদীস ১৪০৬)

সকল সাহাবায়ে কিরাম মুত্'আ হারাম হওয়ার ব্যাপারে একমত ছিলেন। তবে হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে তা হালাল

হওয়ার মতও পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি মৃত্যুর পূর্বে উক্ত মত পরিহার করেছেন। অতএব তা সাহাবাদের সর্ব সম্মতিক্রমে হারামই প্রমাণিত হলো। নিম্নে সাহাবাগণের কয়েকটি উক্তি উল্লিখিত হলোঃ

হযরত 'আলী ﵁ বলেনঃ রমযানের রোযা অন্যান্য বাধ্যতামূলক রোযাকে রহিত করে দিয়েছে যেমনিভাবে তালাক, ইদ্দত ও মিরাস মুত্'আ বিবাহ্কে রহিত করে দিয়েছে।

(মুস্বান্নাফি আব্দির রায্যাক্ব ৭/৫০৫)

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্ ﵁ বলেনঃ তালাক, ইদ্দত ও মিরাস মুত্'আ বিবাহ্কে রহিত করে দিয়েছে।

(মুস্বান্নাফি আব্দির রায্যাক্ব ৭/৫০৫)

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) কে উক্ত মুত্'আ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ তা ব্যভিচার।

(মুস্বান্নাফি আব্দির রায্যাক্ব ৭/৫০৫)

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনিও বলেনঃ তা ব্যভিচার।

(মুস্বান্নাফি ইব্নি আবী শাইবাহ্ ৩/৫৪৬)

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) বলেনঃ মুত্'আ বিবাহ্ হারাম। এর প্রমাণ সূরা মা'আরিজের উনত্রিশ থেকে একত্রিশ নম্বর আয়াত।

(বায়হাক্বী ৭/২০৬)

হযরত জা'ফর বিন্ মুহাম্মাদ (রাহিমাহুল্লাহ্) কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ তা হুবহু ব্যভিচার। এতে কোন সন্দেহ নেই।

(বায়হাক্বী ৭/২০৭)

ইমাম নাওয়াওয়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেনঃ 'আল্লামাহ্ মাযিরী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেনঃ মুত্'আ বিবাহ্ ইসলামের শুরু যুগে জায়িয ছিলো। যা পরবর্তী যুগে বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা রহিত করা হয় এবং এর হারামের উপর সকল গ্রহণযোগ্য আলিম একমত।

'আল্লামাহ্ ক্বাযী 'ইয়ায (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেনঃ শুধু রাফিযী ছাড়া সকল আলিম তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে একমত এবং সবাই এ ব্যাপারেও একমত যে, এখনো কোন ব্যক্তি তা সম্পাদন করলে সাথে সাথেই তা বাতিল হয়ে যাবে। চাই সে উক্ত মহিলার সাথে সঙ্গম করুক বা নাই করুক।

(মুসলিম/ইমাম নাওয়াওয়ীর ব্যাখ্যা ৯-১০/১৮৯)

শিয়া সম্প্রদায় এখনো উক্ত মুত্'আ বিবাহ্কে হালাল মনে করে। যা কুর'আন-সুন্নাহ্'র সম্পূর্ণ বিরোধী। কোন কোন বর্ণনা মতে হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) ও তাঁর কিছু ভক্তরা উক্ত বিবাহ্ জায়িয বললে বা করলে তা জায়িয হয়ে যাবে না। কারণ, কুর'আন-সুন্নাহ্'র সামনে কোন সাহাবার কথা গ্রহণযোগ্য নয়। উপরন্তু অন্যান্য সকল সাহাবা তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে একমত এবং তিনিও পরিশেষে উক্ত মত থেকে ফিরে এসেছেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। মূলতঃ আজো যারা উক্ত অগ্রহণযোগ্য মতকে আঁকড়ে ধরে আছে তারা নিশ্চয়ই নিজ কুপ্রবৃত্তির অদম্য পূজারী। নতুবা হারাম হওয়ার ব্যাপারটি সুনিশ্চিত হওয়ার পরও একটি বিচ্ছিন্ন মতকে আঁকড়ে ধরার আর অন্য কোন মানে হয় না।

১৬০. শিগার বিবাহ্ঃ

শিগার বিবাহ্ তথা একজন অপরজনকে এমন বলা যে, আমি তোমার নিকট আমার বোন বা মেয়েটিকে বিবাহ্ দিচ্ছি এ শর্তে যে, তুমি আমার নিকট তোমার বোন বা মেয়েটিকে বিবাহ্ দিবে। তবে তাতে কোন ধরনের মোহরের আদান-প্রদান হবে না অথবা হতেও পারে এমন কাজ হারাম।

হযরত আবু হুরাইরাহ্, জাবির বিন্ আব্দুল্লাহ্ ও হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ

(মুসলিম, হাদীস ১৪১৫, ১৪১৬, ১৪১৭)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ শিগার বিবাহ্ করতে নিষেধ করেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ شِغَارَ فِيْ الإِسْلاَمِ

(মুসলিম, হাদীস ১৪১৫)

অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে শিগার বিবাহ্ বলতে কিছুই নেই।

১৬১. কোন মহিলাকে বিবাহ্ করার পর সে স্ত্রী থাকাবস্থায় তার আপন খালা অথবা ফুফীকে বিবাহ্ করাঃ

কোন মহিলাকে বিবাহ্ করার পর সে স্ত্রী থাকাবস্থায় তার আপন খালা অথবা ফুফীকে বিবাহ্ করা হারাম।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ لاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا

(মুসলিম, হাদীস ১৪০৮)

অর্থাৎ কোন মহিলা ও তার (আপন) ফুফীকে এবং কোন মহিলা ও তার (আপন) খালাকে কারোর বিবাহ্ বন্ধনে একত্রিত করা যাবে না।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الأَخِ وَ لاَ ابْنَةُ الأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ

(মুসলিম, হাদীস ১৪০৮)

অর্থাৎ ফুফীকে তার ভাতিজির উপর এবং বোনঝিকে তার খালার উপর বিবাহ্ করা যাবে না।

১৬২. রামাযান বা কুরবানের ঈদের দিনে রোযা রাখাঃ

রামাযান বা কুরবানের ঈদের দিনে রোযা রাখা হারাম।

হযরত আবু 'উবাইদ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আমি হযরত 'উমর ﵁ এর সাথে ঈদের নামায পড়ার জন্য উপস্থিত হলাম। তিনি নামায শেষে খুতবায় দাঁড়িয়ে বললেনঃ

إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ ، وَالآخَرُ: يَوْمٌ تَأْكُلُوْنَ فِيْهِ مِنْ نُسُكِكُمْ

(মুসলিম, হাদীস ১১৩৭)

অর্থাৎ এ দু' দিন রাসূল ﷺ রোযা থাকতে নিষেধ করেছেন। এক দিন হচ্ছে যে দিন তোমরা রামাযানের রোযা শেষ করবে। আরেক দিন হচ্ছে যে দিন তোমরা কুরবানীর গোস্ত খাবে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্, আবু সা'ঈদ্ ও হযরত 'আয়িশা ﵃ থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الأَضْحَى وَ يَوْمِ الْفِطْرِ

(মুসলিম, হাদীস ৮২৭, ১১৩৮, ১১৪০)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ দু' দিন রোযা থাকতে নিষেধ করেছেনঃ কুরবানীর ঈদের দিন ও রামাযানের ঈদের দিন।

১৬৩. নামাযের ভেতর দো'আ অবস্থায় আকাশের দিকে তাকানোঃ

নামাযের ভেতর দো'আ অবস্থায় আকাশের দিকে তাকানো হারাম।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِيْ الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ

(মুসলিম, হাদীস ৪২৯)

অর্থাৎ নামাযের ভেতর দো'আর সময় আকাশের দিকে দৃষ্টি ক্ষেপণকারীদের সতর্ক হওয়া উচিত তারা যেন তা দ্বিতীয়বার না করে। অন্যথায় তাদের দৃষ্টি হৃত-লুণ্ঠিত হবে।

১৬৪. বংশ নিয়ে অন্যের সাথে গর্ব করাঃ

বংশ নিয়ে অন্যের সাথে গর্ব করা হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

হযরত আবু মালিক আশ্'আরী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَرْبَعٌ فِيْ أُمَّتِيْ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، لاَ يَتْرُكُوْنَهُنَّ: الْفَخْرُ فِيْ الأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِيْ الْأَنْسَابِ، وَ الاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُوْمِ، وَ النِّيَاحَةُ

(মুসলিম, হাদীস ৯৩৪ 'হা-কিম : ১/৩৮৩ ত্বাবারানি/কাবীর, হাদীস ৩৪২৫, ৩৪২৬ বায়হাক্বী : ৪/৬৩ বাগাওয়ী, হাদীস ১৫৩৩ ইব্নু আবী শাইবাহ্ : ৩/৩৯০ আহ্মাদ্ : ৫/৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪ 'আব্দুর রায্যাক : ৩/৬৬৮৬)

অর্থাৎ আমার উম্মতের মাঝে জাহিলী যুগের চারটি কাজ চালু থাকবে। তারা তা কখনোই ছাড়বে না। বংশ নিয়ে গৌরব, অন্যের বংশে আঘাত, কোন কোন নক্ষত্রের উদয়াস্তের কারণে বৃষ্টি হয় বলে বিশ্বাস এবং বিলাপ।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُوْنَ بِآبَائِهِمْ الَّذِيْنَ مَاتُوْا، إِنَّمَا هُمْ فَحْمُ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُوْنُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللهِ مِنَ الْجُعْلِ الَّذِيْ يُدَهْدِهُ الْخِرَاءَ بِأَنْفِه، إِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَ فَخْرَهَا بِالآبَاءِ، إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ، أَوْ فَاجِرٌ شَقِيٌّ، النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُوْ آدَمَ ، وَ آدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ

(তিরমিযী, হাদীস ৩৯৫৫)

অর্থাৎ নিজেদের মৃত বাপ-দাদাদেরকে নিয়ে গর্বকারীদের সতর্ক হওয়া উচিত তারা যেন তা দ্বিতীয়বার না করে। কারণ, তারা তো মূলতঃ জাহান্নামের কয়লা। অন্যথায় তারা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মলকীটের চাইতেও অধিক মূল্যহীন বলে বিবেচিত হবে। আরে মলকীটের কাজই তো শুধু নাক দিয়ে মলখণ্ড ঠেলে নেয়া। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে জাহিলী যুগের

হঠকারিতা তথা নিজেদের বাপ-দাদাদেরকে নিয়ে গর্ব করা থেকে পবিত্র করেছেন। মূলতঃ মানুষ তো শুধুমাত্র দু' প্রকারঃ মুত্তাকী ঈমানদার অথবা দুর্ভাগা ফাসিক। সকল মানুষই তো আদম সন্তান। আর আদম ﷺ কে তো মাটি থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং এতে একের উপর অন্যের গর্বের কীই বা রয়েছে ?!

১৬৫. কবর বা মাজারের দিকে ফিরে নামায পড়াঃ

কবর বা মাজারের দিকে ফিরে নামায পড়া হারাম।

হযরত আবু মার্সাদ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ وَ لاَ تُصَلُّوْا إِلَيْهَا

(মুসলিম, হাদীস ৯৭২ আবু দাউদ, হাদীস ৩২২৯ ইব্নু খুযাইমাহ্, হাদীস ৭৯৩)

অর্থাৎ তোমরা কবরের উপর বসোনা এবং উহার দিকে ফিরে নামাযও পড়ো না।

হযরত আনাস্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ بَيْنَ الْقُبُوْرِ

(ইব্নু হিব্বান, হাদীস ৩৪৫ আবু ইয়া'লা, হাদীস ২৮৮৮ বায্যার/কাশ্ফুল আস্তার, হাদীস ৪৪১, ৪৪২)

অর্থাৎ নবী ﷺ কবরস্থানে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

১৬৬. শক্ত হওয়া বা পাকার আগে কোন ফল-শস্য বিক্রি করাঃ

শক্ত হওয়া বা পাকার আগে কোন ফল-শস্য বিক্রি করা হারাম।

হযরত জাবির বিন্ 'আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَــرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ، وَ فِيْ رِوَايَةٍ: حَتَّى يَطِيْبَ، وَ فِيْ رِوَايَةٍ: عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ، وَ فِيْ رِوَايَةٍ: حَتَّى تُشْقِهَ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: حَتَّى تُشْقِحَ وَ فِيْ رِوَايَةٍ: وَ تَأْمَنَ الْعَاهَةَ

(মুসলিম, হাদীস ১৫৩৬ স্বা'হীহুল-জা'মি', হাদীস ৬৯২৪)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন কোন ফল বা শস্য বিক্রি করতে যতক্ষণ না তা খাওয়ার উপযুক্ত হয়, পাকে তথা লাল বা হলদে রং ধারণ করে কিংবা তা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কামুক্ত হয়।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ

(মুসলিম, হাদীস ১৫৩৫)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন খেজুর বিক্রি করতে যতক্ষণ না তা লাল বা হলদে রং ধারণ করে এবং শস্য বিক্রি করতে যতক্ষণ না তা সাদা রং ধারণ করে ও নষ্ট হওয়ার আশঙ্কামুক্ত হয়। তিনি তা করতে নিষেধ করেছেন ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কেই।

১৬৭. কুকুরের বিক্রিমূল্য, ব্যভিচারিণীর ব্যভিচারলব্ধ পয়সা অথবা গণকের গণনালব্ধ পয়সা গ্রহণ করাঃ

কুকুরের বিক্রিমূল্য, ব্যভিচারিণীর ব্যভিচারলব্ধ পয়সা অথবা গণকের গণনালব্ধ পয়সা গ্রহণ করা হারাম।

হযরত আবু মাস্'উদ্ আন্সারী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَ حُلْوَانِ الْكَاهِنِ

(মুসলিম, হাদীস ১৫৬৭)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন কুকুরের বিক্রিমূল্য, ব্যভিচারিণীর ব্যভিচারলব্ধ পয়সা এবং গণকের গণনালব্ধ পয়সা গ্রহণ করতে।

হযরত রা'ফি' বিন্ খাদীজ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيْثٌ ، وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيْثٌ ، وَ كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيْثٌ

(মুসলিম, হাদীস ১৫৬৮)

অর্থাৎ কুকুরের বিক্রিলব্ধ পয়সা নিকৃষ্ট, ব্যভিচারিণীর ব্যভিচারলব্ধ পয়সা এবং কারোর শরীর থেকে দূষিত রক্ত বের করে উপার্জিত পয়সা নিকৃষ্ট।

তবে পরবর্তীতে কারোর শরীর থেকে দূষিত রক্ত বের করে উপার্জিত পয়সাগুলো হালাল করে দেয়া হয়। রাসূল ﷺ একদা জনৈক দূষিত রক্ত বেরকারী গোলামকে তাঁর দূষিত রক্ত বের করার কাজ শেষে উক্ত কর্মের পয়সাগুলো দিয়ে দেন এবং তার জন্য টেক্স কমানোর সুপারিশ করেন।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

حَجَمَ النَّبِيَّ ﷺ عَبْدٌ لِبَنِيْ بَيَاضَةَ ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ أَجْرَهُ، وَ كَلَّمَ سَيِّدَهُ فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيْبَتِهِ ، وَ لَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ ﷺ

(মুসলিম, হাদীস ১২০২)

অর্থাৎ একদা বানী বায়াযা গোত্রের জনৈক গোলাম নবী ﷺ এর দূষিত রক্ত বের করে দিলে তিনি তাকে তার প্রাপ্য দিয়ে দেন এবং তার মালিকের সাথে কথা বলে তার টেক্স কমিয়ে দেন। যদি দূষিত রক্ত বেরকারীর উক্ত পয়সাগুলো হারাম হতো তা হলে নবী ﷺ তাকে তা দিতেন না।

১৬৮. তিনটি বিশেষ সময়ে নফল নামায পড়া ও মৃত ব্যক্তিকে দাফন করাঃ

তিনটি বিশেষ সময়ে নফল নামায পড়া ও মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা হারাম।

হযরত 'উক্ববাহ্ বিন্ 'আমির জুহানী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

ثَلَاثُ سَاعَات كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا ، حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ ، وَ حِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتَّى تَمِيْلَ الشَّمْسُ ، وَ حِيْنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتَّى تَغْرُبَ

(মুসলিম, হাদীস ৮৩১)

অর্থাৎ তিনটি সময় এমন যে, রাসূল ﷺ আমাদেরকে সে সময়গুলোতে নামায পড়তে অথবা মৃত ব্যক্তিকে দাফন করতে নিষেধ করেছেন। সূর্য উঠার সময় যতক্ষণ না তা পূর্ণভাবে উঠে যায়। ঠিক দুপুর বেলায় যতক্ষণ না তা মধ্যাকাশ থেকে সরে যায়। সূর্য ডুবার সময় যতক্ষণ না তা সম্পূর্ণরূপে ডুবে যায়।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوْا الصَّلَاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَ إِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوْا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيْبَ

(বুখারী, হাদীস ৫৮৩)

অর্থাৎ যখন সূর্যের কিয়দংশ উদিত হয় তখন নামায পড়তে একটু দেরি করো যতক্ষণ না সূর্য সম্পূর্ণরূপে উঠে যায় এবং যখন সূর্যের কিয়দংশ ডুবে যায় তখন নামায পড়তে একটু দেরি করো যতক্ষণ না সূর্য সম্পূর্ণরূপে ডুবে যায়।

১৬৯. ঋণ ও বিক্রি, এক চুক্তিতে দু' বিক্রি, মূলের দায়-দায়িত্ব নেয়া ছাড়া তা থেকে লাভ গ্রহণ এবং নিজের কাছে নেই এমন জিনিস বিক্রি করাঃ

ঋণ ও বিক্রি, এক চুক্তিতে দু' বিক্রি, মূলের দায়-দায়িত্ব নেয়া ছাড়া তা থেকে লাভ গ্রহণ এবং নিজের কাছে নেই এমন জিনিস বিক্রি করা হারাম।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ব (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ হযরত 'আত্তাব বিন্ আসীদ্ ﷺ কে মক্কায় পাঠানোর সময় বলেনঃ

أَتَدْرِيْ إِلَى أَيْنَ أَبْعَثُكَ؟ إِلَى أَهْلِ اللهِ، وَ هُمْ أَهْلُ مَكَّةَ، فَانْهَهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَ عَنْ شَرْطَيْنِ فِيْ بَيْعٍ ، وَ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، وَ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

(সিল্সিলাতুল্-আ'হাদীসিস্-স্বা'হী'হাহ্, হাদীস ১২১২)

অর্থাৎ তুমি কি জানো, আমি তোমাকে কোথায় পাঠাচ্ছি ? আল্লাহ্ তা'আলার ঘরের নিকট অবস্থানকারীদের কাছে তথা মক্কার অধিবাসীদের নিকট। তুমি তাদেরকে চার জাতীয় বেচা-বিক্রি থেকে নিষেধ করবেঃ বিক্রি ও ঋণ, দু' শর্তে বিক্রি, মূলের দায়-দায়িত্ব নেয়া ছাড়া তা থেকে লাভ গ্রহণ এবং নিজের কাছে নেই এমন জিনিস বিক্রি।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ব (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَ بَيْعٌ ، وَ لاَ شَرْطَانِ فِيْ بَيْعٍ ، وَ لاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، وَ لاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

(তিরমিযী, হাদীস ১২৩৪ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২২১৮)

অর্থাৎ কোনভাবেই হালাল হবে না ঋণ ও বিক্রি, দু' শর্তে বিক্রি, মূলের দায়-দায়িত্ব নেয়া ছাড়া তা থেকে লাভ গ্রহণ এবং নিজের কাছে নেই এমন জিনিস বিক্রি।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِيْ بَيْعَةٍ

(তিরমিযী, হাদীস ১২৩১)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ এক চুক্তিতে দু' বিক্রি নিষেধ করেছেন।

হযরত 'হাকীম বিন্ 'হিযাম رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ এর নিকট এসে বললামঃ কখনো কখনো এমন হয় যে, জনৈক ব্যক্তি আমার নিকট থেকে এমন জিনিস ক্রয় করতে চায় যা আমার নিকট নেই। তা এভাবে যে, আমি মার্কেট থেকে তা ক্রয় করে তার কাছে বিক্রি করবো। তখন রাসূল ﷺ আমাকে বললেনঃ

لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

(তিরমিযী, হাদীস ১২৩২ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২২১৭)

অর্থাৎ তোমার কাছে নেই এমন জিনিস বিক্রি করো না।

ঋণ ও বিক্রি মানে আপনি এমন বললেন যে, আমি তোমার নিকট এ সাইকেলটি বিক্রি করলাম এ শর্তে যে, তুমি আমাকে এক হাজার টাকা ঋণ দিবে। এতে ঋণের মাধ্যমে লাভ গ্রহণ করা হয় যা হারাম।

দু' শর্তে বিক্রি তথা এক চুক্তিতে দু' বিক্রি মানে আপনি এমন বললেন যে, আমি এ কাপড়টি তোমার নিকট নগদে এক শ' এবং বাকিতে দু' শ' টাকায় বিক্রি করলাম অথবা এমন বললেন যে, আমি এ কাপড়টি তোমার নিকট এক মাসে টাকা পরিশোধের শর্তে এক শ' টাকা এবং দু' মাসে টাকা পরিশোধের শর্তে দু' শ' টাকায় বিক্রি করলাম।

মূলের দায়-দায়িত্ব নেয়া ছাড়া তা থেকে লাভ গ্রহণ মানে আপনি কারোর থেকে কোন পণ্য খরিদ করে তা অধিকারে আনার পূর্বেই অন্যের নিকট তা কিছু লাভের ভিত্তিতে বিক্রি করে দিলেন। তখন আপনি উক্ত পণ্যের দায়-দায়িত্ব না নিয়েই তা থেকে লাভ গ্রহণ করলেন। কারণ, উক্ত পণ্যের দায়-দায়িত্ব তো এখনো প্রথম বিক্রেতার উপর।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

(স্বা'হী'হুল-জা'মি', হাদীস ৩৪২)

অর্থাৎ যখন তুমি কোন পণ্য খরিদ করো তখন তা বিক্রি করবে না যতক্ষণ না তা অধিকারে আনো।

নিজের কাছে নেই এমন জিনিস বিক্রি করা মানে কোন গরু বা মহিষ পালিয়ে গিয়েছে ; অথচ আপনি তা বিক্রি করে দিয়েছেন। কোন জমিন আপনার দখলে নেই তথা যা আপনার হাত ছাড়া ; অথচ আপনি তা বিক্রি করে দিয়েছেন।

১৭০. কাউকে কিছু দান করে তা আবার ফেরত নেয়াঃ

কাউকে কিছু দান করে তা আবার ফেরত নেয়া হারাম।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর ও হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ ﵄ থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُّعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيْهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِيْ وَلَدَهُ ، وَ مَثَلُ الَّذِيْ يُعْطِيْ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فِيْ قَيْئِه

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৫৩৯ নাসায়ী, হাদীস ৩৬৯২ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৪০৬, ২৪০৭, ২৪১৩, ২৪১৪, ২৪১৫)

অর্থাৎ কারোর জন্য হালাল হবে না যে, সে কোন কিছু দান করে তা আবার ফেরত নিবে। তবে পিতা কোন কিছু নিজ সন্তানকে দিয়ে তা আবার ফেরত নিতে পারে। যে ব্যক্তি কোন কিছু দান করে তা আবার ফেরত নেয় তার দৃষ্টান্ত সে কুকুরের ন্যায় যে পেট ভরে খেয়ে বমি করে দেয়। অতঃপর সে বমিগুলো আবার নিজে খায়।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السُّوْءِ ؛ الْعَائِدُ فِيْ هِبَتِه كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِيْ قَيْئِه

(তিরমিযী, হাদীস ১২৯৮ নাসায়ী, হাদীস ৩৭০১)

অর্থাৎ আমাদের জন্য নিকৃষ্ট কোন দৃষ্টান্ত নেই, যেহেতু আমরা মু'মিন। যে ব্যক্তি কোন কিছু দান করে তা আবার ফেরত নেয় তার দৃষ্টান্ত সেই কুকুরের ন্যায় যে বমি করে তা আবার নিজে খায়।

কেউ কারোর কাছ থেকে নিজ দান ফেরত নিতে চাইলে সে হুবহু তাই ফেরত নিবে যা সে দান করেছে। এর চাইতে এতটুকুও সে আর বেশি নিতে পারবে না। যদিও তা তার দানেরই ফলাফল হোক না কেন।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَثَلُ الَّذِيْ يَسْتَرِدُّ مَا وَهَبَ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيْءُ فَيَأْكُلُ قَيْئَهُ ، فَإِذَا اسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ فَلْيُوَقَّفْ فَلْيُعَرَّفْ بِمَا اسْتَرَدَّ ثُمَّ لِيُدْفَعْ إِلَيْهِ مَا وَهَبَ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৫৪০)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন কিছু দান করে তা আবার ফেরত নেয় তার দৃষ্টান্ত সে কুকুরের ন্যায় যে বমি করে তা আবার নিজে খায়। যদি কোন ব্যক্তি কাউকে কোন কিছু দান করে সে আবার তা ফেরত নেয় তা হলে তাকে সেখানেই দাঁড় করিয়ে সে যা ফেরত নিয়েছে তা যেন তাকে বুঝিয়ে দেয়া হয় এবং তাকে তাই দেয়া হয় যা সে দান করেছে।

১৭১. স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোন মহিলার নফল রোযা রাখা অথবা তার ঘরে কাউকে ঢুকতে দেয়াঃ

স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোন মহিলার নফল রোযা রাখা অথবা তার ঘরে কাউকে ঢুকতে দেয়া হারাম।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ وَ زَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِه، وَ لاَ تَأْذَنُ فِيْ بَيْتِه إِلاَّ بِإِذْنِه، وَ مَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِه فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْه شَطْرُهُ

(বুখারী, হাদীস ৫১৯৫ মুসলিম, হাদীস ১০২৬)

অর্থাৎ কোন মহিলার জন্য জায়িয হবে না তার স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া কোন নফল রোযা রাখা এবং তার অনুমতি ছাড়া তার ঘরে কাউকে ঢুকতে দেয়া। কোন মহিলা তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার কোন সম্পদ ব্যয় করলে তার অর্ধেক তাকে ফেরত দিতে হবে।

১৭২. সতিনের তালাক অথবা কারোর কাছে বিবাহ্ বসার জন্য তার পূর্বের স্ত্রীর তালাক চাওয়াঃ

সতিনের তালাক অথবা কারোর কাছে বিবাহ্ বসার জন্য তার পূর্বের স্ত্রীর তালাক চাওয়া হারাম।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ، وَ فِيْ رِوَايَةٍ: لاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ الْأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ مَا فِيْ إِنَائِهَا

(বুখারী, হাদীস ৫১৫২ মুসলিম, হাদীস ১৪১৩)

অর্থাৎ কোন মহিলার জন্য হালাল হবে না তার কোন মুসলিম বোনের তালাক চাওয়া যাতে করে তার স্বামীর ভাগটুকু পুরোপুরি নিজের আয়ত্বে এসে যায়। কারণ, সে তো তাই পাবে যা তার ভাগ্যে লেখা আছে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, কোন মহিলা যেন অন্য মহিলার তালাক না চায় যাতে করে তার স্বামীর ভাগটুকু পুরোপুরি নিজের আয়ত্বে এসে যায়।

১৭৩. কাফিরদের সাথে যে কোনভাবে মিল ও সাদৃশ্য বজায় রাখাঃ

কাফিরদের সাথে যে কোনভাবে মিল ও সাদৃশ্য বজায় রাখা হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَ مَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ، وَلاَ يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ، وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُوْنَ ﴾

('হাদীদ : ১৬)

অর্থাৎ মু'মিনদের কি এখনো আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ ও অবতীর্ণ অহীর সত্য বাণী শুনে অন্তর বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি ?! উপরন্তু তারা যেন পূর্বেকার আহ্লে কিতাবদের মতো না হয় বহুকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর যাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে পড়েছিলো। মূলতঃ তাদের অধিকাংশই তো ফাসিক।

উক্ত আয়াতে যদিও তাদের ন্যায় অন্তরকে কঠিন বানাতে নিষেধ করা হয়েছে যা একমাত্র গুনাহ্'রই কুফল তবুও যে কোনভাবে তাদের সাথে সাদৃশ্য বজায় রাখাও শরীয়তে নিষিদ্ধ। যা বিপুল সংখ্যক হাদীস ভাণ্ডার কর্তৃক প্রমাণিত। যার কিয়দংশ বিষয় ভিত্তিক নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

নামায সংক্রান্তঃ

হযরত শাদ্দাদ্ বিন্ আউস্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

خَالِفُوْا الْيَهُوْدَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُصَلُّوْنَ فِيْ نِعَالِهِمْ وَ لاَ خِفَافِهِمْ

(আবু দাউদ, হাদীস ৬৫২)

অর্থাৎ ইহুদিদের বিপরীত করো। (অতএব জুতো পরে নামায পড়ো।) কারণ, ইহুদিরা জুতো ও মোজা পরে নামায পড়ে না।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَتَّــزِرْ بِهِ ، وَ لاَ يَشْتَمِلْ اشْتِمَالَ الْيَهُوْدِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৬৩৫)

অর্থাৎ কারোর দু'টি কাপড় থাকলে সে যেন উভয়টি পরেই নামায পড়ে। আর যদি কারোর একটি মাত্র কাপড় থাকে তা হলে সে যেন কাপড়টিকে নিম্ন বসন হিসেবেই পরিধান করে। ইহুদিদের মতো সে যেন কাপড়টিকে পুরো শরীর পেঁচিয়ে না পরে।

রোযা সংক্রান্তঃ

হযরত বশীর খাস্বাস্বিয়াহ্ ﷛ এর স্ত্রী হযরত লাইলা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি দু' দিন লাগাতার রোযা রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার স্বামী বশীর তা আমাকে করতে দেয়নি। বরং তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ এমন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেনঃ

إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ النَّصَارَى، صُوْمُوْا كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ، وَ أَتِمُّوْا الصَّوْمَ كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ، ﴿ وَ أَتِمُّوْا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ فَأَفْطِرُوْا

(আহ্মাদ্ ৫/২২৫)

অর্থাৎ এমন কাজ তো খ্রিস্টানরাই করে। তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মোতাবিক রোযা রাখবে এবং তাঁর নির্দেশ মোতাবিকই তা সম্পূর্ণ করবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা সম্পূর্ণ করো। সুতরাং রাত আসলেই তোমরা ইফতার করে ফেলবে।

হজ্জ সংক্রান্তঃ

হযরত 'আমর বিন্ মাইমূন (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা হযরত 'উমর ﷛ মুয্দালিফায় ফজরের নামায শেষে দাঁড়িয়ে বললেনঃ

إِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ كَانُوْا لاَ يُفِيْضُوْنَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ عَلَى ثَبِيْرَ ، وَيَقُوْلُوْنَ: أَشْرِقْ ثَبِيْرُ (كَيْمَا نُغِيْرُ) ، فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ

(বুখারী, হাদীস ১৬৮৪, ৩৮৩৮)

অর্থাৎ মুশ্রিকরা মুয্দালিফাহ্ থেকে রওয়ানা করতো না যতক্ষণ না সাবীর পাহাড়ের উপর সূর্য উদিত হতো। তারা বলতোঃ হে সাবীর পাহাড়! তুমি সকালে উপনীত হও যাতে আমরা রওয়ানা করতে পারি। তখন রাসূল ﷺ তাদের বিরোধিতা করেই সূর্যোদয়ের পূর্বে রওয়ানা করেন।

কবর সংক্রান্তঃ

হযরত জারীর বিন্ আব্দুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

اللَّحْدُ لَنَا وَ الشَّقُّ لِأَهْلِ الْكِتَابِ

(আহ্মাদ্ ৪/৩৬৩)

অর্থাৎ লাহ্দ্ তথা এক সাইড ঢালু করা কবর আমাদের জন্য আর মধ্যভাগ গর্ত করা কবর আহ্লে কিতাবদের জন্য।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

اللَّحْدُ لَنَا وَ الشَّقُّ لِغَيْرِنَا

(আবু দাউদ, হাদীস ৩২০৮ তিরমিযী, হাদীস ১০৪৫)

অর্থাৎ লাহ্দ্ তথা এক সাইড ঢালু করা কবর আমাদের জন্য আর মধ্যভাগ গর্ত করা কবর অন্যদের জন্য।

হযরত জুন্দাব্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি নবী ﷺ কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেনঃ

أَلاَ وَ إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَ صَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوْا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ ، إِنِّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ

(মুসলিম, হাদীস ৫৩২)

অর্থাৎ তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা নিজ নবী ও ওলী-বুযুর্গদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিতো। সাবধান! তোমরা কবরকে মসজিদ বানিও না। আমি তোমাদেরকে এ ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করছি।

পোশাক ও সাজ-সজ্জা সংক্রান্তঃ

হযরত 'হুযাইফাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَشْرَبُوْا فِيْ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ، وَ لاَ تَلْبَسُوْا الدِّيْبَاجَ وَ الْحَرِيْرَ، فَإِنَّهُ لَهُمْ فِيْ الدُّنْيَا وَ هُوَ لَكُمْ فِيْ الآخِرَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(মুসলিম, হাদীস ২০৬৭)

অর্থাৎ তোমরা সোনা ও রুপার পেয়ালায় কোন কিছু পান করো না এবং মোটা ও পাতলা সিল্কের কাপড় পরিধান করো না। কারণ, তা তো দুনিয়াতে কাফিরদের জন্য এবং তোমাদের জন্য আখিরাতে কিয়ামতের দিনে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ব (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

رَأَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ، فَلاَ تَلْبَسْهَا ، قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا؟ قَالَ: بَلْ أَحْرِقْهُمَا

(মুসলিম, হাদীস ২০৭৭)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ আমার গায়ে দু'টি 'উস্বফুর নামী উদ্ভিদ থেকে সংগৃহীত লাল-হলুদ রঙে রঙানো কাপড় দেখে বললেনঃ এগুলো কাফিরদের পোশাক। সুতরাং তুমি তা পরো না। আমি বললামঃ আমি কি কাপড় দু'টি ধুয়ে ফেলবো? তিনি বললেনঃ না, বরং কাপড় দু'টি পুড়ে ফেলবে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الْيَهُوْدَ وَ النَّصَارَى لاَ يَصْبُغُوْنَ ؛ فَخَالِفُوْهُمْ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪২০৩)

অর্থাৎ ইহুদী ও খ্রিস্টানরা (মাথার চুল বা দাঁড়ি) কালার করে না। সুতরাং তোমরা তাদের বিপরীত করবে তথা কালার করবে।

অভ্যাস ও আচরণ সংক্রান্তঃ

হযরত 'আমর বিন্ শু'আইব তাঁর পিতা থেকে তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لاَ تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ وَ لاَ بِالنَّصَارَى؛ فَإِنَّ تَسْلِيْمَ الْيَهُوْدِ الإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ، وَ تَسْلِيْمَ النَّصَارَى الإِشَارَةُ بِالأَكُفِّ

(তিরমিযী, হাদীস ২৬৯৫)

অর্থাৎ সে আমার উম্মত নয় যে অমুসলিমদের সাথে কোনভাবে সাদৃশ্য বজায় রাখলো। তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে কোনভাবে সাদৃশ্য বজায় রাখো না। কারণ, ইহুদিরা সালাম দেয় আঙ্গুলের ইশারায়। আর খ্রিস্টানরা সালাম দেয় হাতের ইশারায়।

এ ছাড়াও যে কোনভাবে কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য বজায় রাখা শরীয়তে নিষিদ্ধ।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪০৩১)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন জাতির সাথে যে কোনভাবে সাদৃশ্য বজায় রাখলো সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

১৭৪. কোন অন্ধকে পথভ্রষ্ট করাঃ

কোন অন্ধকে পথভ্রষ্ট করা হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَعَنَ اللهُ مَنْ كَمَّهَ أَعْمَى عَنِ السَّبِيْلِ ، وَ فِيْ رِوَايَةٍ: مَلْعُوْنٌ مَنْ كَمَّهَ أَعْمَى عَنْ طَرِيْقٍ

(আহ্মাদ্ ১/২১৭ আবু ইয়া'লা, হাদীস ২৫২১ ইব্নু হিব্বান, হাদীস ৪৪১৭ 'হাকিম ৪/৩৫৬ ত্বাবারানী/কাবীর, হাদীস ১১৫৪৬ বায়হাক্বী ৮/২৩১)

অর্থাৎ আল্লাহ্'র লা'নত সেই ব্যক্তির উপর যে কোন অন্ধকে পথভ্রষ্ট করে।

১৭৫. কোন পশুর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়াঃ

কোন পশুর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَعَنَ اللهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيْمَةٍ

(আহ্মাদ্ ১/২১৭ আবু ইয়া'লা, হাদীস ২৫২১ ইব্নু হিব্বান, হাদীস ৪৪১৭ 'হাকিম ৪/৩৫৬ ত্বাবারানী/কাবীর, হাদীস ১১৫৪৬ বায়হাক্বী ৮/২৩১)

অর্থাৎ আল্লাহ্'র লা'নত সেই ব্যক্তির উপর যে কোন পশুর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَتَى بَهِيْمَةً فَاقْتُلُوْهُ وَ اقْتُلُوْهَا مَعَهُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৪৪৬)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন পশুর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হলো তাকে হত্যা করো এবং তার সাথে সেই পশুটিকেও।

১৭৬. মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধি লাভের জন্য যে কোন উন্নত মানের পোশাক পরিধান করাঃ

মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধি লাভের জন্য যে কোন উন্নত মানের পোশাক পরিধান করা হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ ، ثُمَّ تُلَهَّبُ فِيْهِ النَّارُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪০২৯)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধি লাভের জন্য যে কোন উন্নত মানের পোশাক পরিধান করলো আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে সে জাতীয় পোশাকই পরাবেন। অতঃপর তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হবে।

১৭৭. কারোর বিক্রির উপর অন্যের বিক্রি অথবা কারোর বিবাহের প্রস্তাবের উপর অন্যের প্রস্তাবঃ

কারোর বিক্রির উপর অন্যের বিক্রি অথবা কারোর বিবাহের প্রস্তাবের উপর অন্যের প্রস্তাব হারাম।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ ، وَ لاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

(মুসলিম, হাদীস ১৪১২)

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাইয়ের বিক্রির উপর দ্বিতীয় বিক্রি করবে না এবং কোন ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর দ্বিতীয় প্রস্তাব দিবে না যতক্ষণ না তাকে পূর্ব ব্যক্তি উক্ত কাজের অনুমতি দেয়।

হযরত 'উক্ববাহ্ বিন্ 'আমির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الْمُؤْمِنُ أَخُوْ الْمُؤْمِنِ ، فَلاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ ، وَ لاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَذَرَ

(মুসলিম, হাদীস ১৪১৪)

অর্থাৎ মু'মিন তো মু'মিনেরই ভাই। সুতরাং কোন মু'মিনের জন্য হালাল হবে না তার অন্য কোন মু'মিন ভাইয়ের বিক্রির উপর দ্বিতীয় বিক্রি করা এবং তার অন্য কোন মু'মিন ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর দ্বিতীয় প্রস্তাব দেয়া যতক্ষণ না সে উক্ত বিক্রি বা বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেয়।

১৭৮. মদীনার হারাম এলাকার কোন গাছ কাটা, শিকার তাড়ানো এবং তাতে কোন বিদ্'আত করাঃ

মদীনার হারাম এলাকার কোন গাছ কাটা, শিকার তাড়ানো এবং তাতে কোন বিদ্'আত করা হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

হযরত 'আলী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الْمَدِيْنَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرَ إِلَى ثَوْرٍ ، لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمَنْ أَشَادَ بِهَا ، وَلاَ يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيْهَا السِّلاَحَ لِقِتَالٍ، وَ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلاَّ أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيْرَهُ

(আবু দাউদ, হাদীস ২০৩৪, ২০৩৫)

অর্থাৎ মদীনার 'আয়ির পাহাড় থেকে সাউর পাহাড় পর্যন্ত হারাম এলাকা। সেখানকার (কারোর কোন পরিশ্রম ছাড়া নিজে জন্মানো) কোন উদ্ভিদ কাটা যাবে না, কোন শিকার তাড়ানো যাবে না, কোন হারানো জিনিস উঠানো যাবে না। তবে কোন ব্যক্তি যদি তা প্রচার বা বিজ্ঞপ্তির উদ্দেশ্যে উঠায় তা হলে তাতে কোন অসুবিধে নেই। সেখানে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে কারোর জন্য অস্ত্র বহন করাও জায়িয নয়। তেমনিভাবে সেখানকার কোন গাছ কাটাও জায়িয নয়। তবে কোন ব্যক্তি যদি তার উটকে ঘাস খাওয়াতে চায় তা হলে তাতে কোন অসুবিধে নেই।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

الْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَ الْمَلاَئِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً

(মুসলিম, হাদীস ১৩৭০ আবু দাউদ, হাদীস ২০৩৪)

অর্থাৎ মদীনার 'আইর পাহাড় থেকে সাউর পাহাড় পর্যন্ত হারাম এলাকা। কেউ তাতে কোন বিদ্'আত করলে অথবা কোন বিদ্'আতীকে আশ্রয় দিলে

তার উপর আল্লাহ্ তা'আলা, সকল ফিরিশ্তা ও সকল মানুষের লা'নত পতিত হবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তার কোন ফরয ও নফল ইবাদত গ্রহণ করবেন না।

হযরত 'আস্বিম আল-আ'হ্ওয়াল (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি একদা হযরত আনাস্ ﵁ কে জিজ্ঞাসা করলামঃ রাসূল ﷺ কি মদীনা শরীফকে হারাম করেছেন ? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, তা হারাম।

لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَ الْمَلاَئِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِيْنَ

(মুসলিম, হাদীস ১৩৬৭)

অর্থাৎ সেখানকার (কারোর কোন পরিশ্রম ছাড়া নিজে জন্মানো) কোন উদ্ভিদ কাটা যাবে না। কেউ কাটলে তার উপর আল্লাহ্ তা'আলা, সকল ফিরিশ্তা ও সকল মানুষের লা'নত পতিত হবে।

কেউ কাউকে তাতে গাছ কাটা অথবা শিকার করা অবস্থায় ধরতে পারলে তার জন্য উক্ত ব্যক্তির সাথে থাকা সকল বস্তু ছিনিয়ে নেয়া হালাল হবে।

হযরত সুলাইমান বিন্ আবু আব্দুল্লাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি হযরত সা'দ্ বিন্ আবী ওয়াক্বাস্ ﵁ কে মদীনার হারাম এলাকায় শিকাররত জনৈক গোলামকে ধরে তার সকল পোশাক-পরিচ্ছদ ছিনিয়ে নিতে দেখেছি। অতঃপর তার মালিক পক্ষ হযরত সা'দ্ ﵁ এর সাথে এ ব্যাপারে কথা বললে তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ এ হারাম এলাকাকে হারাম করে দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেনঃ

مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيْدُ فِيْهِ فَلْيَسْلُبْهُ ثِيَابَهُ

(আবু দাউদ, হাদীস ২০৩৭)

অর্থাৎ কেউ কাউকে এ হারাম এলাকায় শিকাররত অবস্থায় ধরতে পারলে সে যেন তার সকল পোশাক-পরিচ্ছদ ছিনিয়ে নেয়।

হযরত সা'দ্ ﵁ বলেনঃ সুতরাং রাসূল ﷺ যা আমার জন্য হালাল করেছেন

তা আমি ফেরত দেবো না। তবে তোমরা চাইলে আমি এর মূল্য পরিশোধ করতে পারি।

হযরত সা'দ্ ﷺ এর গোলাম থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা হযরত সা'দ্ ﷺ মদীনার কিছু গোলামকে হারাম এলাকার গাছ কাটতে দেখেন। অতঃপর তিনি তাদের আসবাবপত্র ছিনিয়ে নেন। এ ব্যাপারে তাদের মালিক পক্ষ তাঁর সাথে কথা বললে তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে মদীনার যে কোন গাছ কাটতে নিষেধ করতে শুনেছি এবং তিনি বলেনঃ

مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلِمَنْ أَخَذَهُ سَلَبُهُ

(আবু দাউদ, হাদীস ২০৩৮)

অর্থাৎ কেউ কাউকে মদীনার হারাম এলাকার কোন গাছ কাটা অবস্থায় ধরতে পারলে তার সমূহ আসবাবপত্র ছিনিয়ে নেয়ার অধিকার রয়েছে।

১৭৯. ইদ্দত চলাকালীন অবস্থায় কোন মহিলার সাথে সহবাস করাঃ

ইদ্দত চলাকালীন অবস্থায় কোন মহিলার সাথে সহবাস করা হারাম। ইদ্দত বলতে এখানে কাফিরদের সাথে যুদ্ধকালীন সময়ে কোন বিবাহিতা বান্দিকে ধরে আনার পর তার একটি ঋতুস্রাব অতিক্রম করা অথবা তার পেটে বাচ্চা থাকলে তার বাচ্চাটি প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাকে বুঝানো হয়।

হযরত রুওয়াইফি' বিন্ সাবিত আন্সারী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে 'হুনাইন যুদ্ধের সময় বলতে শুনেছি তিনি বলেনঃ

لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، وَ لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْـــرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ ، لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَبِيْعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ

(আবু দাউদ, হাদীস ২১৫৮, ২১৫৯)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তির জন্য হালাল হবে না অন্যের ক্ষেতে নিজের পানি সেচ দেয়া তথা গর্ভবতীর সাথে সহবাস করা। তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তির জন্য হালাল হবে না কাফিরদের সাথে যুদ্ধলব্ধ কোন বান্দির সাথে সহবাস করা যতক্ষণ না একটি ঋতুস্রাব অতিক্রম করে তার জরায়ু খালি থাকা নিশ্চিত হওয়া যায়। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তির জন্য হালাল হবে না বন্টনের পূর্বে কোন যুদ্ধলব্ধ মাল বিক্রি করা।

১৮০. সাম্প্রদায়িকতা অথবা জাতীয়তাবাদকে উৎসাহিত করে এমন কথা বলাঃ

সাম্প্রদায়িকতা অথবা জাতীয়তাবাদকে উৎসাহিত করে এমন কথা বলা হারাম। মূলতঃ মুনাফিকরাই এ জাতীয় কর্মকাণ্ডে উসকানি দিয়ে থাকে।

হযরত জাবির বিন্ 'আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমরা একদা নবী ﷺ এর সাথে এক যুদ্ধে ছিলাম। তখন জনৈক মুহাজির ছেলে জনৈক আন্সারী ছেলের সাথে দ্বন্দ্ব করে তার পাছায় আঘাত করে। তখন আন্সারী ছেলেটি এ বলে ডাক দিলোঃ হে আন্সারীরা! তোমরা কোথায়? তোমরা আমার সহযোগিতা করো। এ আমাকে মেরে ফেলছে। মুহাজির ছেলেটি বললোঃ হে মুহাজিররা! তোমরা কোথায় ? তোমরা আমার সহযোগিতা করো। এ আমাকে মেরে ফেলছে। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ এ কি ? জাহিলী যুগের ডাক শুনা যাচ্ছে কেন ? সাহাবাগণ রাসূল ﷺ কে উক্ত ব্যাপারটি জানালে তিনি বলেনঃ

دَعُوْهَا ، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ ، وَ فِيْ رِوَايَةٍ: فَلاَ بَأْسَ ، وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا ، إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ ، فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ ، وَ إِنْ كَانَ مَظْلُوْمًا فَلْيَنْصُرْهُ

(বুখারী, হাদীস ৪৯০৫, ৪৯০৭ মুসলিম, হাদীস ২৫৮৪)

অর্থাৎ আরে এমন কথা ছাড়ো, এটি একটি বিশ্রী কথা! অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আরে ব্যাপারটি তো সাধারণ, তা হলে এতে কোন অসুবিধে নেই। তবে মনে রাখবে, প্রত্যেক ব্যক্তি যেন তার অন্য মুসলিম ভাইকে সহযোগিতা করে। চাই সে যালিম হোক অথবা মাযলুম। যালিম হলে তাকে যুলুম করতে বাধা দিবে। এটিই হবে তার সহযোগিতা। আর মাযলুম হলে তো তার সহযোগিতা করবেই।

ইতিমধ্যে আব্দুল্লাহ্ বিন্ উবাই কথাটি শুনে বললোঃ আরে তাদেরকে ছাড়া হবে না। তারা এমন করবে কেন ? আমরা মদীনায় পৌঁছুলে এ অধমদেরকে মদীনা থেকে বের করে দেবো। নবী ﷺ এর নিকট কথাটি পৌঁছুলে হযরত 'উমর রাসূল ﷺ কে বললেনঃ আপনি আমাকে একটু সুযোগ দিন। মুনাফিকটির গর্দান উড়িয়ে দেবো। নবী ﷺ বললেনঃ ক্ষান্ত হও, মানুষ বলবেঃ মুহাম্মাদ তার সাথীদেরকে হত্যা করে দিচ্ছে। হযরত জাবির رضي الله عنه বলেনঃ হিজরতের পর মুহাজিররা কম থাকলেও পরবর্তীতে মুহাজিরদের সংখ্যা বেড়ে যায়।

১৮১. ইদ্দত চলা কালীন সময় বিধবা মহিলার শরীয়ত নিষিদ্ধ যে কোন কাজ করাঃ

ইদ্দত চলা কালীন সময় বিধবা মহিলার শরীয়ত নিষিদ্ধ যে কোন কাজ করা হারাম।

হযরত উম্মে 'আত্বিয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا ، وَ لاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَ لاَ تَكْتَحِلُ ، وَ لاَ تَمَسُّ طِيْبًا إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ

(মুসলিম, হাদীস ৯৩৮)

অর্থাৎ কোন মহিলা যেন নিজ স্বামী ছাড়া অন্য কোন মৃতের জন্য তিন দিনের বেশি শোক পালন না করে। তবে স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক পালন করা যাবে। উক্ত শোক পালনের সময় সৌন্দর্য বর্ধক কোন রঙিন কাপড় সে পরিধান করবে না। তবে স্বাভাবিক যে কোন কাপড় সে পরিধান করতে পারবে। রাসূল ﷺ এর যুগে ইয়েমেন থেকে এ জাতীয় কিছু কাপড় তখন আমদানি করা হতো। চোখে সুরমা লাগাবে না। কোন সুগন্ধি সে ব্যবহার করবে না। তবে ঋতুস্রাব থেকে পবিত্রতার পর স্রাবের দুর্গন্ধ দূর করার জন্য এ জাতীয় সামান্য কিছু সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে। রাসূল ﷺ এর যুগে "কুস্ত্ব" ও "আয্ফার" জাতীয় সুগন্ধি উক্ত কাজে ব্যবহৃত হতো।

তিনি আরো বলেনঃ

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلاَ الْمُمَشَّقَةَ وَلاَ الْحُلِــيَّ، وَلاَ تَخْتَضِبُ ، وَلاَ تَكْتَحِلُ

(স্বা'হী'হুল-জা'মি', হাদীস ৬৬৭৭)

অর্থাৎ যে মহিলার স্বামী মৃত্যু বরণ করেছে সে মহিলা 'উস্বফুর নামী উদ্ভিদ থেকে সংগৃহীত লাল-হলুদ রঙে রঙানো কাপড়, লাল মাটিতে রঙানো কাপড় এবং স্বর্ণালঙ্কার পরবে না। হাত পাও রঙাবে না এবং সুরমাও লাগাবে না।

১৮২. হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা, দালালি ও কারোর পেছনে পড়াঃ

হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা, দালালি ও কারোর পেছনে পড়া হারাম।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَحَاسَدُوْا ، وَ لاَ تَنَاجَشُوْا ، وَ لاَ تَبَاغَضُوْا ، وَ لاَ تَدَابَرُوْا ، وَ لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَ كُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا ، الْمُسْلِمُ أَخُوْ الْمُسْلِمِ ، لاَ يَظْلِمُهُ ، وَ لاَ يَخْذُلُهُ ، وَ لاَ يَحْقِرُهُ ، التَّقْوَى هَاهُنَا ، وَ يُشِيْرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ

مَرَّاتٍ ، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَ مَالُهُ وَ عِرْضُهُ

(মুসলিম, হাদীস ২৫৬৪)

অর্থাৎ তোমরা একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ করো না। ক্রয়-বিক্রয়ে দালালি করো না। একে অপরের প্রতি শত্রুতা পোষণ করো না। কারোর পেছনে পড়ো না। কেউ অন্যের বিক্রির উপর দ্বিতীয় বিক্রি করবে না। বরং তোমরা এক আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাহ্ হিসেবে পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে যাও। সত্যিই এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। তাই কোন মুসলিম ভাইয়ের উপর যুলুম করা যাবে না, তাকে বিপদে ফেলে রাখা যাবে না। তাকে কোন ভাবেই হীন মনে করা যাবে না। রাসূল ﷺ নিজের বুকের দিকে তিন বার ইঙ্গিত করে বললেনঃ আল্লাহ্ ভীরুতার স্থান তো এটিই। কারোর খারাপ হওয়ার জন্য এটিই যথেষ্ট যে, সে অন্য মুসলিম ভাইকে হীন মনে করবে। এক মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানের রক্ত, সম্পদ ও ইজ্জত হারাম।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِيَّاكُمْ وَ الظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ ، وَ لاَ تَحَسَّسُوْا ، وَ لاَ تَجَسَّسُوْا ، وَ لاَ تَنَافَسُوْا ، وَ لاَ تَحَاسَدُوْا ، وَ لاَ تَبَاغَضُوْا ، وَ لاَ تَقَاطَعُوْا ، وَلاَ تَدَابَرُوْا ، وَ كُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا

(মুসলিম, হাদীস ২৫৬৩)

অর্থাৎ তোমরা কারোর ব্যাপারে অমূলক ধারণা করো না। কারণ, অমূলক ধারণা মিথ্যা কথারই অন্তর্ভুক্ত। তোমরা গোয়েন্দাগিরি করো না। (দুনিয়ার ব্যাপারে) কারোর সাথে প্রতিযোগিতা করো না। হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা করো না। কারোর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো না। কারোর পেছনে পড়ো না। বরং

তোমরা এক আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাহ্ হিসেবে পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে যাও।

১৮৩. কোন মুহ্রিমের জন্য জামা, পায়জামা, পাগড়ি, টুপি বা মোজা পরিধান করাঃ

কোন মুহ্রিমের (যে ব্যক্তি হজ্জ বা 'উমরাহ্ করার জন্য মিক্বাত থেকে দু'টি সাদা কাপড় পরে ইহ্রামের নিয়্যাত করেছে) জন্য জামা, পায়জামা, পাগড়ি, টুপি ও মোজা পরিধান করা হারাম।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيْصَ ، وَ لاَ الْعِمَامَةَ ، وَ لاَ السَّرَاوِيْلَ ، وَ لاَ الْبُرْنُسَ ، وَ لاَ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَ لاَ وَرْسٌ ، وَ لاَ الْخُفَّيْنِ إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ

(বুখারী, হাদীস ৫৮০৬ মুসলিম, হাদীস ১১৭৭)

অর্থাৎ কোন মুহ্রিম জামা, পাগড়ি, পায়জামা, টুপি এবং এমন কাপড় পরিধান করবে না যাতে জাফরান অথবা ওয়ার্স (সুগন্ধি জাতীয় এক ধরনের উদ্ভিদ) লাগানো হয়েছে। তেমনিভাবে মোজাও পরবে না। তবে কারোর জুতো না থাকলে সে তার মোজা দু' টো গিঁটের নিচ পর্যন্ত কেটে নিবে।

১৮৪. হারাম বস্তু দিয়ে চিকিৎসা করাঃ

হারাম বস্তু দিয়ে চিকিৎসা করাও হারাম।

নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ الدَّاءَ وَ الدَّوَاءَ ، فَتَدَاوَوْا ، وَ لاَ تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

(স্বা'হী'হুল-জা'মি', হাদীস ১৬৩৩)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা রোগ সৃষ্টি করেছেন এবং তার সাথে তার চিকিৎসাও। সুতরাং রোগ হলে তোমরা তার চিকিৎসা করো। তবে হারাম বস্তু দিয়ে চিকিৎসা করো না।

আল্লাহ্ তা'আলা হারাম বস্তুর মধ্যে এ উম্মতের জন্য কোন চিকিৎসাই রাখেনি।

হযরত উম্মে সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

(বাইহাক্বী, হাদীস ১৯৪৬৩ ইব্নু হিব্বান খণ্ড ৪ হাদীস ১৩৯১)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা হারাম বস্তুর মধ্যে তোমাদের জন্য কোন চিকিৎসা রাখেননি।

১৮৫. কোন নির্দোষকে অন্যের দোষে দণ্ডিত করাঃ

কোন নির্দোষকে অন্যের দোষে দণ্ডিত করা হারাম।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ لاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا ، وَ لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرَى ﴾

(আন্'আম : ১৬৪)

অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় কৃতকর্মের জন্য নিজেই দায়ী। কোন পাপীই অন্যের পাপের বোঝা নিজে বহন করবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَ مَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيْئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّ إِثْمًا مُّبِيْنًا ﴾

(নিসা' : ১১২)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজেই কোন অপরাধ বা পাপ করে তা নিরপরাধ কোন ব্যক্তির উপর আরোপ করে তা হলে সে নিজেই উক্ত অপবাদ ও প্রকাশ্য গুনাহ্ বহন করবে।

হযরত 'আমর বিন্ আ'হ্ওয়াস্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে বিদায় হজ্জের দিবসে নিম্নোক্ত কথা বলতে শুনেছি। তিনি বলেনঃ

أَلاَ لاَ يَجْنِيْ جَانٍ إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ ، وَ لاَ يَجْنِيْ وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ ، وَ لاَ مَوْلُـــوْدٌ عَلَى وَالِدِهِ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৭১৯)

অর্থাৎ যে কোন অপরাধী অপরাধের জন্য সে নিজেই দায়ী। অন্য কেউ নয়। অতএব পিতার অপরাধের জন্য সন্তান দায়ী নয়। অনুরূপভাবে সন্তানের অপরাধের জন্য পিতাও দায়ী নন।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، وَ لاَ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيْرَةِ أَبِيْهِ وَ لاَ بِجَرِيْرَةِ أَخِيْهِ

(নাসায়ী, হাদীস ৪১২৯)

অর্থাৎ আমার ইন্তিকালের পর তোমরা কাফির হয়ে যেও না। পরস্পর হত্যাকাণ্ড করো না। কাউকে তার পিতা বা ভাইয়ের দোষে পাকড়াও করা যাবে না।

১৮৬. কোন গুনাহ্'র কাজে মানত করে তা পুরা করাঃ

কোন গুনাহ্'র কাজে মানত করে তা পুরা করা হারাম। তবে এ ক্ষেত্রে তাকে কসমের কাফ্ফারা দিতে হবে।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُّطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩২৮৯ তিরমিযী, হাদীস ১৫২৬ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২১৫৬)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য (ইবাদাত) করবে বলে মানত করেছে সে যেন তাঁর আনুগত্য করে তথা মানত পুরা করে নেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতা তথা গুনাহ্'র কাজ করবে বলে মানত করেছে সে যেন তাঁর অবাধ্য না হয় তথা মানত পুরা না করে।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) আরো বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ نَذْرَ فِيْ مَعْصِيَةٍ ؛ وَ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩২৯০, ৩২৯২ তিরমিযী, হাদীস ১৫২৪, ১৫২৫ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২১৫৫)

অর্থাৎ কোন গুনাহ্'র ব্যাপারে মানত করা চলবে না। তবে কেউ অজ্ঞতাবশতঃ এ জাতীয় মানত করে ফেললে উহার কাফ্ফারা কসমের কাফ্ফারা হিসেবে দিতে হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

النَّذْرُ نَذْرَان : فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَكَفَّارَتُهُ الْوَفَاءُ ، وَ مَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَلاَ وَفَاءَ فِيْهِ ، وَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ

(ইব্নুল জারূদ/মুন্তাক্বা, হাদীস ৯৩৫ বায়হাক্বী ১০/৭২)

অর্থাৎ মানত দু' প্রকার। তার মধ্যে যা হবে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য তার কাফ্ফারা হবে শুধু তা পুরা করা। আর যা হবে শয়তানের জন্য তথা শরীয়ত বিরোধী তা কখনোই পুরা করতে হবে না। তবে সে জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কসমের কাফ্ফারা দিতে হবে।

সুতরাং কেউ যদি তার কোন আত্মীয়ের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে বলে মানত করে কিংবা কোন ওয়াজিব কাজ ছেড়ে দিবে বলে মানত করে অথবা কোন হারাম কাজ করবে বলে মানত করে তা হলে সে এ জাতীয় মানত পুরা করবে না। বরং সে কসমের কাফ্ফারা তথা দশ জন মিসকিনকে

খানা খাওয়াবে অথবা তাদেরকে কাপড় কিনে দিবে। আর তা অসম্ভব হলে তিনটি রোযা রাখবে।

১৮৭. কোন পুরুষের জন্য অন্য কোন পুরুষের সতর এবং কোন মহিলার জন্য অন্য কোন মহিলার সতর দেখাঃ

কোন পুরুষের জন্য অন্য কোন পুরুষের সতর দেখা এবং কোন মহিলার জন্য অন্য কোন মহিলার সতর দেখা হারাম। আর কোন পুরুষের জন্য অন্য কোন মহিলার সতর দেখা তো অবশ্যই হারাম তা তো আর বলার অপেক্ষাই রাখে না। সতর বলতে শরীয়তের দৃষ্টিতে মানব শরীরের যে অঙ্গ দেখা অন্যের জন্য হারাম উহাকেই বুঝানো হয়।

বিশুদ্ধ মতে কোন পুরুষের জন্য অন্য কোন পুরুষের সতর তার নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং কোন মহিলার জন্য অন্য কোন মহিলার সতর হাত, পা, ঘাড় ও মাথা ছাড়া তার বাকি অংশটুকু তথা গলা বা ঘাড় থেকে হাঁটু পর্যন্ত। অনুরূপভাবে কোন পুরুষের জন্য অন্য কোন বেগানা মহিলার পুরো শরীরটিই সতর। তবে কোন পুরুষের জন্য তার কোন মাহ্রাম (যাকে চিরতরে বিবাহ্ করা তার জন্য হারাম) মহিলার সতর ততটুকুই যতটুকু কোন মহিলার জন্য অন্য কোন মহিলার সতর।

হযরত আবু সা'ঈদ্ খুদ্রী ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَ لاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَ لاَ يُفْضِيْ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَ لاَ تُفْضِيْ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِيْ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

(মুসলিম, হাদীস ৩৩৮)

অর্থাৎ কোন পুরুষ অন্য কোন পুরুষের সতরের দিকে একেবারেই তাকাবে না এবং কোন মহিলা অন্য কোন মহিলার সতরের দিকে একেবারেই তাকাবে

না। তেমনিভাবে কোন পুরুষ অন্য কোন পুরুষের সাথে একই কাপড়ের নিচে অবস্থান করবে না এবং কোন মহিলা অন্য কোন মহিলার সাথে একই কাপড়ের নিচে অবস্থান করবে না।

১৮৮. কোন মুহ্রিমের জন্য বিবাহ্ করা ও বিবাহ্'র প্রস্তাব দেয়াঃ

কোন মুহ্রিমের জন্য বিবাহ্ করা ও বিবাহ্'র প্রস্তাব দেয়া হারাম। মুহ্রিম বলতে যে ব্যক্তি হজ্জ বা 'উমরাহ্ করার জন্য মিক্বাত থেকে দু'টি সাদা কাপড় পরে ইহ্রাম বেঁধেছে তাকেই বুঝানো হয়।

হযরত 'উস্মান বিন্ 'আফ্ফান ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَ لاَ يُنْكَحُ وَ لاَ يَخْطُبُ

(মুসলিম, হাদীস ১৪০৯)

অর্থাৎ কোন মুহ্রিম ই'হ্রাম অবস্থায় বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হবে না এবং তাকে কেউ বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধও করাবে না। এমনকি এমতাবস্থায় সে কাউকে বিবাহ্'র প্রস্তাবও দিবে না।

১৮৯. বাম হাতে খাওয়া, সহজে হাত বের করা যায় না অথবা অসতর্কতাবস্থায় লজ্জাস্থান খুলে যাওয়ার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে এমনভাবে কাপড় পরিধান করাঃ

বাম হাতে খাওয়া, সহজে হাত বের করা যায় না অথবা অসতর্কতাবস্থায় লজ্জাস্থান খুলে যাওয়ার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে এমনভাবে কাপড় পরিধান করা হারাম।

হযরত জাবির ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَّأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ ، أَوْ يَمْشِيَ فِيْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، وَ أَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ ، وَ أَنْ يَحْتَبِيَ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ

(মুসলিম, হাদীস ২০৯৯)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন বাম হাতে খেতে, একটিমাত্র জুতো পরে হাঁটতে, সহজে হাত বের করা যায় না অথবা লজ্জাস্থান খুলে যায় এমনভাবে কাপড় পরতে।

১৯০. একটু কমবেশি করে সোনার পরিবর্তে সোনা অথবা রুপার পরিবর্তে রুপা বিক্রি করাঃ

একটু কমবেশি করে সোনার পরিবর্তে সোনা অথবা রুপার পরিবর্তে রুপা বিক্রি করা হারাম।

হযরত আবু বাকরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَبِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، وَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَ بِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ

(বুখারী, হাদীস ২১৭৫, ২১৮২ মুসলিম, হাদীস ১৫৯০)

অর্থাৎ তোমরা সোনাকে সোনার পরিবর্তে কোন রকম কমবেশি করা ছাড়া সমান পরিমাণে বিক্রি করবে এবং রুপাকে রুপার পরিবর্তে কোন রকম কমবেশি করা ছাড়া সমান পরিমাণে বিক্রি করবে। তবে সোনাকে রুপার পরিবর্তে এবং রুপাকে সোনার পরিবর্তে যাচ্ছে তাই বিক্রি করতে পারো।

হযরত আবু সা'ঈদ্ খুদ্‌রী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَبِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَ لاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَ لاَ تَبِيْعُوْا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَ لاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى

بَعْـــضٍ ، وَ لاَ تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

(বুখারী, হাদীস ২১৭৭ মুসলিম, হাদীস ১৫৮৪)

অর্থাৎ তোমরা সোনাকে সোনার পরিবর্তে সমান পরিমাণে বিক্রি করবে ; তাতে কোন রকম কমবেশি করো না এবং রুপাকে রুপার পরিবর্তে সমান পরিমাণে বিক্রি করবে ; তাতে কোন রকম কমবেশি করো না। তবে এর মধ্যে কোনটা অনুপস্থিত থাকলে উপস্থিতের পরিবর্তে তা বিক্রি করবে না। অর্থাৎ এ সকল ক্ষেত্রে উভয় পণ্যই সাথে সাথে হস্তান্তর করতে হবে। বাকিতে বিক্রি করা যাবে না।

১৯১. সোনাকে রুপার পরিবর্তে অথবা রুপাকে সোনার পরিবর্তে বাকি বিক্রি করাঃ

সোনাকে রুপার পরিবর্তে অথবা রুপাকে সোনার পরিবর্তে বাকি বিক্রি করা হারাম।

হযরত আবুল-মিন্হাল (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমার এক অংশীদার কিছু রুপা হজ্জ মৌসুম পর্যন্ত বাকিতে বিক্রি করে আমাকে তা জানালে আমি তাকে বললামঃ কাজটি তো ঠিক করোনি। তখন সে বললোঃ আমি তো কাজটি বাজারেই করেছি। আমাকে তো কেউ উক্ত কাজে বাধাই দিলো না। অতঃপর আমি ব্যাপারটি বারা' বিন্ 'আযিব ﵁ কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেনঃ নবী ﷺ মদীনায় আসলেন তখনো আমরা এ জাতীয় বেচাবিক্রি করতাম। অতঃপর তিনি একদা বললেনঃ

مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ، وَ مَا كَانَ نَسِيْئَةً فَهُوَ رِبًا

(মুসলিম, হাদীস ১৫৮৯)

অর্থাৎ তা নগদ বা হাতে হাতে হলে তাতে কোন অসুবিধে নেই। তবে বাকিতে হলে তাতে সুদ হবে।

এরপরও হযরত বারা' ﷺ আমাকে বললেনঃ তুমি হযরত যায়েদ বিন্ আরক্বামের নিকট যাও। কারণ, তিনি হচ্ছেন আমার চাইতেও বড়ো ব্যবসায়ী। তাই তিনি এ ব্যাপারে অবশ্যই সঠিক জানবেন। অতঃপর আমি তাঁর নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনিও একই কথা বললেন।

হযরত বারা' বিন্ 'আযিব ও হযরত যায়েদ বিন্ আরক্বাম (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ أَوِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

(বুখারী, হাদীস ২১৮০, ২১৮১ মুসলিম, হাদীস ১৫৮৯)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ রুপার পরিবর্তে সোনা এবং সোনার পরিবর্তে রুপা বাকিতে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

১৯২. কোন মুহ্রিমের জন্য ইহ্রামরত থাকাবস্থায় কোন পশু শিকার করাঃ

কোন মুহ্রিমের (যে ব্যক্তি হজ্জ বা 'উমরাহ্ করার জন্য মিক্বাত থেকে দু'টি সাদা কাপড় পরেছে) জন্য ইহ্রামরত থাকাবস্থায় কোন পশু শিকার করা হারাম।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَقْتُلُوْا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ ، وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيْنَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ، عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ ، وَ مَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ، وَ اللهُ عَزِيْزٌ ذُوْ انْتِقَامٍ ﴾

(মা'য়িদাহ্ : ৯৫)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ তোমরা ইহ্রামরত থাকাবস্থায় কোন বন্য পশুকে হত্যা করো না। যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক এ জাতীয় পশুকে হত্যা করলো তাকে

অবশ্যই হত্যাকৃত পশুর সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তবে এ ব্যাপারে দু' জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিই ফায়সালা করে দিবে। তা হাদিও (হজ্জ সংশ্লিষ্ট কোরবানীর পশু) হতে পারে যা যবাইয়ের জন্য কা'বায় পৌঁছিয়ে দেয়া হবে অথবা কাফ্ফারা স্বরূপ খাদ্যদ্রব্যও হতে পারে যা মক্কার মিসকিনদেরকে খাওয়ানো হবে কিংবা এর সমপরিমাণ রোযা রেখে দিবে। তা এ জন্যই করা হলো যাতে করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করতে পারে। যা (গুনাহ্) অতীত হয়ে গেছে আল্লাহ্ তা'আলা তা ক্ষমা করে দিয়েছেন। তবে যে ব্যক্তি আবারো এমন কর্ম করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার থেকে সত্যিই প্রতিশোধ নিবেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা তো পরাক্রমশালী প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

তবে কোন মুহ্রিম ব্যক্তি এমতাবস্থায় মানুষের জন্য কষ্টদায়ক পাঁচটি প্রাণীর যে কোনটি হত্যা করলে তাকে এর পরিবর্তে কোন কিছুই দিতে হবে না।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ : الْعَقْرَبُ وَ الْفَأْرَةُ وَ الْكَلْبُ الْعَقُوْرُ وَ الْغُرَابُ وَ الْحِدَأَةُ

(বুখারী, হাদীস ১৮২৬, ৩৩১৫ মুসলিম, হাদীস ১১৯৯)

অর্থাৎ পাঁচ জাতীয় প্রাণীকে কেউ ইহ্রামরত অবস্থায় হত্যা করলে তাতে কোন অসুবিধে নেইঃ বিচ্ছু, ইঁদুর, আক্রমণাত্মক কুকুর, কাক ও চিল।

১৯৩. স্বামীর মৃত্যুর পর কোন মহিলাকে তার মৃত স্বামীর কোন আত্মীয়ের নিকট বিবাহ্ বসতে বাধ্য করাঃ

স্বামীর মৃত্যুর পর কোন মহিলাকে তার মৃত স্বামীর কোন আত্মীয়ের নিকট বিবাহ্ বসতে বাধ্য করা হারাম।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوْا النِّسَآءَ كَرْهًا ، وَ لاَ تَعْضُلُوْهُنَّ ﴾

(নিসা' : ১৯)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ এটা তোমাদের জন্য হালাল হবে না যে, তোমরা বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হয়ে যাবে এবং তোমরা তাদেরকে প্রতিরোধ করো না।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ জাহিলী যুগে কেউ মারা গেলে তার ওয়ারিশ্রা তার স্ত্রীর মালিক হয়ে যেতো। তখন বিবাহ্'র ক্ষেত্রে উক্ত মহিলার নিজের উপর তার কোন কর্তৃত্ব থাকতো না। ওয়ারিশ্দের কেউ চাইলে তাকে নিজেই বিবাহ্ করে নিতো অথবা তাদের খেয়ালখুশি মতো কারোর নিকট উক্ত মহিলাকে বিবাহ্ দিয়ে দিতো। নয়তো বা তাকে এভাবেই রেখে দিতো। কারোর নিকট তাকে বিবাহ্ও দিতো না। তখন উক্ত আয়াতটি তাদের ব্যাপারেই নাযিল হয়।

(আবু দাউদ, হাদীস ২০৮৯)

১৯৪. পিতার মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীকে বিবাহ্ করাঃ

পিতার মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীকে তথা সতাই মাকে বিবাহ্ করা হারাম।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ لاَ تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ أَبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّ مَقْتاً ، وَ سَآءَ سَبِيْلاً ﴾

(নিসা' : ২২)

অর্থাৎ তোমরা নিজেদের বাপ-দাদার স্ত্রীদেরকে বিবাহ্ করো না। তবে যা গত হয়ে গেছে তা আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দিবেন। নিশ্চয়ই তা অশ্লীল, অরুচিকর ও নিকৃষ্টতম পন্থা।

হযরত বারা' ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আমার চাচার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তার হাতে ছিলো একখানা ঝাণ্ডা। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলামঃ আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেনঃ

بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيْهِ ؛ فَأَمَرَنِيْ أَنْ أَضْـــرِبَ عُنُقَـــهُ، وَآخُذَ مَالَهُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৪৫৭ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৬৫৬)

অর্থাৎ আমাকে রাসূল ﷺ এমন এক ব্যক্তির নিকট পাঠিয়েছেন যে নিজ পিতার স্ত্রী তথা তার সৎ মায়ের সঙ্গে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। রাসূল ﷺ আমাকে আদেশ করেছেন তার গর্দান কেটে দিতে এবং তার সম্পদ হরণ করতে।

হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের সকলকে উক্ত হারাম ও কবীরা গুনাহ্ সমূহ থেকে বাঁচার তাওফীক দান করুন। আ'মীন সুম্মা আ'মীন।

وَ صَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

সূচিপত্রঃ

বিষয় ঃ পৃষ্ঠাঃ

সমাপ্ত